সত্যজিৎ রায়

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

নেপোলিয়নের চিঠি

ছবি : অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

নেপোলিয়নের চিঠি
কালি কলম মন, লেখে তিনজন। পুজোর লেখার ধকলের পর শীতকালটা এলে লেখার চিন্তাটা থাউজ্যান্ড মাইল দূরে চলে যায়।
আপনার অমনিবাসও পুজোয় বেরিয়ে গেল... বুক ফেয়ারে বেরোবার কথা ছিল না...
তাতেও কিছু যায় আসে না, ইট্স সেলিং লাইক হট কচুরিজ।
হট কচুরিজের আজকাল তেমন ডিমান্ড আছে কি?
কী বলছেন মশাই, বাগবাজারে মোহন ময়রার দোকানে কচুরির জন্য কিউ দেখলে বুঝতেন উপমাটা কত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট

IA'S HOBBY CENT
তুমি কি ফেলুদা?
NDIA'S HOBBY CENTR

ঠিক ধরেছ তুমি।
আমার পাখিটা কে নিয়েছে ব'লতে পারো?

তোমার নামটাও বলে দাও ফেলুদাকে।
অনিরুদ্ধ হালদার।
বাঃ!

আপনার একজন খুদে ভক্ত। টিভিতে আপনার ইন্টারভিউটা দেখেছে বসে-বসে।
পাখির কথা কী বলছিল?

ও কিছু না... পাখি পোষার শখ হয়েছিল, তাই একটা চন্দনা কিনে দিয়েছিলাম... এখন ত ইন্ডিয়ান বার্ড নিষিদ্ধ... কেউ দোকানে বিক্রির জন্য রেখে গেছিল... যেদিন নিয়ে গেলাম সেদিনই খাঁচা থেকে কে পাখিটা বের করে নিয়ে যায়।
রাত্তিরে ছিল, সকালবেলা নেই। রহস্য!

তাই ত মনে হচ্ছে। তা অনিরুদ্ধ হালদার এই রহস্যের ব্যাপারে কিছু করতে পারে না?
আমি বুঝি গোয়েন্দা? আমি তো ক্লাস টু-তে পড়ি।
চলো অনি। তুমি বরং এঁদের একদি আমাদের বাড়িতে আসতে বলো।

তোমরাও আসবে আমাদের বাড়িতে।
নিশ্চয় আসব।
আমারও অনেক টয়েজ আছে দেখাব।

আমি অমিতাভ হালদার, বারাসতে থাকি... আপনি আমার বাবার নাম হয়ত শুনে থাকবেন। পার্বতীচরণ হালদার।
হ্যাঁ। ওঁর লেখাটেখাও তো পড়েছি। ... নানারকম জিনিসের কালেকশন আছে না?

ওটা বাবার নেশা। ব্যারিস্টারি ছেড়ে এখন ওসবই করেন। সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। গ্রামোফোন, মুঘল আমলের দাবা বোড়ে। ওয়ারেন হেস্টিংসের নস্যির কৌটো। নেপোলিয়নের চিঠি...
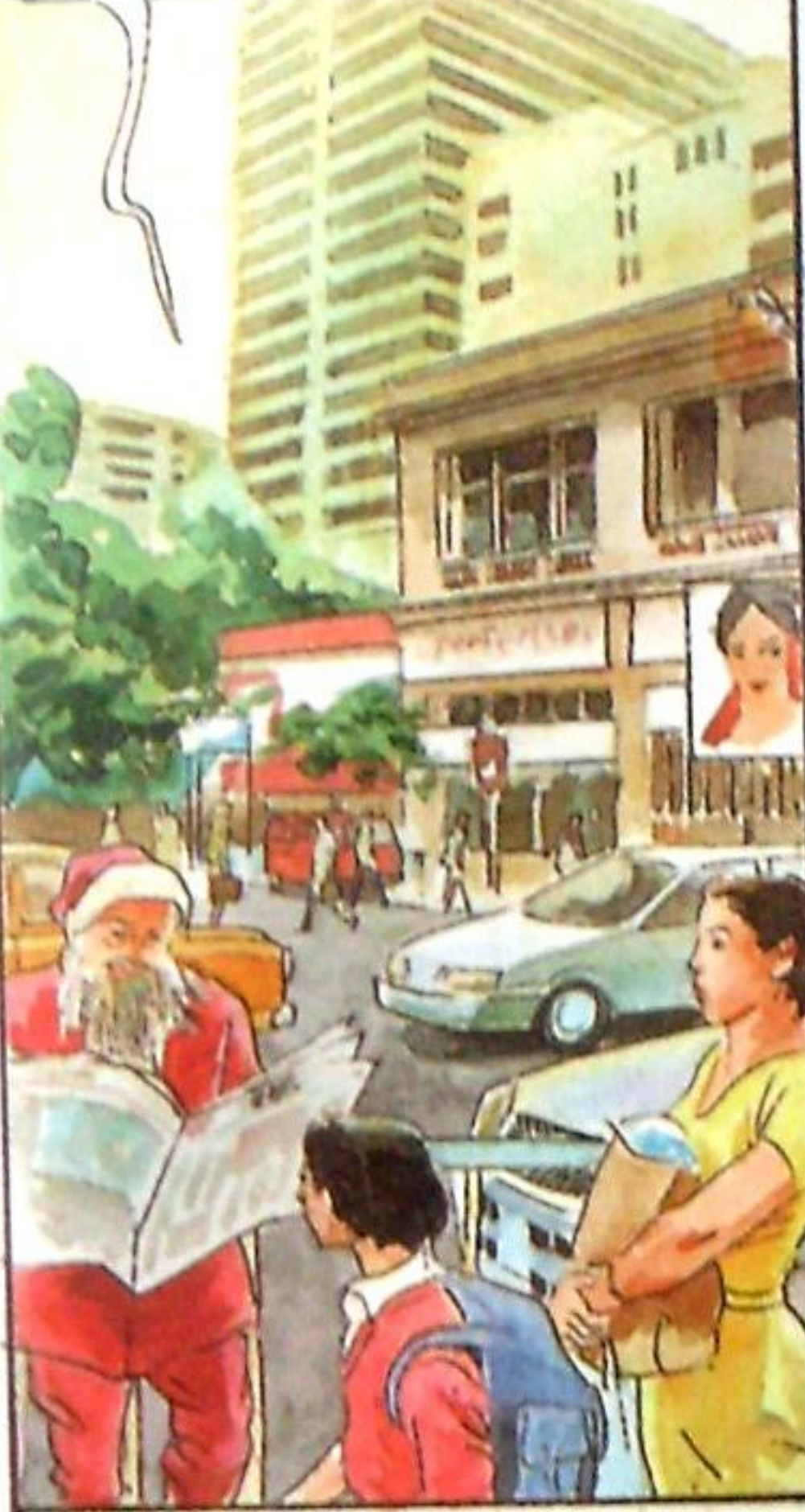
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট!

পরিচয় করিয়ে দিই, জনপ্রিয় লেখক লালমোহন গাঙ্গুলি... আমার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র।
নমস্কার। আমার স্ত্রী আপনার লেখার খুব ভক্ত।
হেঁ হেঁ...

আমাদের বাড়িটাও দেড়শো বছরের... খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে... কোনও রোববার-টোববার... আমি বরং একটা ফোন করে দেব...
নিশ্চয়ই...এই যে।
SSEL STREET KOLK
ইয়েস!

ঠিক আসবে!

খাঁচা থেকে পাখি চুরি যায় শুনেছ ভাই তপেশ?
এর মধ্যেও রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন নাকি?

ব্যাপারটা ঠিক দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে পড়ে না। চন্দনা তো আর বার্ড অফ প্যারাডাইজ নয়।

এক, যদি না কারও নেগলিজেন্সে দরজাটা খুলে গিয়ে থাকে। একবার গিয়ে দেখতে পারলে...

গ্রেট ম্যান, বোনাপার্ট!

মিঃ মিত্তির?
বলুন কী খবর।
আমার ছেলে ত মাথা খেয়ে ফেলল। কবে আসছেন?
পাখির সন্ধান পেলেন?

নাঃ... সে আর পাওয়া যাবে না।
ভয় হয়, পাখি উদ্ধার করতে না পারলে ত বেইজ্জতের ব্যাপার হবে...

ও নিয়ে ভাববেন না। ছেলেকে একটু সময় দিলেই ও খুশি হয়ে যাবে। আসলে আমার বাবার সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিতে চাই। আজ ত শনি, আজকে যদি...
রট-রট-রট-রট

এসে গেছেন।
দশটা নাগাদ হলে হবে?
নিশ্চয়ই।

হট কচুরিজ সার্ভড হট।

লালমোহনবাবু, মিঃ হালদার এক্ষুনি ফোন করেছিলেন... আমি বলেছি দশটায় পৌঁছচ্ছি বারাসতে।
চলুন, চলুন, বেরিয়ে পড়ি... গাড়িতেই খাওয়া যাবে।

আরও সকালে ফোন করলে আমরাই গড়পার যেতাম, ওখান থেকে বেরনো যেত।
একই ব্যাপার... ঘরে বসে আড্ডার মুডটাই ছিল না আজ। চলুন!

উপমাটা আপনার সত্যিই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এরকম কচুরি বহুদিন খাইনি।
মাই প্লেজার!

বারাসতে কিছু নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ রয়েছে না, ফেলুদা?
আর আছে বলে মনে হয় না... তবে হেস্টিংসের বাড়িটা সময় পেলে দেখে আসব।

দশটা ছাব্বিশ... এক ঘণ্টা একুশ মিনিট।
HALDARS

..আর ও সব নয়...

পেল্লায় বাড়ি!

আসুন।

আগে আমার পুত্রের সঙ্গে দেখাটা সেরে নিন। বাবার কাছে লোক আছে।
অ্যাদ্দুরেও এসে উৎপাত করে?
পিওর মার্বেল!

?!

থব
আঃ!

কিছু কালেক্টর আছেন। তা ছাড়া একজন সেক্রেটারির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তার জন্য লোক আসছে।
ওঁর সেক্রেটারি নেই?

আছে, তিনি দিল্লি চলে যাচ্ছেন একটা ভাল কাজ পেয়ে। আসলে এই ব্যাপারে বাবার লাকটাই খারাপ। গত দশ বছরে চারটি এল গেল।— এখন যার সঙ্গে

কথা বলছেন বাবা তাকে সাত বছর আগে তাড়িয়ে দেন। সেও সেক্রেটারি ছিল।
কেন, তাড়ান কেন?

কাজ ভালই করতেন। তবে অসম্ভব কুসংস্কারী। বাবা সেটা একেবারে সহ্য করতে পারেন না।
একবার ঈজিপ্ট থেকে একটা জেড পাথরের মূর্তি এনে বাবার অসুখ করে। সাধনবাবু সিরিয়াসলি বলেন যে দেবীর মূর্তি, তাঁর অভিশাপ পড়েছে বাবার উপরে।
সাধনবাবুকে খুব অপটিমিস্টিক বলতে হবে... আপনার বাবাও অত্যন্ত ক্ষমাশীল।
আসলে বাবার একটু অনুশোচনা হয়েছিল। ভদ্রলোকের অবস্থা ভাল ছিল না। বাবা ওকে সার্টিফিকেটও দেননি।
এসে গেছে ... ফেলুদা এসে গেছে!
সাধনবাবু।
খুব প্রসন্ন বলে মনে হচ্ছে না।
এই যে আমার খাঁচা।
আমি ত সেটাই দেখতে এলাম...
খাঁচাটাও একই দিনে কেনা।
কাজের লোকের পাখিতে অ্যালার্জি নেই ত?
সবই পুরনো। তা ছাড়া এককালে দুটো গ্রে প্যারট ছিল এ-বাড়িতে।
এটা লক্ষ করেছেন কি?
এ ত মনে হচ্ছে...
ব্লাড!
চন্দনা মার্ডারড!
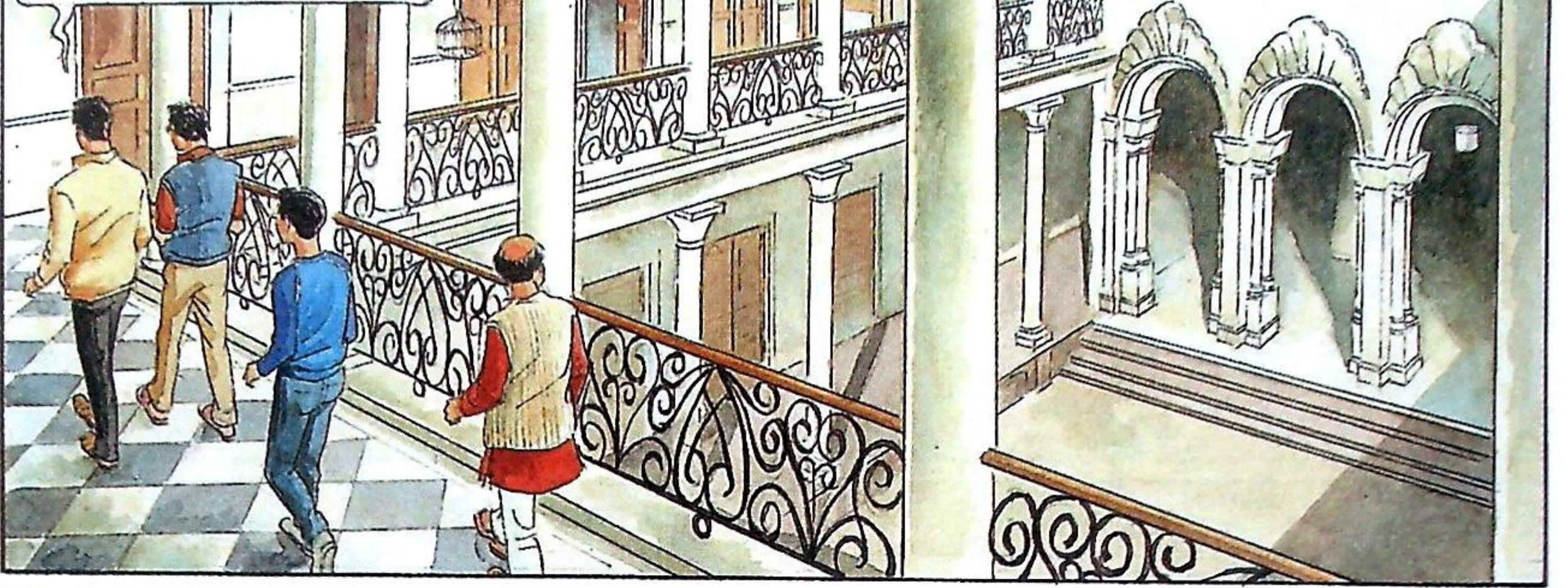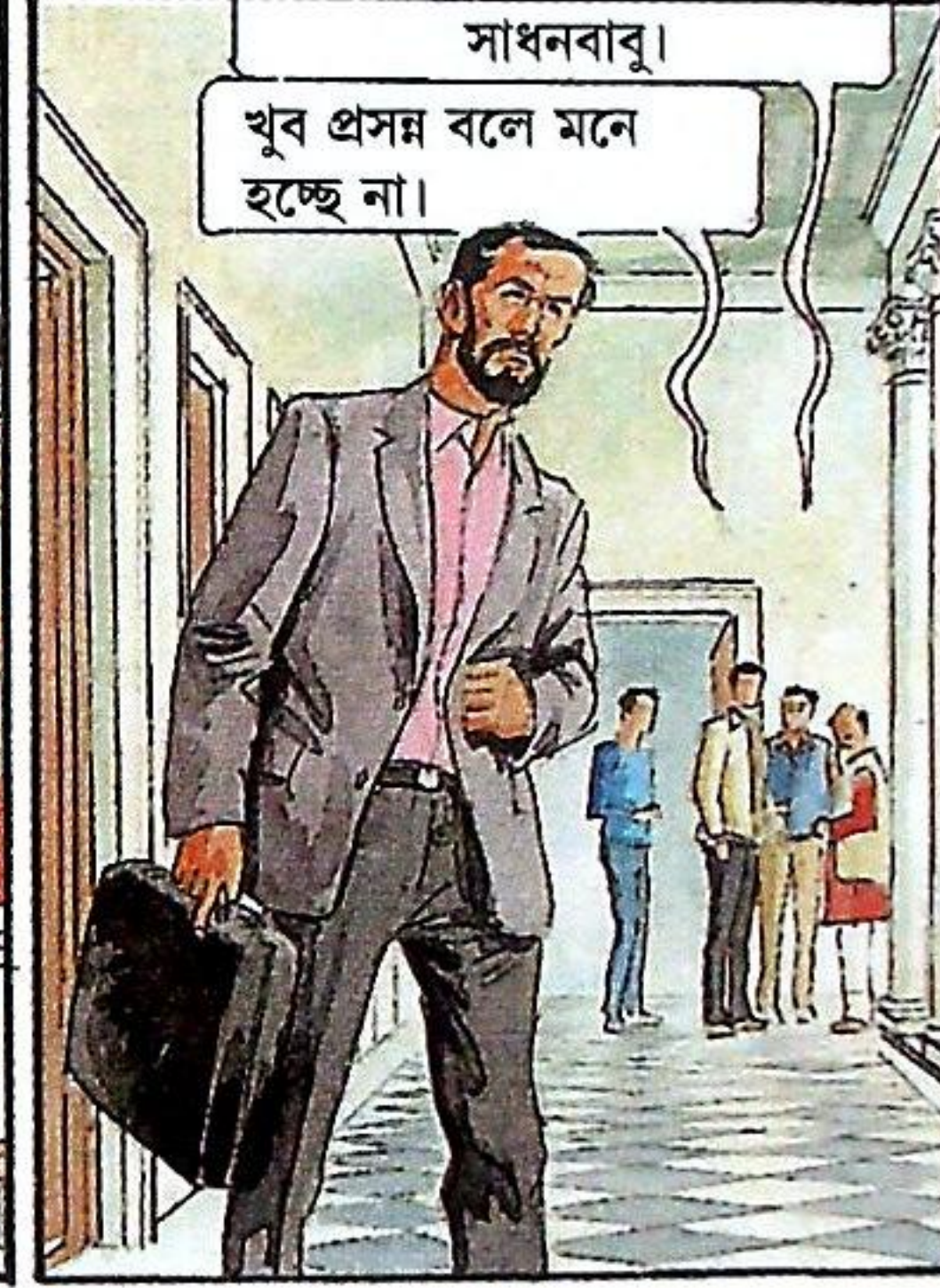
রক্তটা মানুষের না পাখির, কেমিক্যাল অ্যানালিসিস না করে বোঝা যাবে না। তবে একটা স্ট্রাগল হয়েছে।

তার মানে দরজা খোলা পেয়ে পাখি পালায়নি।
পাখিকে বের করে নেওয়া হয়েছে!

কোত্থেকে কিনেছিলেন?
নিউ মার্কেট।
তিনকড়িবাবুর দোকান খুব পুরনো।

আমার মেশিনগানটা দেখবে না?
দেখবেন বাবা। আগে তোমার দাদুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, কেমন?

এই যে বাবার স্টাডি।

আসুন!

গিয়ে দ্যাখ লোকটা আছে কি না...
বাবা!

নাঃ!
??
দশ মিনিট হয়ে গেছে...
সে লোক হাওয়া, বিশেষ করে যদি...
সে খুন করে...
উ-উরে বাবা রে!
স্যার!
আর থাকে!

সকাল থেকে ডিউটিতে রয়েছি... কেউ যায়নি।
কী হল দাদা?

দশ মিনিটের মধ্যে কাউকে বেরোতে দেখেছ?
কই না ত। ওখানেই ত রয়েছি। ... খুব বাস চলে ... কী হয়েছে?

খুন!
?!
!

আপনি ওদিকটায় যান।

?

আমার ভাই অচিন্ত্য।
?!

পেপারওয়েট বা কিছু থাকত কি?

হৃষিকেশবাবু, একটা ভারী পেপারওয়েট ছিল না?
হ্যাঁ ... ভিক্টোরিয়া আমলের।

পাঁচিল টপকানোও অসম্ভব।

এই বাগানে খুঁজে পাওয়াও মুশকিল...

মাথায় ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। মৃত্যুটা হয়েছে মারার সঙ্গে-সঙ্গেই। হাই প্রেশার। হার্টেও গোলমাল...

মিঃ হালদারকে এইভাবে.... ভেরি শকিং!
একটা পেপারওয়েট ছিল...
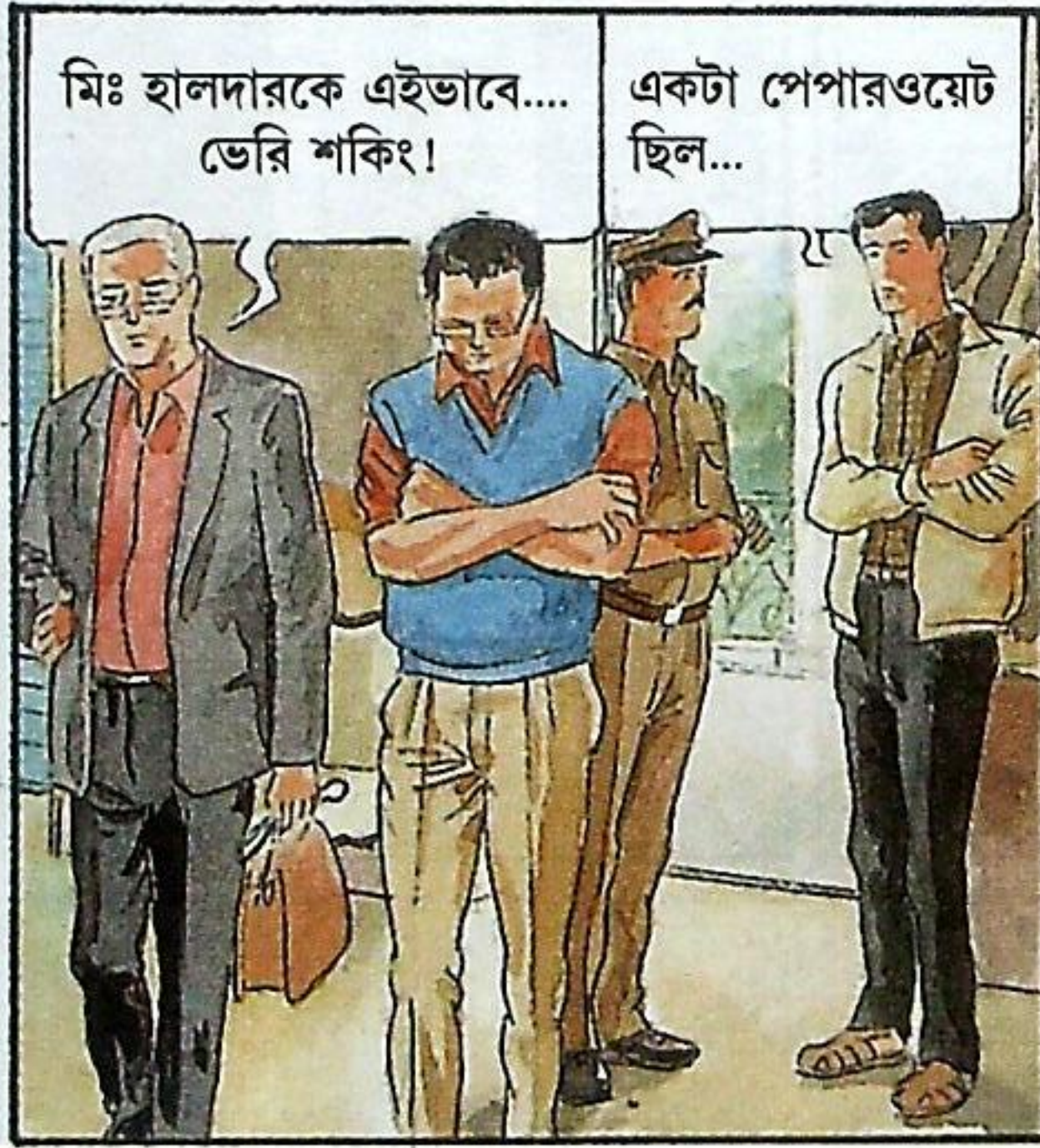
নেই। দরোয়ান বলছে কেউ বেরোয়নি....হরিপদবাবু বাইরে ছিলেন... কাউকে দ্যাখেননি বেরোতে।
...ব্যাটা এইভাবে পালাল!
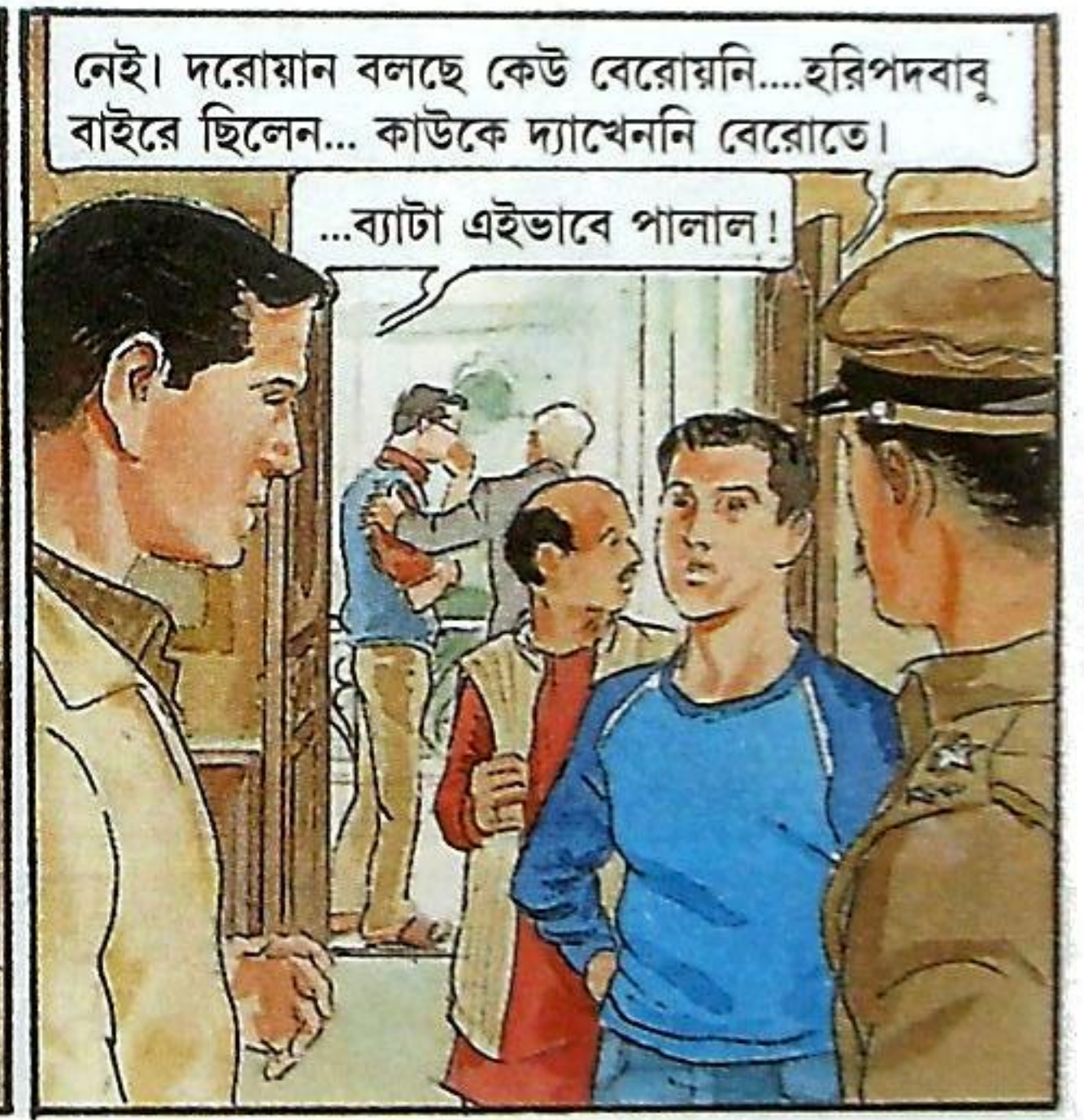
নাম ডেসক্রিপশন রয়েছে, খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না। অবিশ্যি সাধনবাবুর আগে যিনি এসেছিলেন খুনটা তিনিও করতে পারেন।
ওকে মৃত দেখলে সাধনবাবু কি আর ঘরে থাকতেন?

এ ত কিউরিওর দোকান। কোনও অসৎ লোক ঘরে ঢুকে মালিককে মৃত দেখলে তার ত পোয়াবারো।
আপনি বুঝতে পারবেন কোনও জিনিস গেছে কি না?

তা হয়ত পারব... সব জিনিসের একটা তালিকা করিয়েছিলেন আমাকে দিয়ে...
আপনিও এগোন... আমাদের রুটিন কাজ করতে থাকি।

পেস্টনজি আসেন সাড়ে ন'টায়।
আগেই আলাপ ছিল?
দশ বছরের। প্রায় আসেন। উনিও কালেক্টার। আজকে একটা চিঠি দেখতে এসেছিলেন।

নেপোলিয়নের চিঠি?
হ্যাঁ।

বিক্রির কথা ভাবছিলেন?
না না। পেস্টনজি মোটা টাকা অফার করবেন, আর উনি রিফিউজ করবেন তাতেই ওঁর আনন্দ।

কিসের মধ্যে থাকত?
অ্যালক্যাথিনের খামে। টেবিলে রয়েছে।

আমার আশ্চর্য লাগছে, সাধনবাবু যখন বেরোচ্ছেন আমিও ঢুকছি অথচ আমাদের দেখা হল না।
আপনি বেরিয়েছেন ক'টায়?

ফিরতে এত দেরি হল?
ঠিক দশটা বাজতে পাঁচে। পাঁচ মিনিট লাগে পোস্টাপিস যেতে। দুটো টেলিগ্রাম ছিল... বিদেশি, পাঁচ মিনিট লাগল।
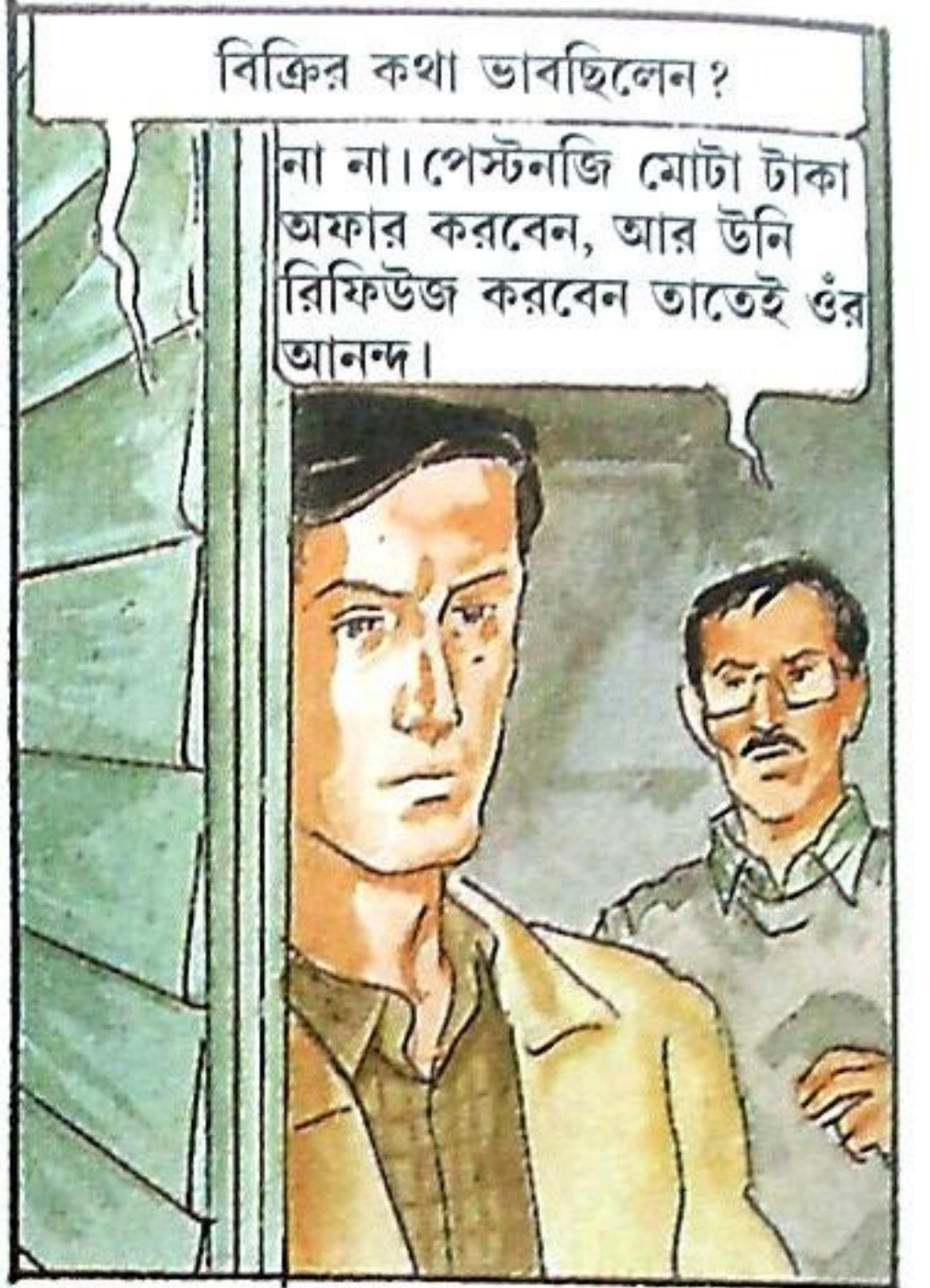
আর বলবেন না। ঘড়ির ব্যান্ডটা লুজ হয়ে গেছে, তাই ডান হাতে পরেছি। দোকান খোলেনি, পরে দেখব।
আপনি এখানেই থাকেন?

ওই যে আমার ঘর। ফ্যামিলি-ট্যামিলি নেই... মিঃ হালদার বললেন থাকতে। সাধনবাবুও ওই ঘরেই থাকতেন।

আর সব ঘরে তালা দেওয়া...

একতলায় আর কেউ থাকে না, কাজের লোকদের আলাদা কোয়ার্টার্স আছে।

রক্তটা কার বুঝলে কিছু?
কেউ বের করতে গেছে, পাখি ঠুকরে দিয়েছে।

এ কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন...
উন্নতির সুযোগ কে ছাড়ে বলুন? উনি এমপ্লয়ার হিসেবে খুবই ভাল ছিলেন।

থাকতে বাধ্য।
অচিন্ত্যবাবু কী করেন?
থিয়েটার।
থিয়েটার করেই রোজগার?

ছোটছেলে বোধ হয় একটু নেগলেকটেড। একটা চাকরি করিয়ে দিয়েছিলেন মিঃ হালদার... সেটা ছেড়ে দেন। নবরঙ্গমঞ্চে কাজ করছেন।

বাড়ির কেউ করলে তার হাতে জখম থাকবে... দেখলে কারও...
বডি পাঠিয়ে দিলাম...

তিনজনেরই মোটিভ ছিল।
পেস্টনজি ছিলেন মিঃ হালদারের রাইভ্যাল। সাধন দস্তিদারের ছিল পুরনো আক্রোশ।

এবং ছেলে অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে বাপের বনত না একদম।
আপনি এসে একটু বলুন ত, কিছু চুরি গেছে কি না।

কোনও জিনিস গেছে বলে ত মনে হচ্ছে না।

একবার চিঠিটা দেখবেন না?

এ কী! মিঃ হালদারের লেটার হেড!
PARBATI CHARAN HALDAR
BARASAT

কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে...
?
বাবু সাবধান!
চন্দনা!
চন্দনা!
টিঁয়া নয় ত?
নিজে চোখে দেখলুম... বললে...
বাবু সাবধান!
টিঁয়া টিঁয়া
টিঁয়া
টিঁয়া
সস
ঠক
সস
সস
কে?
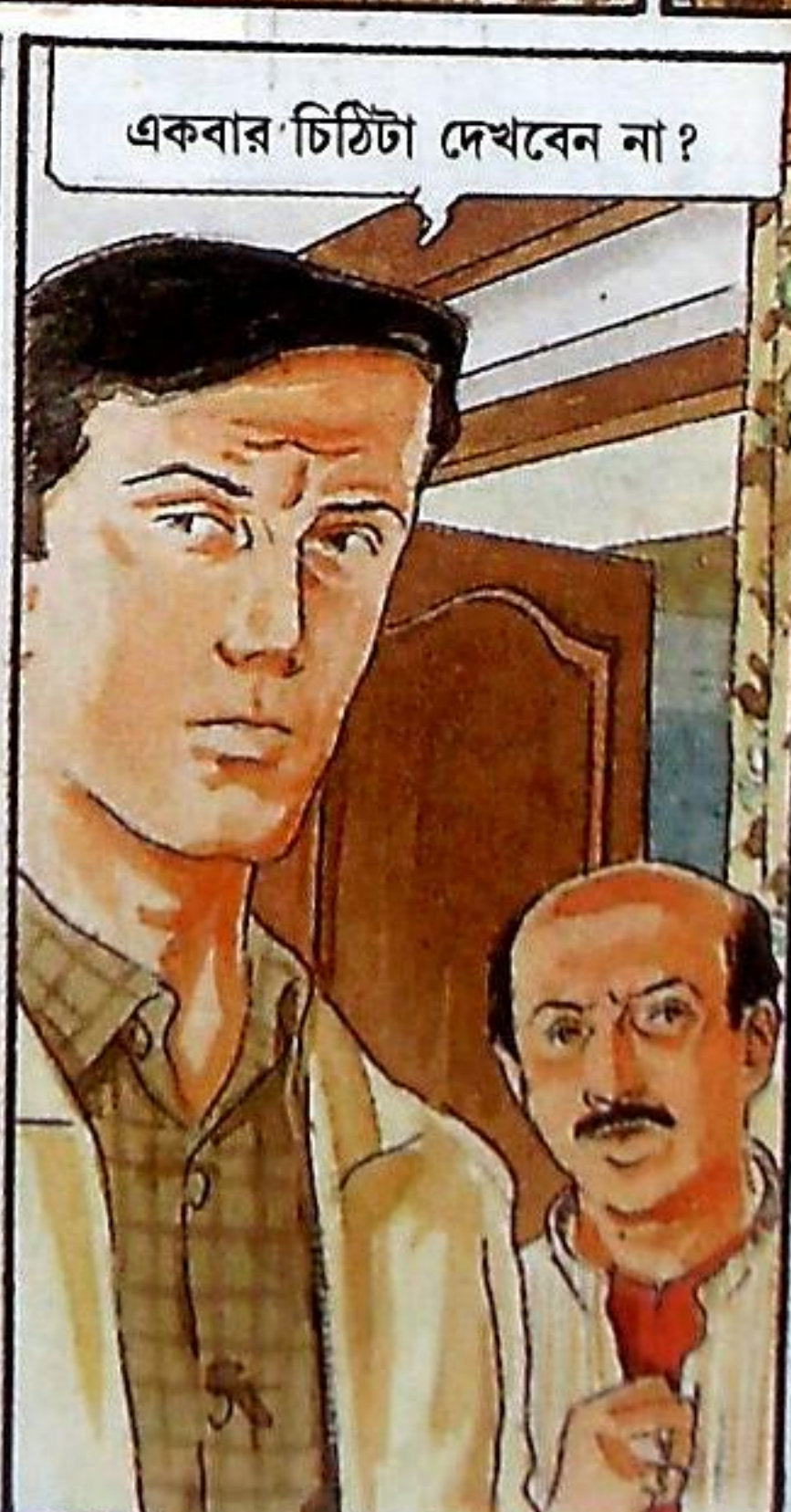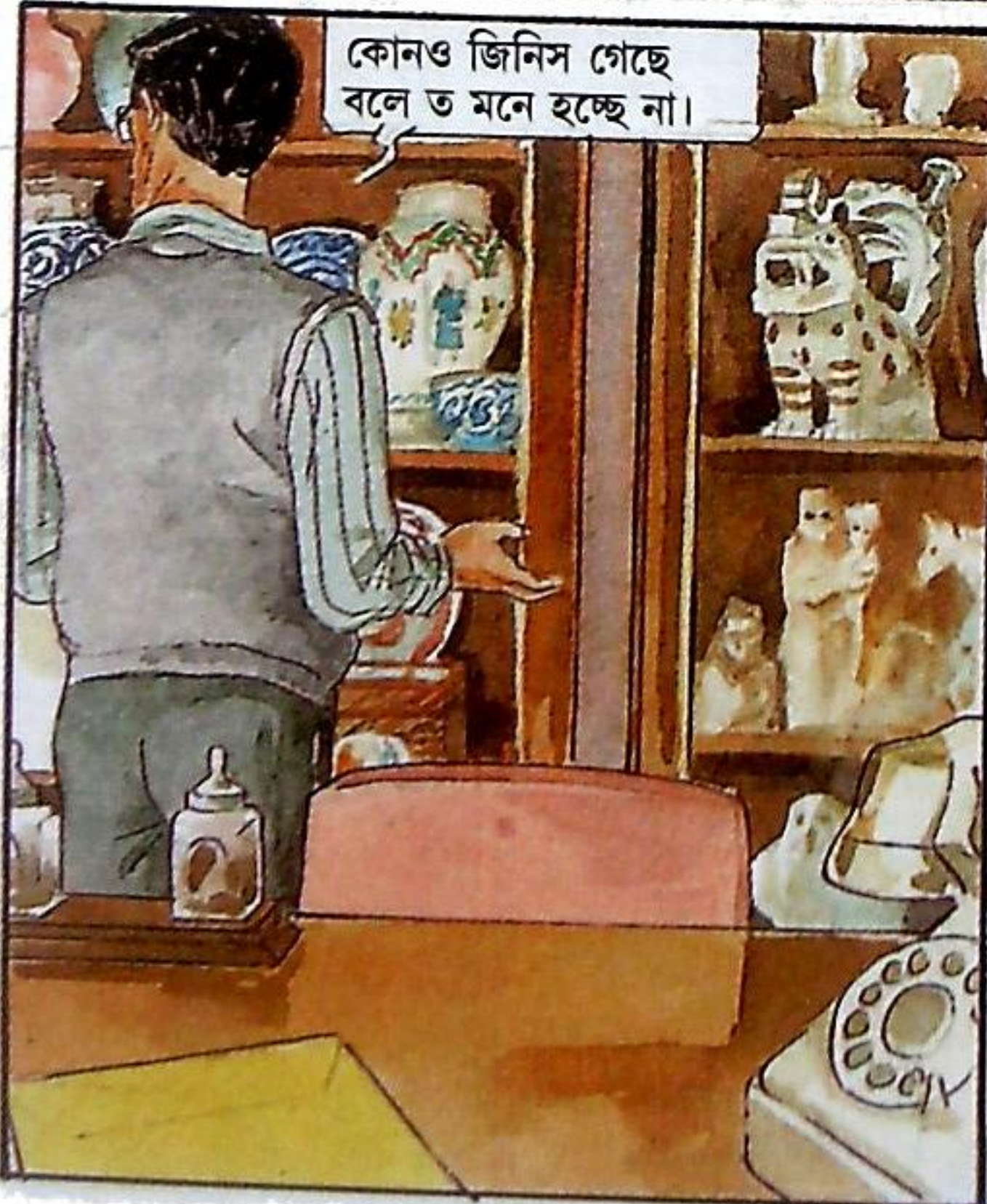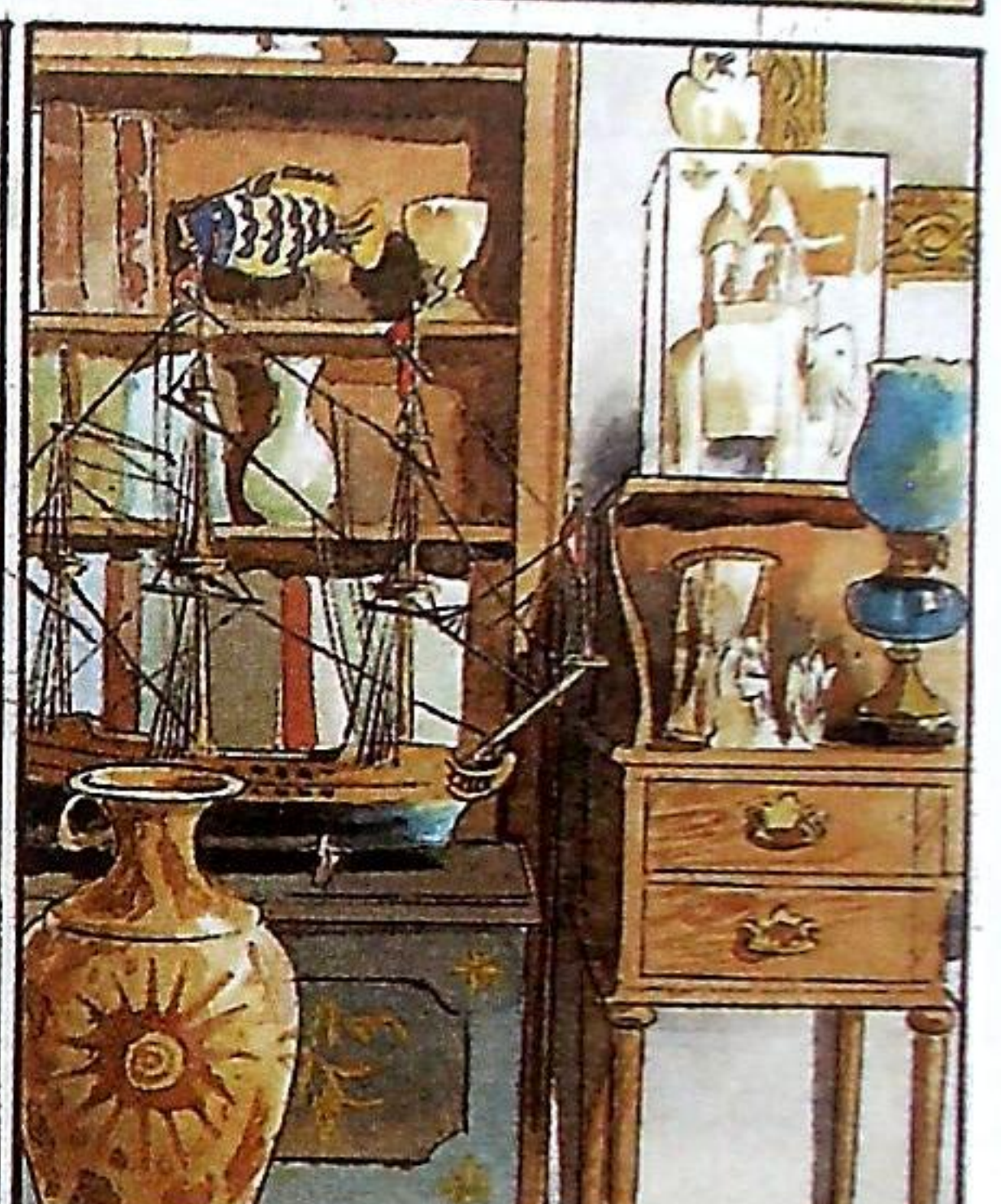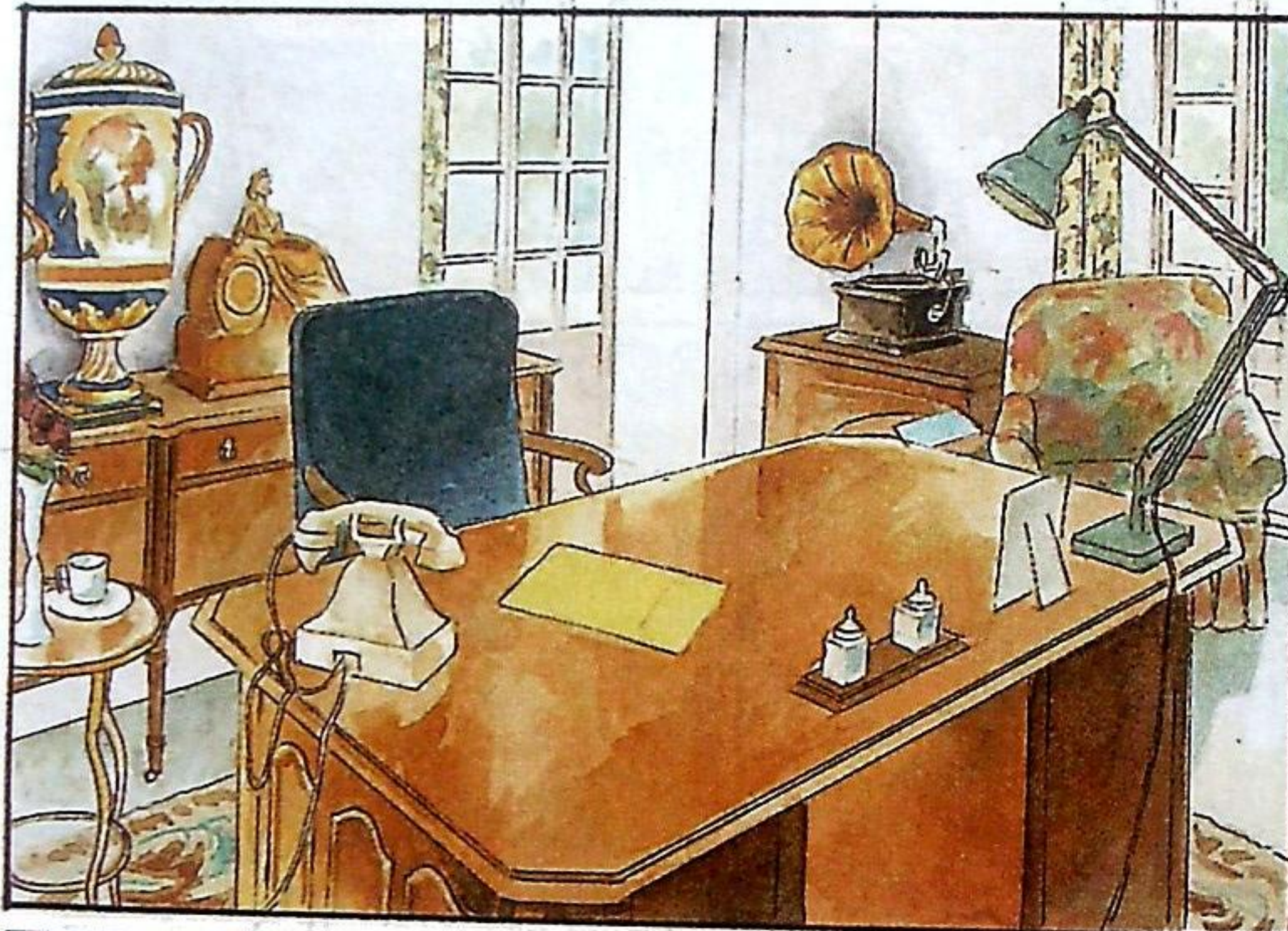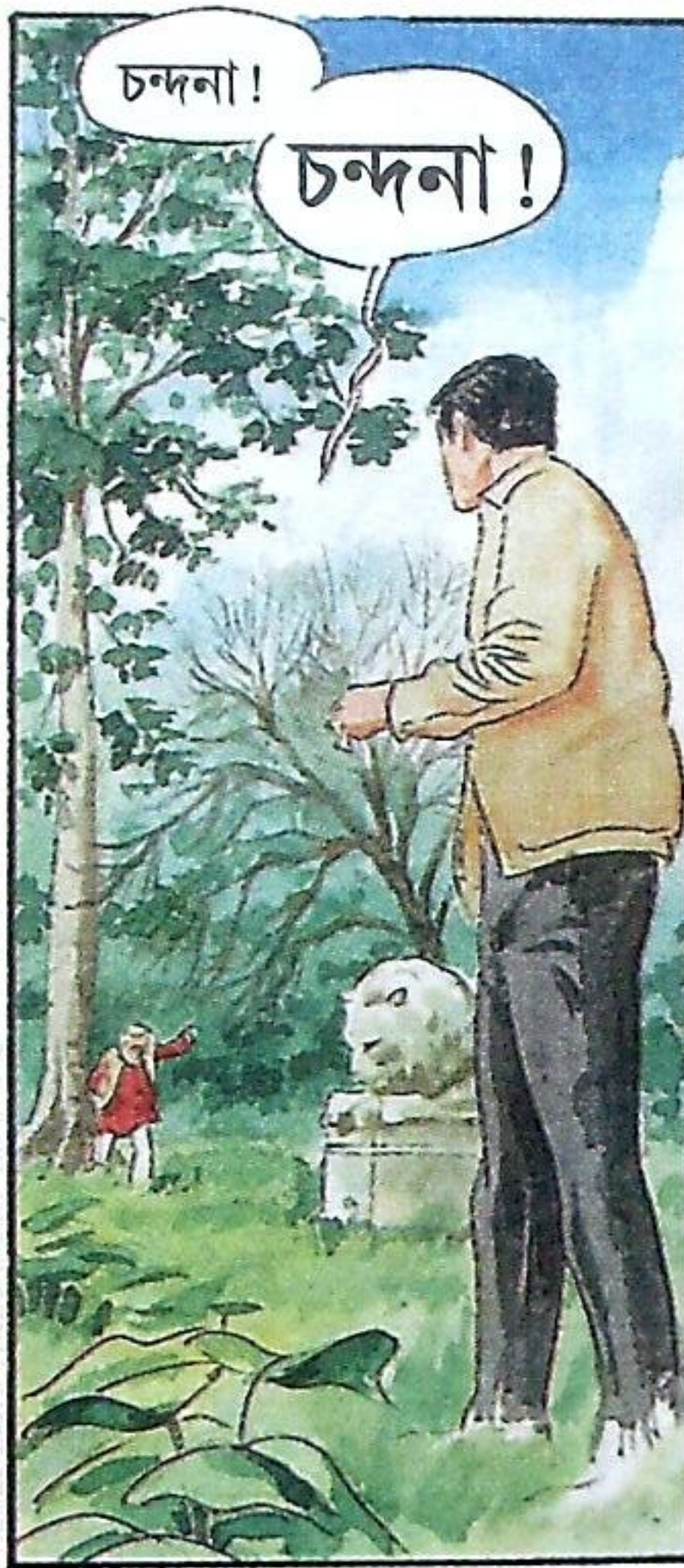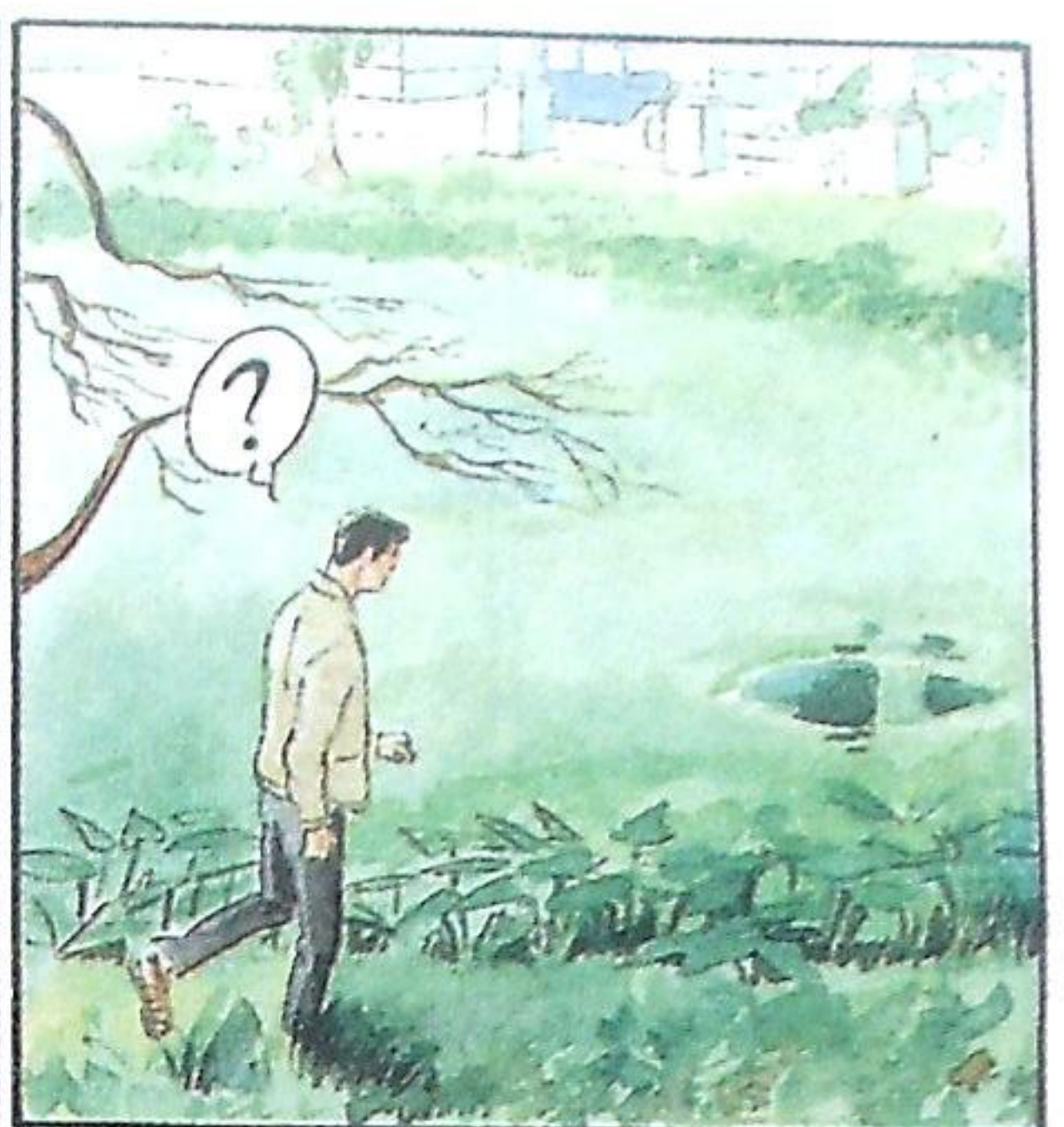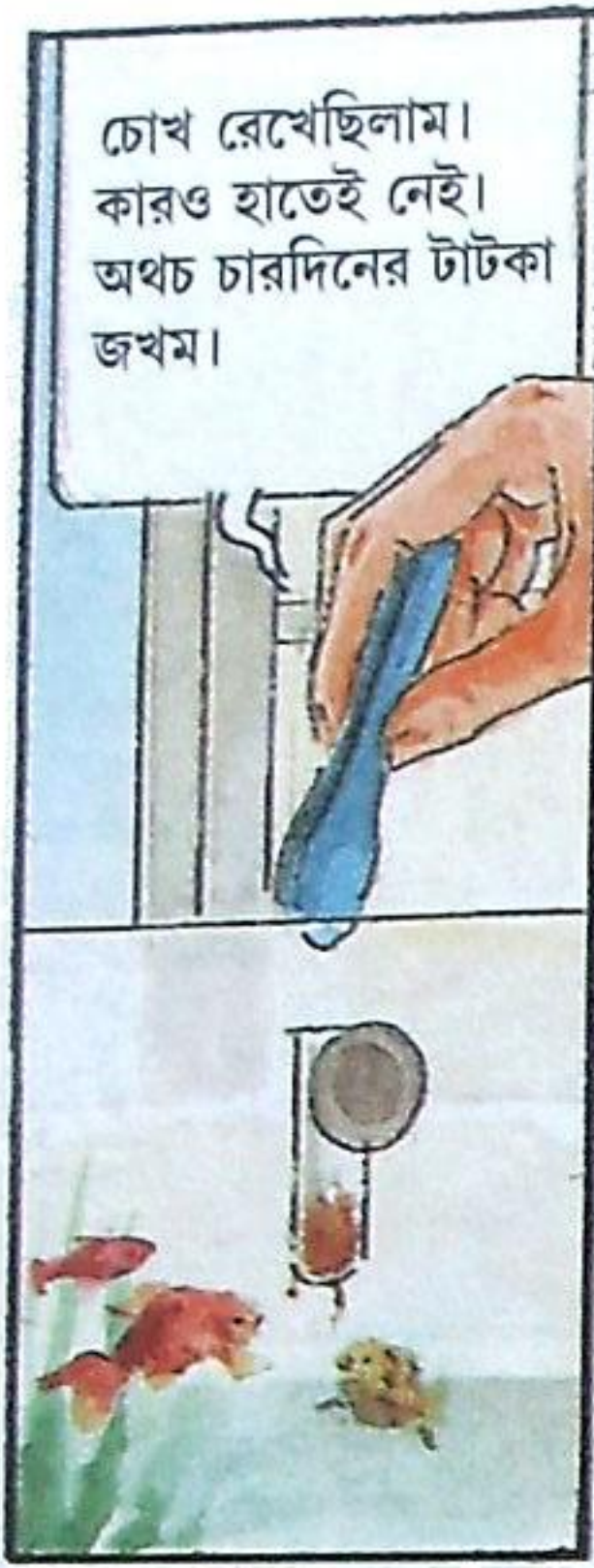
চোখ রেখেছিলাম। কারও হাতেই নেই। অথচ চারদিনের টাটকা জখম।
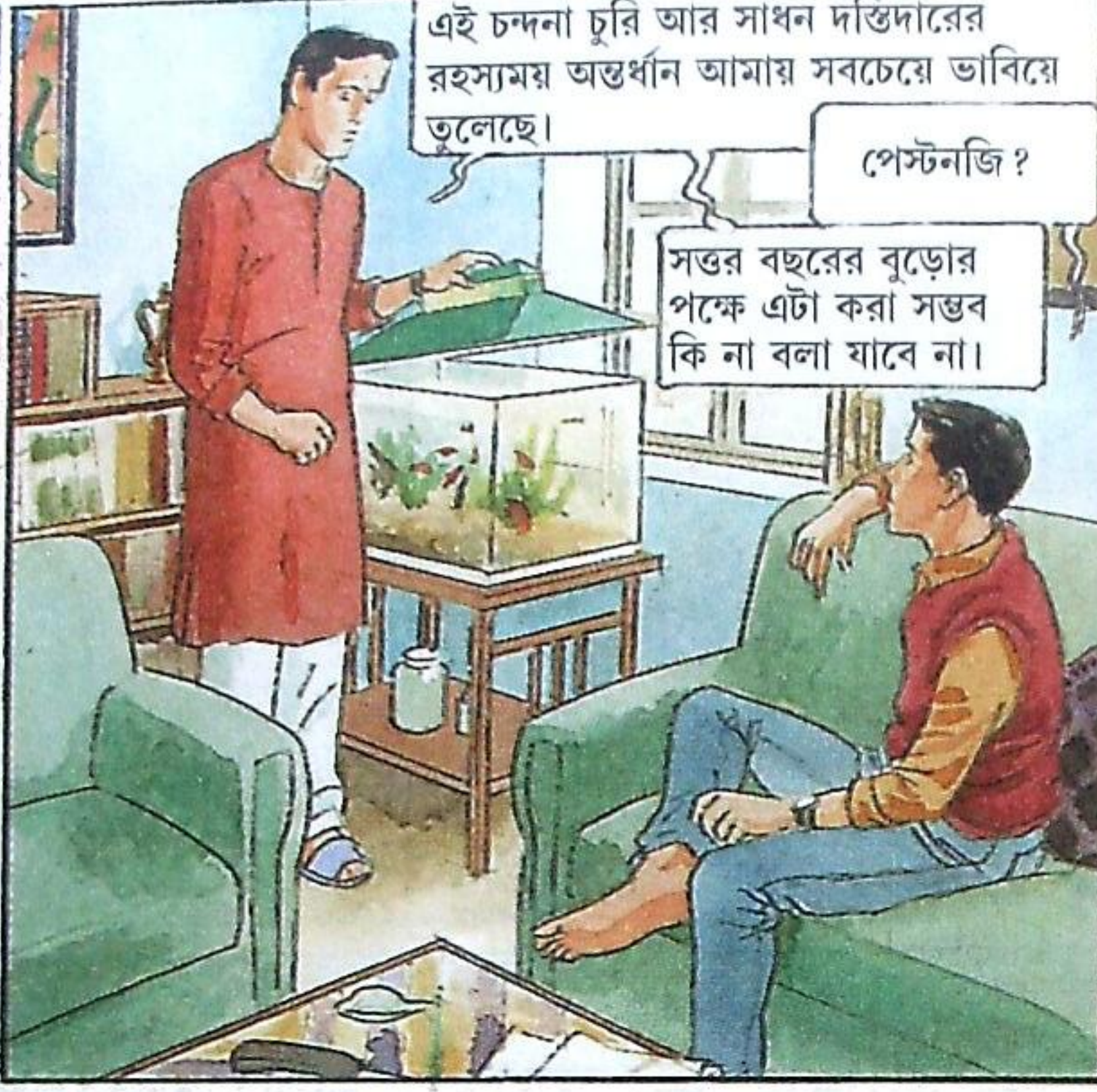
এই চন্দনা চুরি আর সাধন দস্তিদারের রহস্যময় অন্তর্ধান আমায় সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলেছে।
পেস্টনজি?
সত্তর বছরের বুড়োর পক্ষে এটা করা সম্ভব কি না বলা যাবে না।

তৃতীয়, অচিন্ত্য হালদার। বাপের উপর টান হয়ত ছিল না, কিন্তু খুন করার মতো আক্রোশ ছিল কি না সেটা ভাবতে হবে।
তবে নেপোলিয়নের চিঠিটা হাতাতে পারলে...
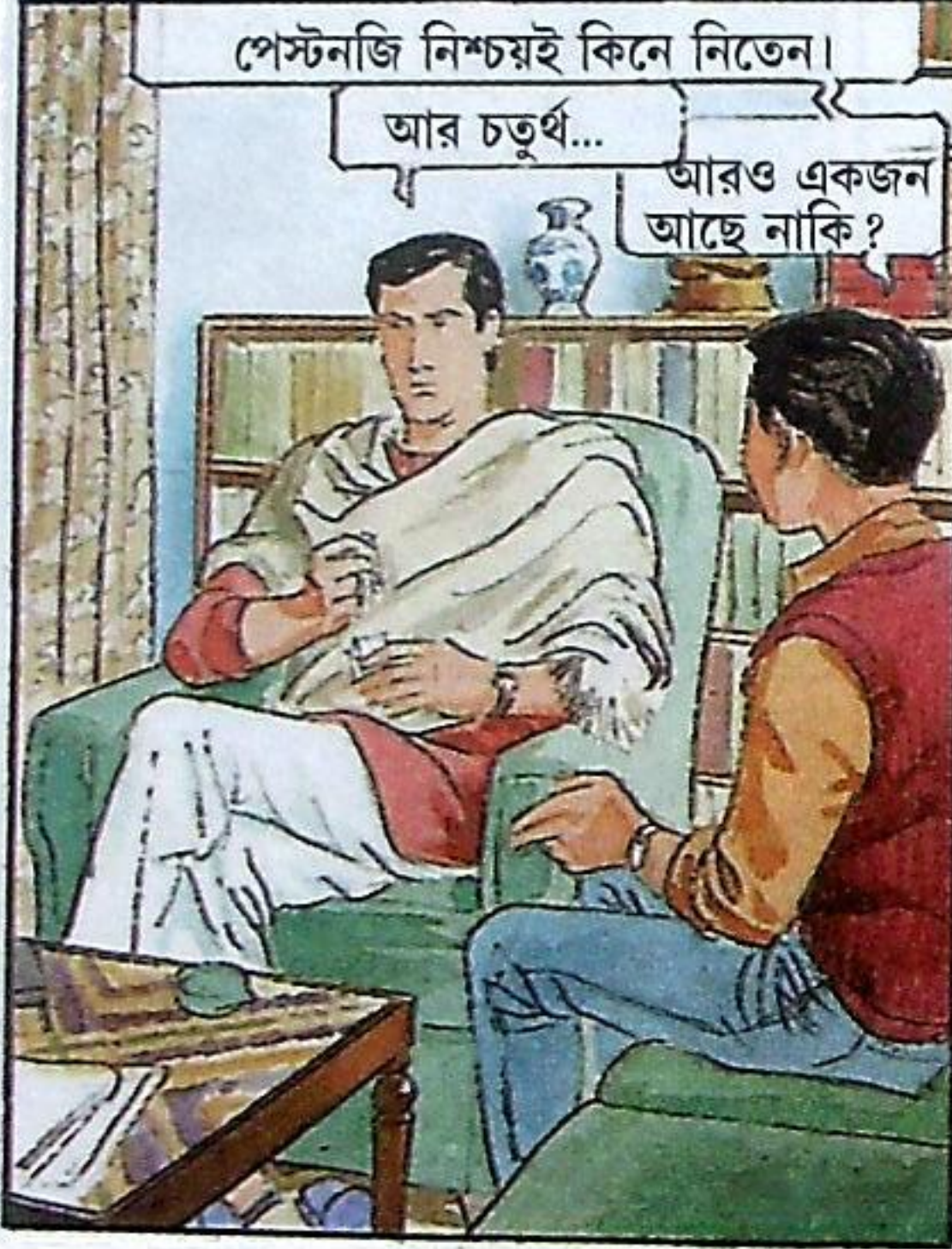
পেস্টনজি নিশ্চয়ই কিনে নিতেন।
আর চতুর্থ...
আরও একজন আছে নাকি?
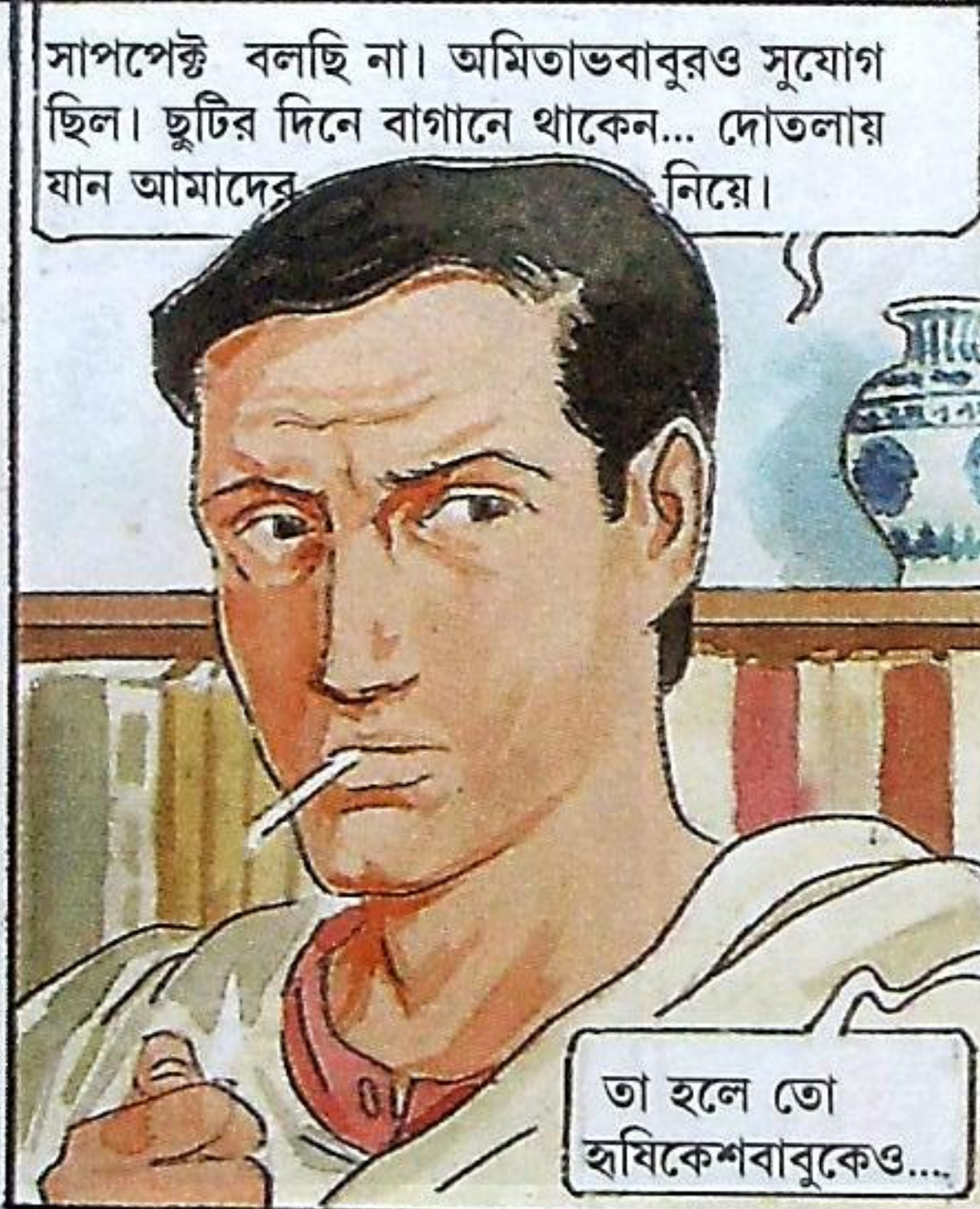
সাসপেক্ট বলছি না। অমিতাভবাবুরও সুযোগ ছিল। ছুটির দিনে বাগানে থাকেন... দোতলায় যান আমাদের নিয়ে।
তা হলে তো হৃষিকেশবাবুকেও....

ধরতে হয়। দশটা বাজতে পাঁচে দরোয়ান তাঁকে বেরোতে দেখেছে, কিন্তু কখন ফিরেছেন জানে না।

কাজের লোকদের বোধ হয় সবাইকেই বাদ দেওয়া যায়।
সবাই পুরনো। বেয়ারা মুকুন্দ কফি নিয়ে যায় দশটায়।
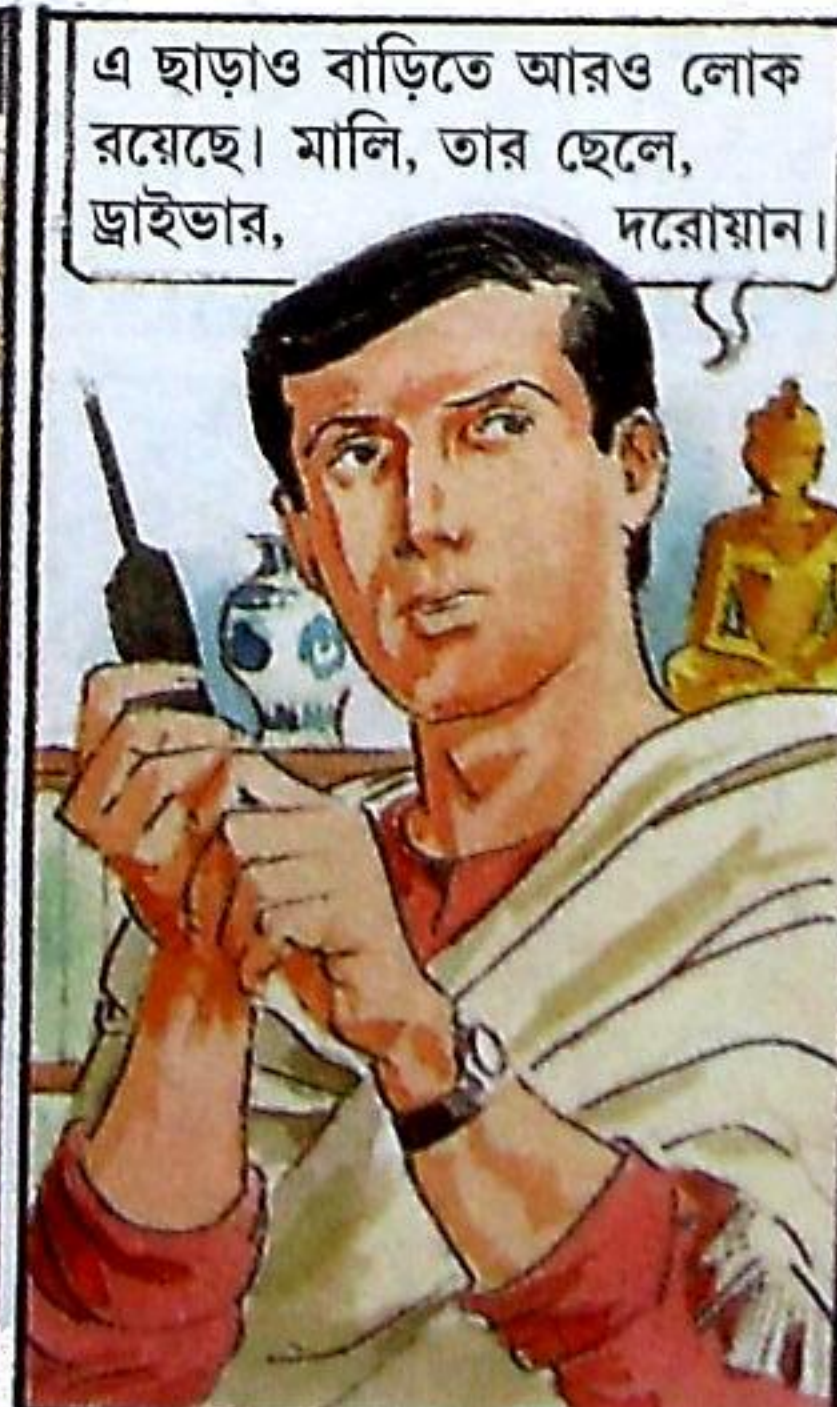
এ ছাড়াও বাড়িতে আরও লোক রয়েছে। মালি, তার ছেলে, ড্রাইভার, দরোয়ান।

কী খবর বলুন স্যার?

ভেরি স্যাড। সাধন দস্তিদারের দেওয়া ঠিকানায় ওই নামে কেউ থাকে না এবং কোনওদিন ছিলও না।

আর হৃষিকেশবাবুর অ্যালিবাই?
পোস্টাপিসে গেছিলেন...টেলিগ্রামও করেছেন। তারপর কী করেছেন জানা যাচ্ছে না।
আর পেস্টনজি?

তিরিক্ষি মেজাজের লোক। প্রচণ্ড ধনী। এমনিতে শক্ত সমর্থ, তবে আরথ্রাইটিসে কাবু। ডানহাত কাঁধের উপর ওঠে না। ফিজিওথেরাপি করান, চেক করেছি... সত্যি।

তা হলে সেই সাধন দস্তিদারের সন্ধানেই লেগে থাকতে হয়।
অ্যাপ্লিকেশনের খামেও বারাসতের পোস্টমার্ক রয়েছে। অথচ...
ইন্টারেস্টিং!

ও, ভাল কথা, খোকার ঘরে চোর এসেছিল।
আবার?
আবার মানে?

না। একটা চুরি ত হল বাড়িতে, আবার চোর?
যাই হোক, কিছু নেয়নি। বাবা-মায়ের পাশের ঘরে শোয়। বিলিতি কায়দা! একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। 'কে' বলে চেঁচাতে চোর পালায়।

ভয় করল না?
বললে, দাদু খুন হবার পর থেকে বালিশের নীচে মেশিনগান নিয়ে শোয়।

সে কী মশাই, আপনি এখনও অন্ধকারে নাকি?
কী করি বলুন—রোজ যদি একটা নতুন রহস্যের উদ্ভব হয়...খোকার ঘরে চোর ঢুকেছে কাল রাত্তিরে।

বলেন কী? চোরের কি কোনও বাছবিচার নেই? মুড়ি-মিছরি একদর?
তবে চন্দনার ব্যাপারটা আমায় হন্ট করছে। চন্দনা-টিয়ার মিক্স-আপটা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না।
হাজার হোক, এককালে আমার নিজেরই একটা ময়না ছিল। ওই তিনকড়িবাবুর দোকান থেকেই কেনা।
সে কী! এটা আগে বলেননি।

সে কি আজকের কথা... এসব 'বাবু সাবধান' নস্যি মশাই... মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম লাইন আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলাম।
আবৃত্তি?
'জল পড়ে, পাতা নড়ে' দিয়ে শুরু করা উচিত ছিল।

কই হে তপেশবাবু, যাবে নিউ মার্কেট?
যেতে হয় ত বেরিয়ে পড়ুন। আমি একটু ভাবতে চাই... ঘণ্টা খানেক পরে কামানটার কাছে মিট করব।
চলুন।
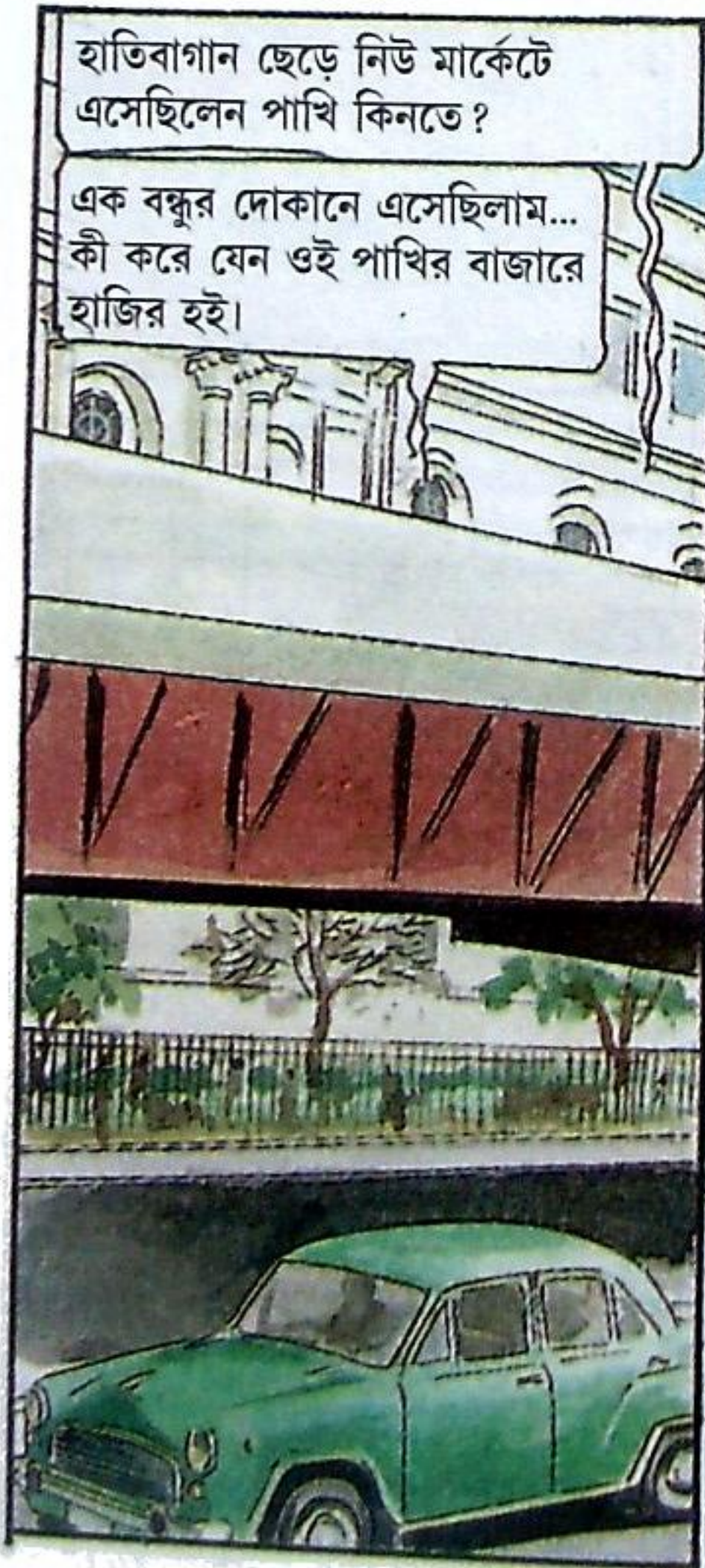
হাতিবাগান ছেড়ে নিউ মার্কেটে এসেছিলেন পাখি কিনতে?
এক বন্ধুর দোকানে এসেছিলাম... কী করে যেন ওই পাখির বাজারে হাজির হই।
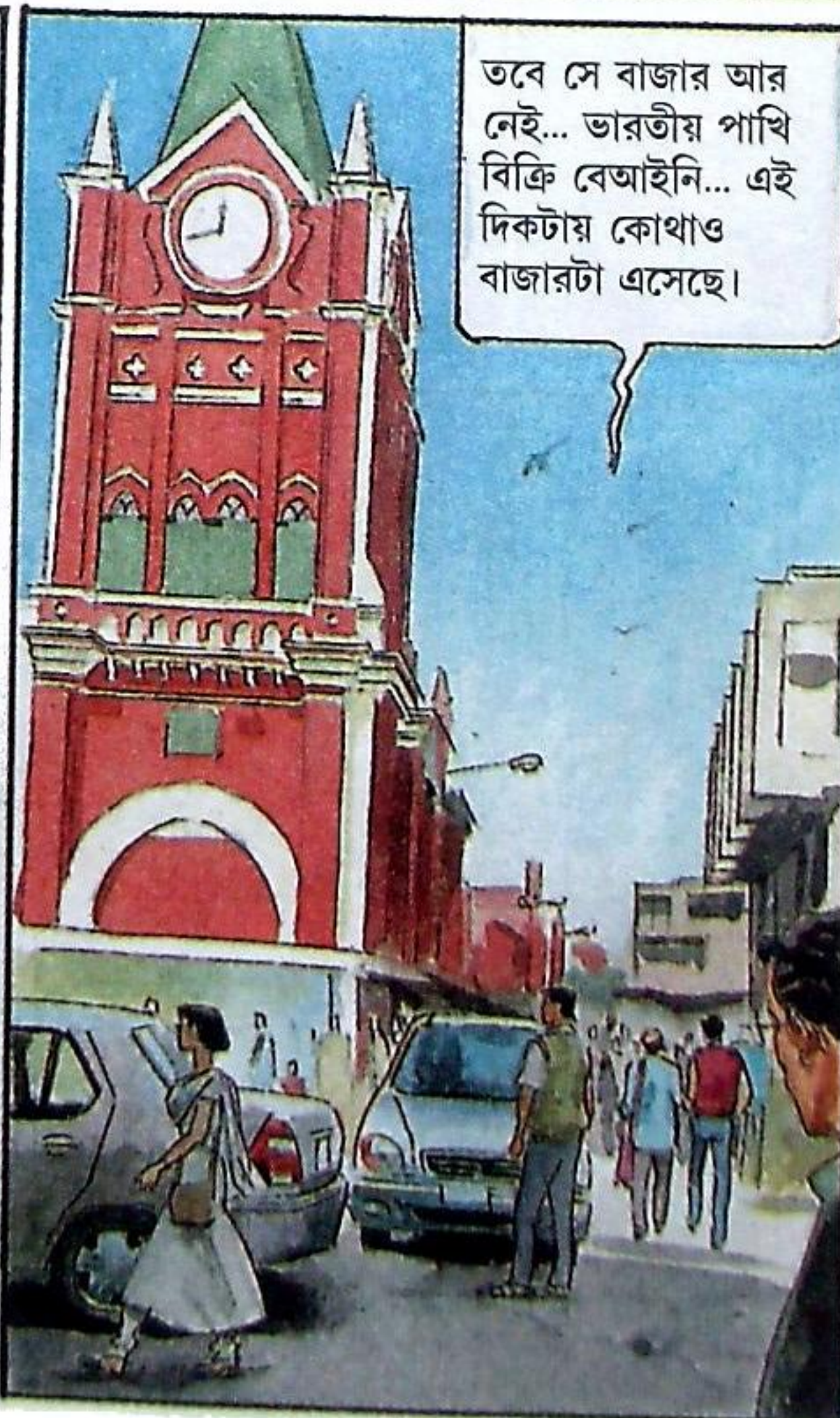
তবে সে বাজার আর নেই... ভারতীয় পাখি বিক্রি বেআইনি... এই দিকটায় কোথাও বাজারটা এসেছে।
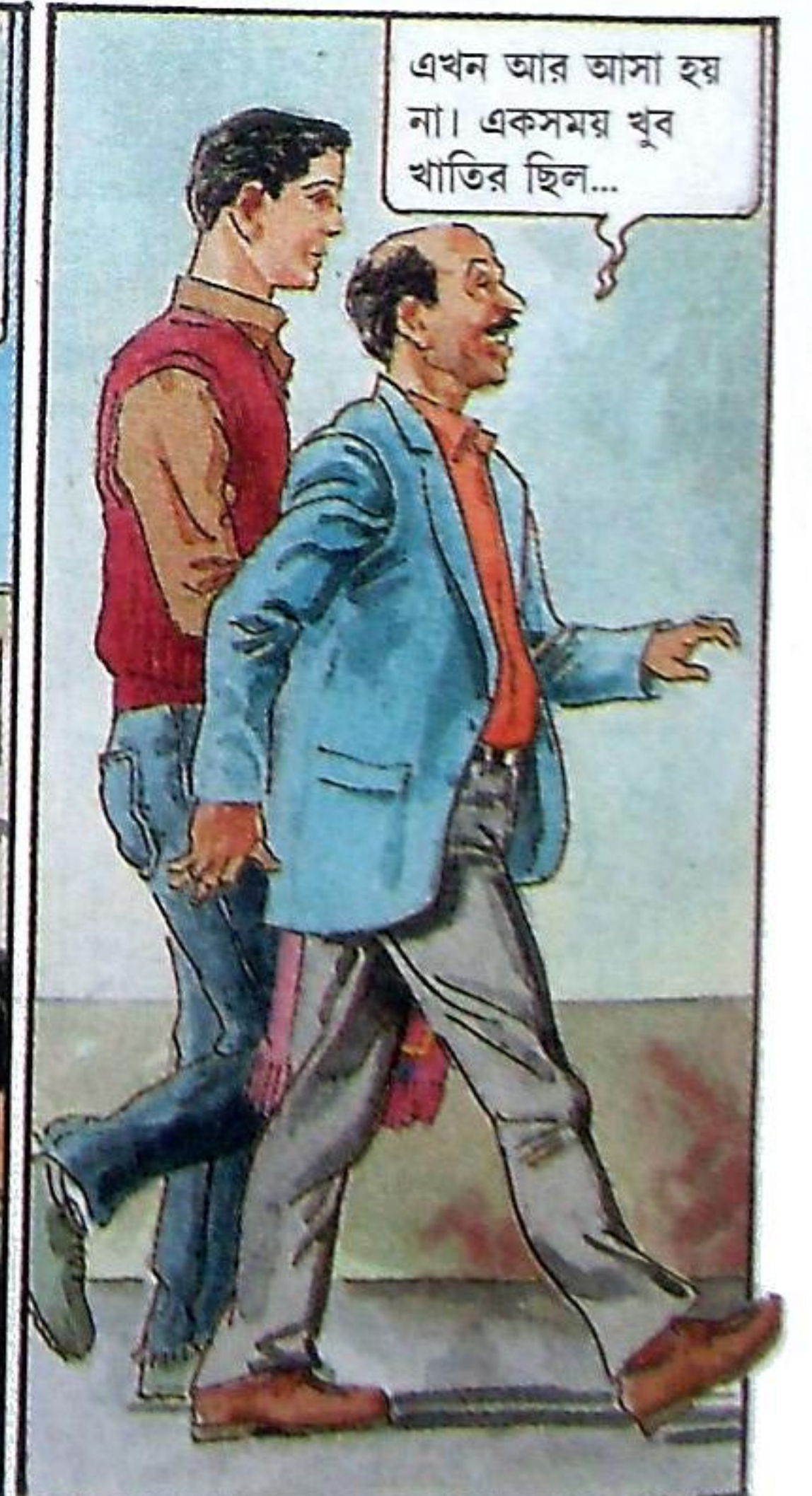
এখন আর আসা হয় না। একসময় খুব খাতির ছিল...

এ যে সব মুরগির দোকান।
ওই যে... তিনকড়িবাবু

চিনতে পারছেন?
চেনা মুখ তো ভুলি না চট করে।

নাকুবাবু তো? কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে থাকেন না?

আপনার এখান থেকে পাঁচ-ছ' দিন আগে একজন একটা চন্দনা কিনে নিয়ে গেছেন... বারাসতের এক ভদ্রলোক?
কেন মশাই, অত ইনফরমেশন কী দরকার?

সেই পাখিটা খাঁচা থেকে চুরি গেছে রহস্যজনকভাবে।
অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে।
ফিরে পেতে চান ত কাগজে অ্যাডভারটাইজ দিন।

তা না হয় দেব। কিন্তু আপনার দোকানে কোত্থেকে...
বললুম ত অতশত বলা যাবে না।

পাখিটা কথা বলত কি?
তা বলতে পারে... এরাও কথা বলে।

এবার এসো!
!?!!

নিউ মার্কেটে এলেই দেখেছি কিছু একটা কিনতে ইচ্ছে করে।
কিনতে ইচ্ছে করে?
একটা হিস্টোরিক্যাল ল্যান্ডমার্ক ত!
AVIS
TREND

ANGELO
Hosiery
NEW MARKET

TEMP 25C
HUM 33%
TOILET
শৌচালয়
BROS

চন্দনা টিয়ার মিক্স-আপটা কী দাঁড়াল?
অ্যাঁ?
বললেন অ্যাডভারটাইজ দিন... পাখির অরিজিন সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবেন না।

আমিও তাই ভেবেছি। তবে পাখির আগে পেস্টনজির ব্যাপারটা সেরে নিই।
এ নাম ত পারসিদের হয় বলে শুনেছি।

হ্যাঁ... তবে এটা শুনেছেন কী, এরা প্রায় সিরাজদ্দৌলার আমল থেকে কলকাতায় রয়েছে?
বলেন কী... সিরাজদ্দৌলা... নেপোলিয়ন... আমার ত গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশাই।

কাঁটার স্টক একজস্ট করে ফেলবেন না... এঁর বাড়িটাও সম্ভবত দেড়শো বছরের। ১৩৩/২ বউবাজার স্ট্রিট।

দেড়শো বছর? সিপয় মিউটিনি!

হেঁটেই উঠতে হবে।
A.PEST
একটু দাঁড়ান।
পাঁচ মিনিট।
ঠিক আছে।
বাট ইউ আর নট ওয়ান
ম্যান। ইউ আর এ ক্রাউড।

আই অ্যাপোলজাইজ ফর দ্যাট... ইউ ক্যান অ্যাভয়েড দেম ইফ ইউ লাইক।
সিট ডাউন... হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?

আপনি পার্বতী হালদারকে...
মাই গড, এগেন।

আমি পুলিশের লোক নই...আমি শুধু জানতে চাইছিলাম, এই নেপোলিয়নের চিঠিটা সম্বন্ধে আপনার কী মত।

তুমি দেখেছ চিঠিটা?

না। আমার যাওয়ার আগেই খুনটা হয়... চিঠিটাও চুরি যায়।

সেন্ট হেলেনায় তার শেষ নির্বাসন কবে হয় জানো?
১৮১৫।

দ্যাটস রাইট। এই চিঠিটা লেখা হয়েছিল ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। সেন্ট হেলেনায় ওঁকে শেষ ছ'বছরে চিঠি লিখতে দেওয়া হয়নি।
তার মানে এই চিঠিটা তাঁর শেষ চিঠিগুলোর মধ্যে একটা।

শুধু 'মঁ শেরামি'—অর্থাৎ 'আমার প্রিয় বন্ধু' দিয়ে চিঠি শুরু। ভাব ও ভাষা অপূর্ব। সব হারিয়েছেন কিন্তু এক বিন্দু আদর্শচ্যুত হননি।
এ চিঠি লাখে এক। জুরিখে এক সর্বস্বান্ত মাতালের কাছ থেকে জলের দরে মিঃ হালদার কিনে ছিলেন... সে জিনিস আমার হাতে চলে আসত এক লক্ষ টাকায়।

মাত্র এক লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে রাজি ছিলেন মিঃ হালদার?
নেভার।
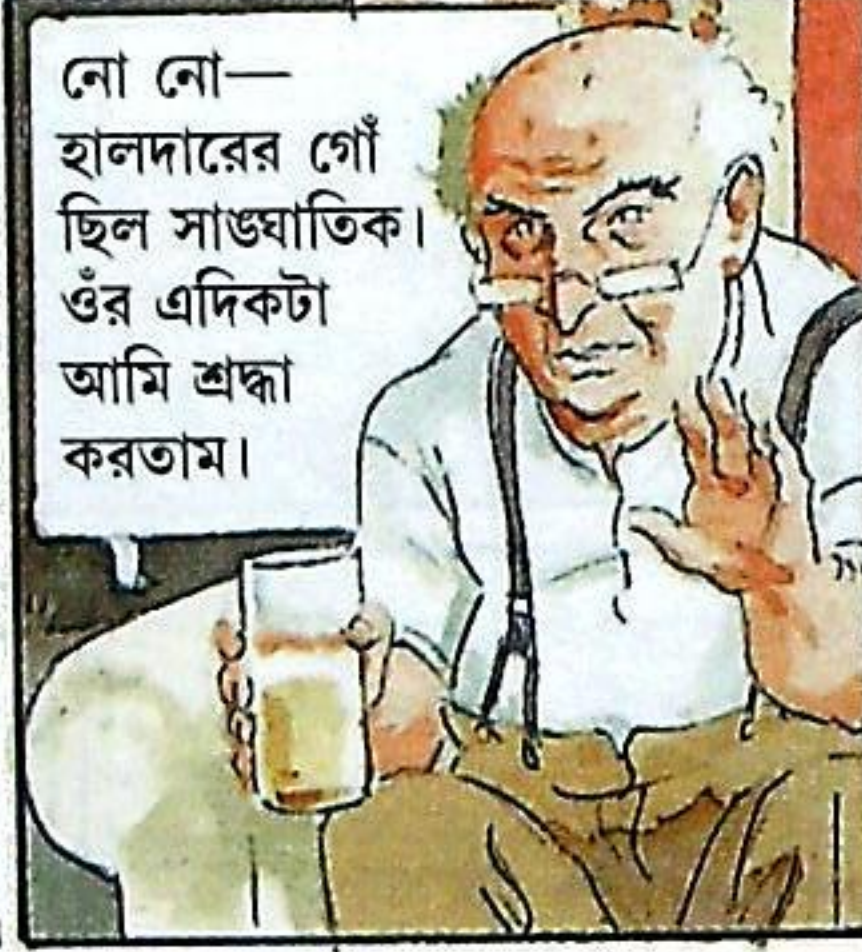
নো নো— হালদারের গোঁ ছিল সাঙ্ঘাতিক। ওঁর এদিকটা আমি শ্রদ্ধা করতাম।

এটা আমি পুলিশকে বলিনি। জেরায় প্রেশার চড়ে গেছিল। ইউ লুক লাইক এ জেন্টলম্যান, তাই বলছি। কাল সকালে একটা ফোন এল। নাম বলল না। বলল নেপোলিয়নের চিঠিটা কিনতে রাজি কি না?

রাত্রে আসতে বলি। বললে, লোক পাঠাবে। আরও বললে, পুলিশে খবর দিলে আমারও দশা হবে হালদারের মতো।
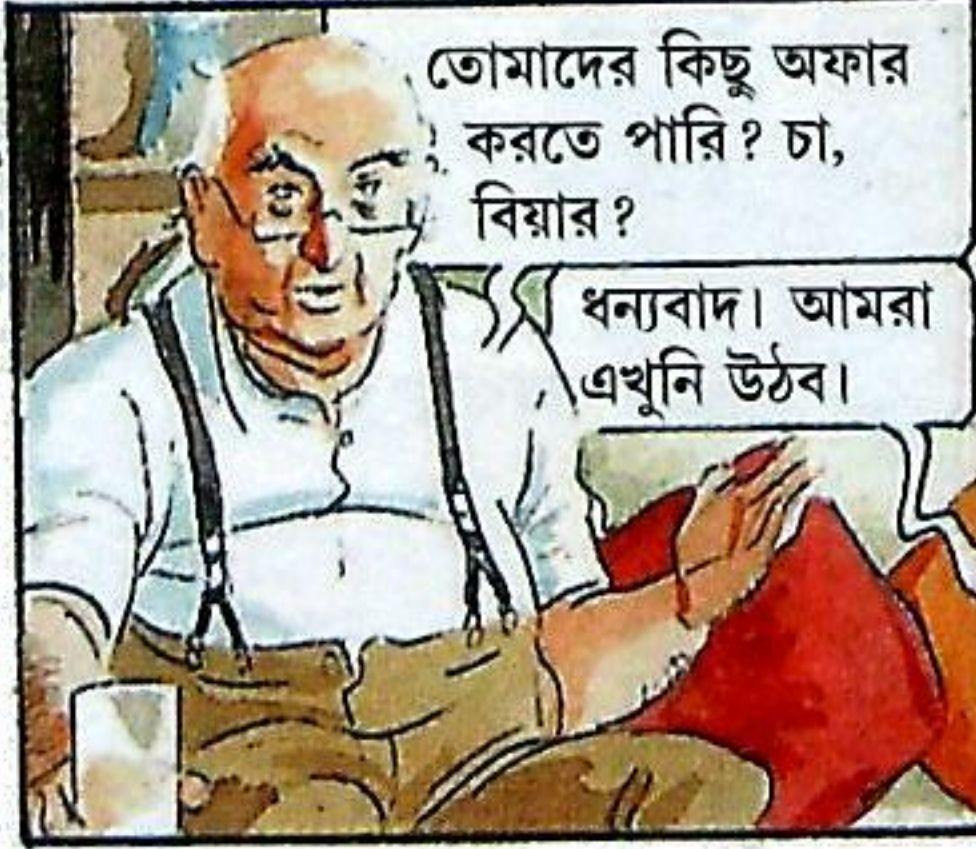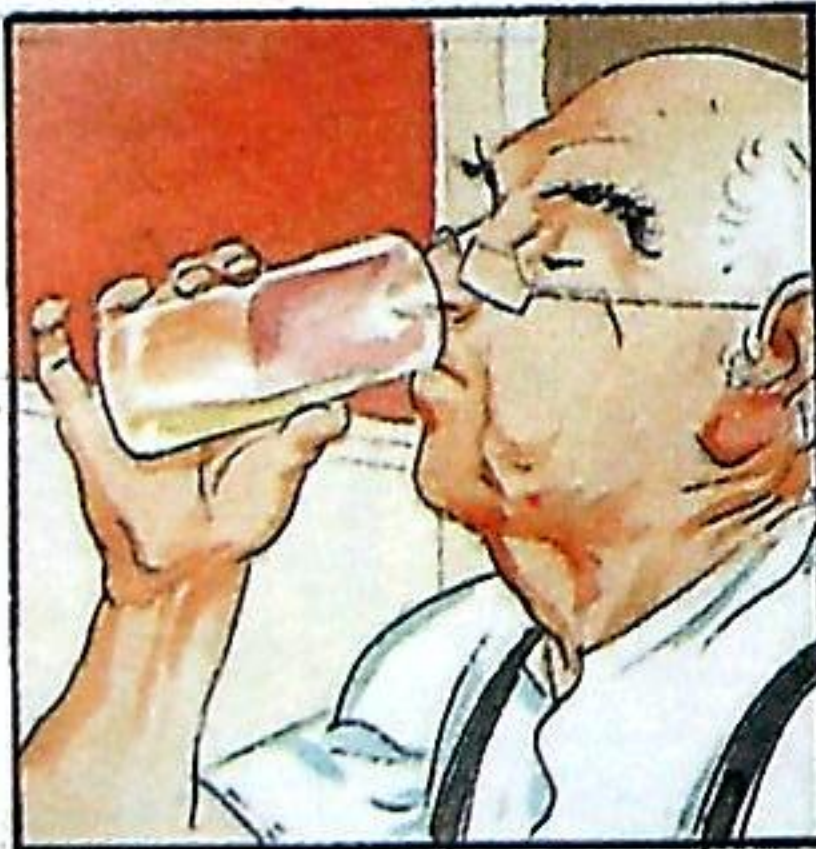
তোমাদের কিছু অফার করতে পারি? চা, বিয়ার?
ধন্যবাদ। আমরা এখুনি উঠব।

এসেছিল সে লোক?
নো। নোবডি কেম।
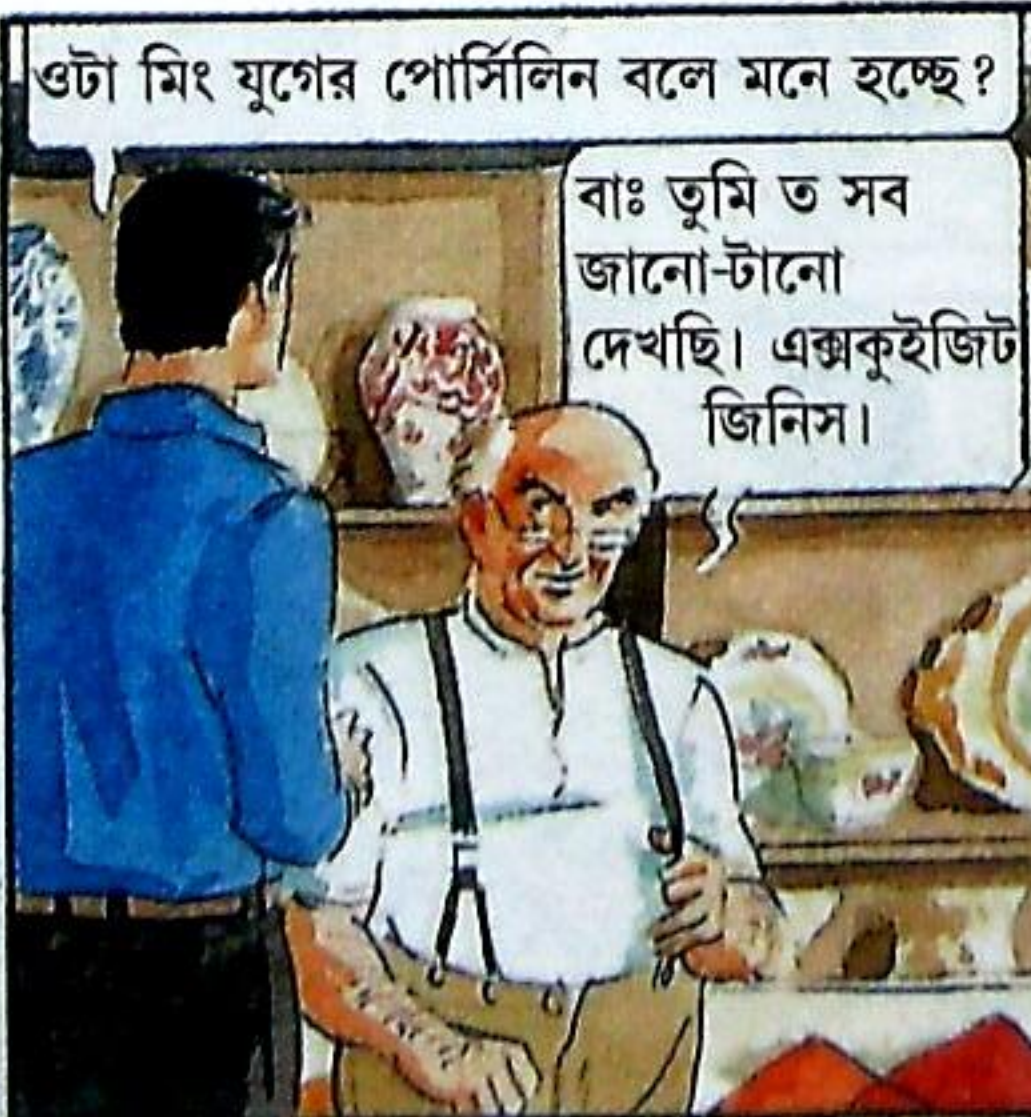
ওটা মিং যুগের পোর্সিলিন বলে মনে হচ্ছে?
বাঃ তুমি ত সব জানো-টানো দেখছি। এক্সকুইজিট জিনিস।

একবার যদি...
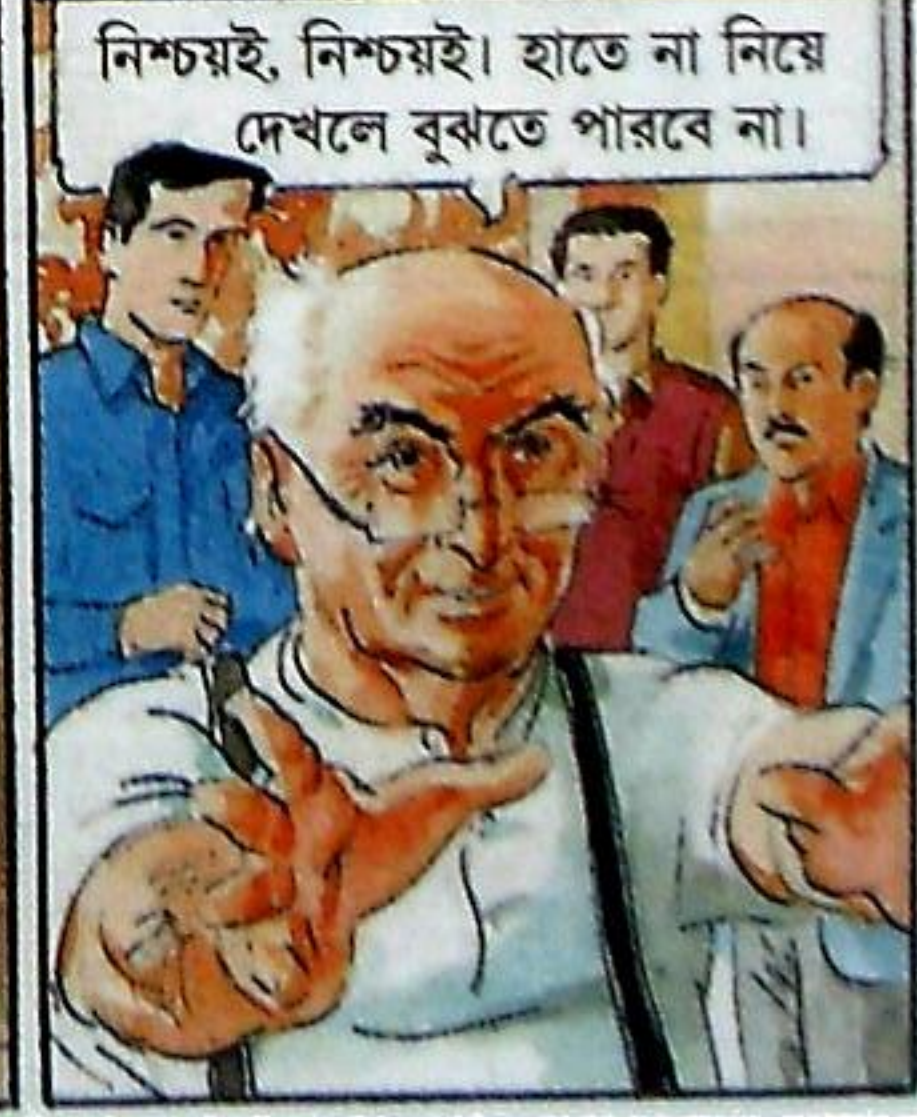
নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। হাতে না নিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে না।

আউচ!
কী হল?
আর বোলো না। আরথ্রাইটিস। হাতটা কাঁধের উপর তুলতেই পারি না।
মে আই?
শিওর!
সুপার্ব!
সুপার্ব।
পেশাদারি থিয়েটার ত উঠে গেছে বলে জানি।
প্রায় তাই... এটা একটা নতুন কোম্পানি।
এই ভাবে নর্থ থেকে সাউথ। সাউথ থেকে নর্থ...
গাড়িটা কিনলাম কী জন্যে... থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের বাহন।
আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমার। স্বনামধন্য লোকের পায়ের ধুলো পড়ল এই গরিবের ঘরে। একসঙ্গে প্রদোষ মিটার এবং জটায়ু!
বোম্বাইয়ের বোম্বেটের সাকসেসের পরে আমারও একটা ইচ্ছে আছে আপনার গল্প নিয়ে নাটক করি...
হেঁ হেঁ!
আপনার একটা জায়েন্ট অমনিবাস পাঠিয়ে দেবেন না মিঃ পোদ্দারকে।
মায়ের
সার্টেনলি। আমি বইটই পড়ি না, তবে আমার লোক পড়ে আমায় ওপিনিয়ন দেয়।
তা বলুন মিঃ মিত্তির, আপনার কী কাজে লাগতে পারি।
আপনার একটি হিরো সম্বন্ধে ইনফরমেশন চাই। অচিন্ত্য হালদার।
অচিন্ত্য... ও হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ছেলে ঘোরাঘুরি করছে বটে। চেহারা ভাল, ভয়েসে গণ্ডগোল। টিভি বা সিনেমায় হতে পারে ...ও আমাকে টাকাও অফার করেছে— হিরোর পার্টের জন্য।
আপনি আমল দেননি?
নো মিঃ মিত্তির। নতুন কোম্পানি। এসব ব্যাপার রিস্কি।

বিজ্ঞাপনটা কীভাবে করবেন... কার পাখি... কে বেচল...
KLASSIC KURTA
Royal Indian Hotel

সোজা... গত এক মাসের মধ্যে যিনি নিউ মার্কেটে তিনকড়িবাবুর দোকানে একটা চন্দনা বিক্রি করেছেন তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় ইত্যাদি ইত্যাদি...
আহা... রেসিস্ট করা যায় না।

রহস্য যেরকম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় বলা মুশকিল।
দাঁড়ান... এই নতুন রহস্য হচ্ছে সেই লোক চিঠি নিয়ে আসবে বলে এল না কেন।

ঠিক। সে লোক চিঠিটা পাবে আশা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পায়নি।
তার মানে যে চুরি করেছে সে নয়, অন্য লোক।
?

ওরেব্বাস! তার মানে একজন ক্রিমিনাল বাড়ল।

আচ্ছা ফেলুদা। পেপারওয়েট দিয়ে মাথায় মারলে লোক মরবেই এমন গ্যারান্টি আছে কি?
গুড কোয়েশ্চন। উত্তর, না নেই। তবে এক্ষেত্রে যে মেরেছে তার হয়ত ধারণা ছিল মরবেই।

কিম্বা অজ্ঞান করে জিনিসটা নিতে চেয়েছিল। মরে যাবে ভাবেনি।
রয়েলের খাওয়া যে ব্রেন টনিকের কাজ করে সেটা ত জানা ছিল না।

অবিশ্যি এগুলো জেনেও খুব সুবিধে হচ্ছে না। লোকটা এমন আশ্চর্যভাবে গা ঢাকা দিল ঘটনাটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে।

আমরা মেট্রো নিয়ে নিচ্ছি। আপনি আবার...
ROYAL

বাড়িতে গিয়ে করবটা ক্বী... সেদিন স্ক্যাবেলটা কিনে একটা ইয়ে চেপে গেছে... কাল সারাদিন ডিকশনারি নিয়ে কাটিয়েছি... আপনাদের সঙ্গে লড়ে যাব।

ভিজিট রয়েছে... আমার কাছে, ও রয়েছে আর...

টিং টং
ভিজিটার!

কিছু মনে করবেন না! অসময়ে খবর না দিয়ে...
হৃষিকেশ বাবু!
বসুন। ঠাণ্ডা হয়ে কী ঘটনা বলুন।

একতলায় একা থাকতে বেশ সাহসের দরকার।কাল রাত দশটা নাগাদ দরজায় টোকা পড়ল। জিজ্ঞেস করাতে আবার টোকা।

ভাবলুম খুলব না। কিন্তু সারারাত এইভাবে চললে... যা থাকে কপালে ভেবে খুললুম। খোলামাত্র একটা লোক ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।
চাপদাড়ি... ডান হাতের ছোরাটা পয়েন্ট করা।

কী বললেন সাধন দস্তিদার?
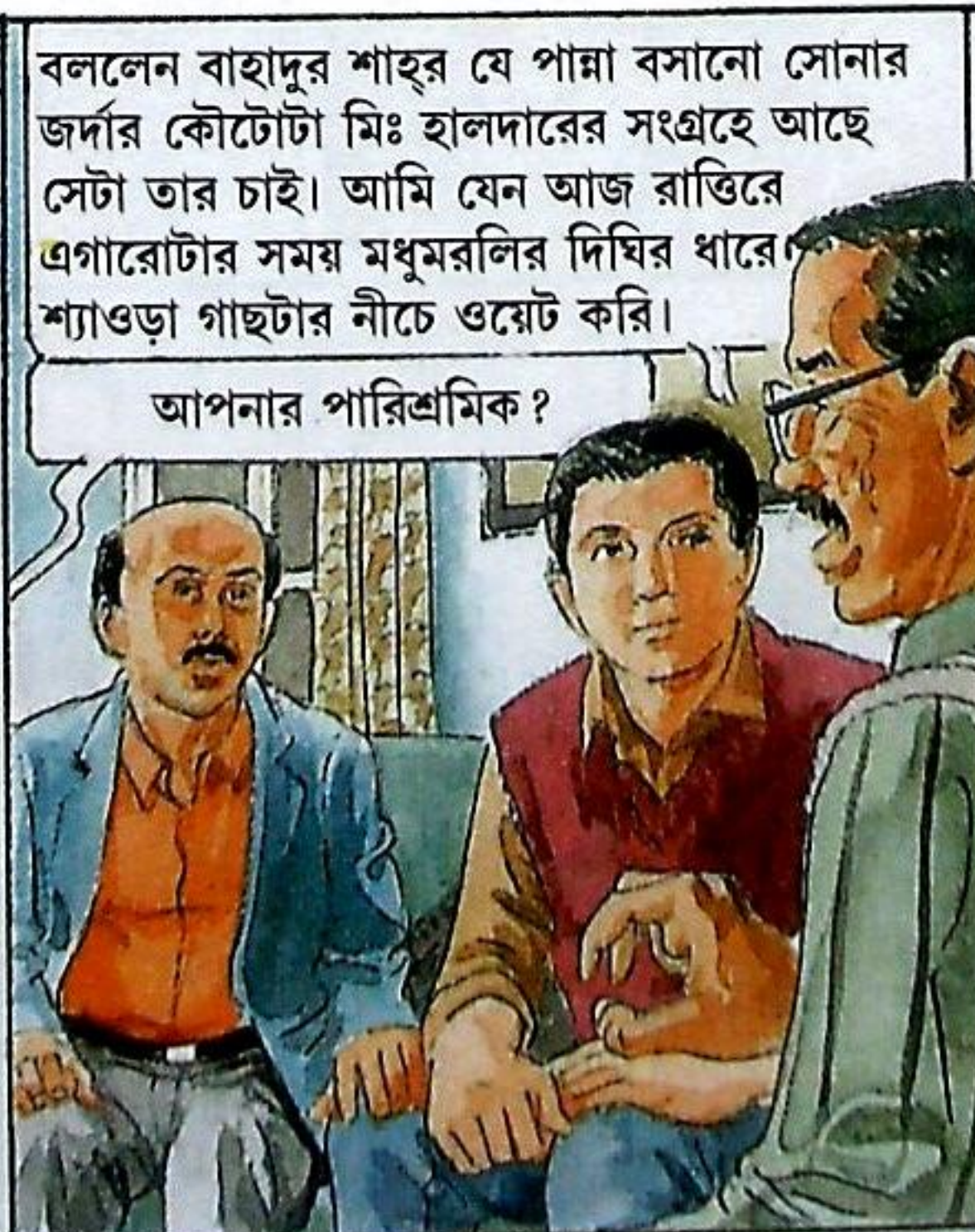
বললেন বাহাদুর শাহ্‌র যে পান্না বসানো সোনার জর্দার কৌটোটা মিঃ হালদারের সংগ্রহে আছে সেটা তার চাই। আমি যেন আজ রাত্তিরে এগারোটার সময় মধুমরলির দিঘির ধারে শ্যাওড়া গাছটার নীচে ওয়েট করি।
আপনার পারিশ্রমিক?

কচুপোড়া। বললে, পুলিশে খবর দিলে নির্ঘাৎ মৃত্যু।
রাতে দরোয়ান থাকে না?
আমার ধারণা সাধু পাঁচিল টপকে আসে। ওই ঘরেই থাকত, তাই চিনতে...

return
to nature
TATA

হত্যাপুরী!

ওই যে
ঘাউ

ডাইনের রাস্তাটা নিন।

বাঁয়ে।

এসে গেছি!

গাড়িটা এখানেই থাক। আপনাদের জায়গাটা দেখিয়ে আসি। ইনি আমাকে বড় রাস্তায় ছেড়ে আসবেন।

আমি সাইকেল রিকশা করে ঠিক এগারোটায় চলে আসব।
এই যে মধুমরলির দিঘি।

শীতকাল বলে রক্ষে, না হলে এতক্ষণে নির্ঘাৎ সাপের পেটে...

এ-এ-এ
লালমোহনবাবু!

ঠিক আছেন?
পা আ... পারফেক্টলি অলরাইট।

ওই যে শ্যাওড়া গাছ... আমি এখন আসি।
আসুন।

চলুন হরিপদবাবু।
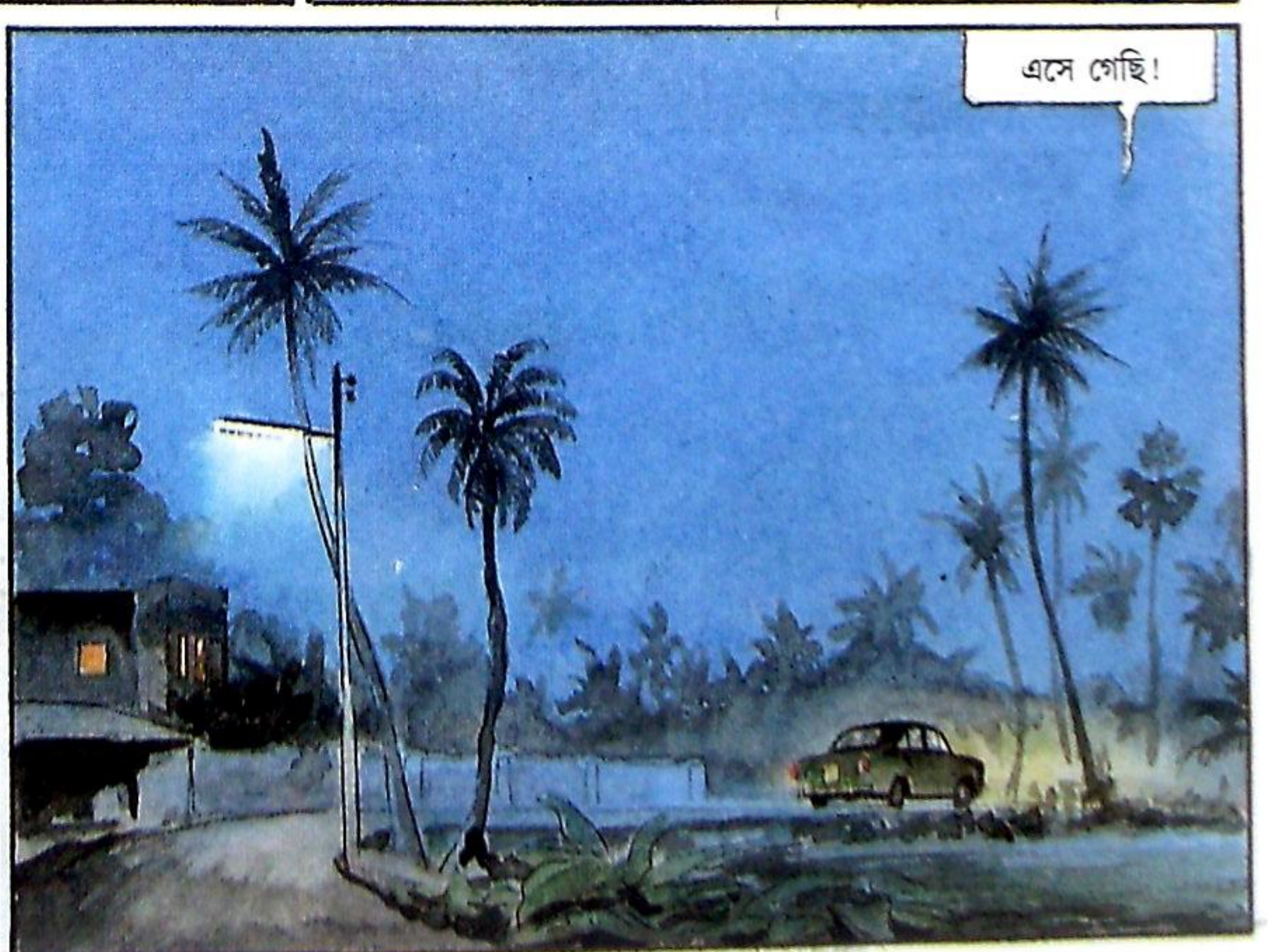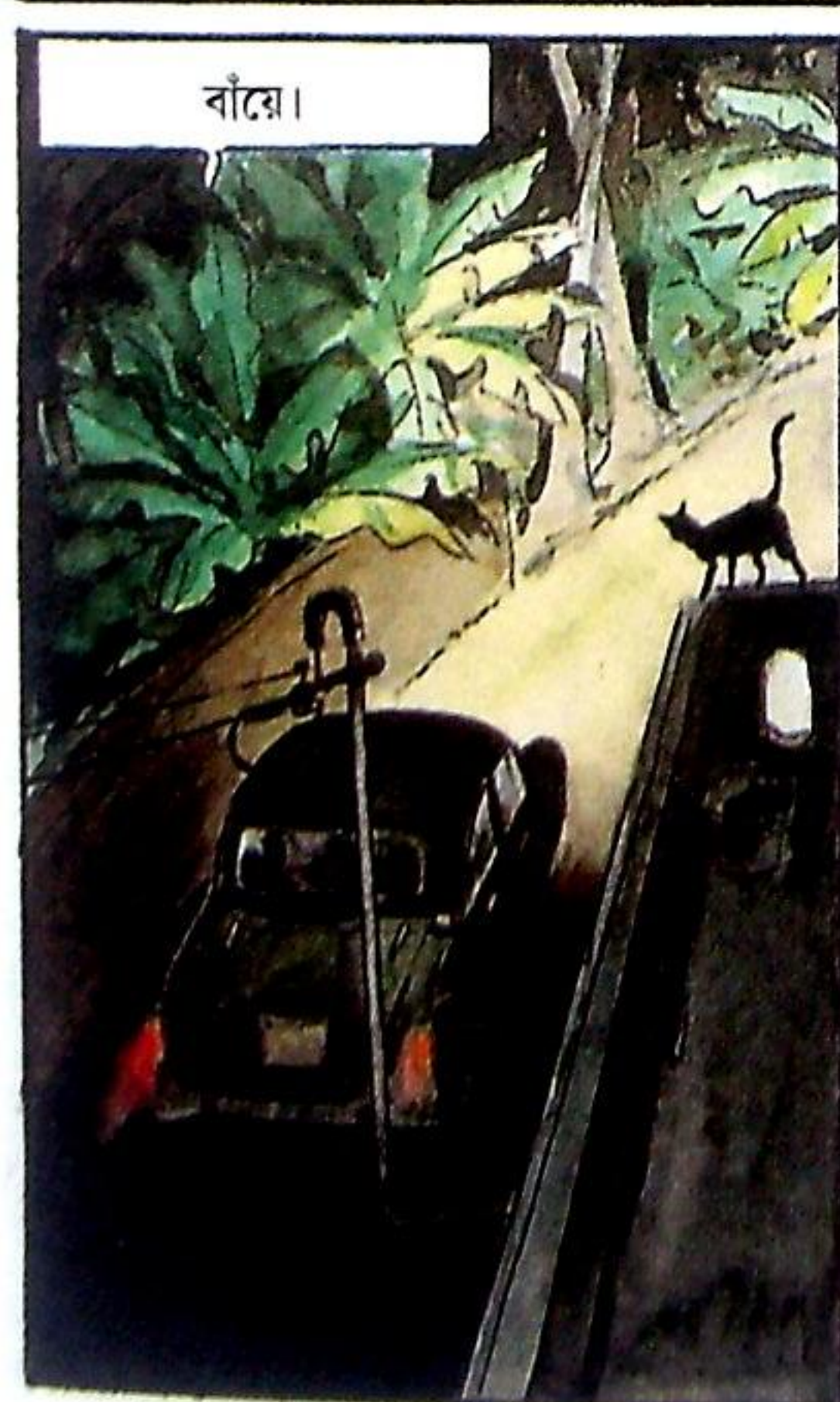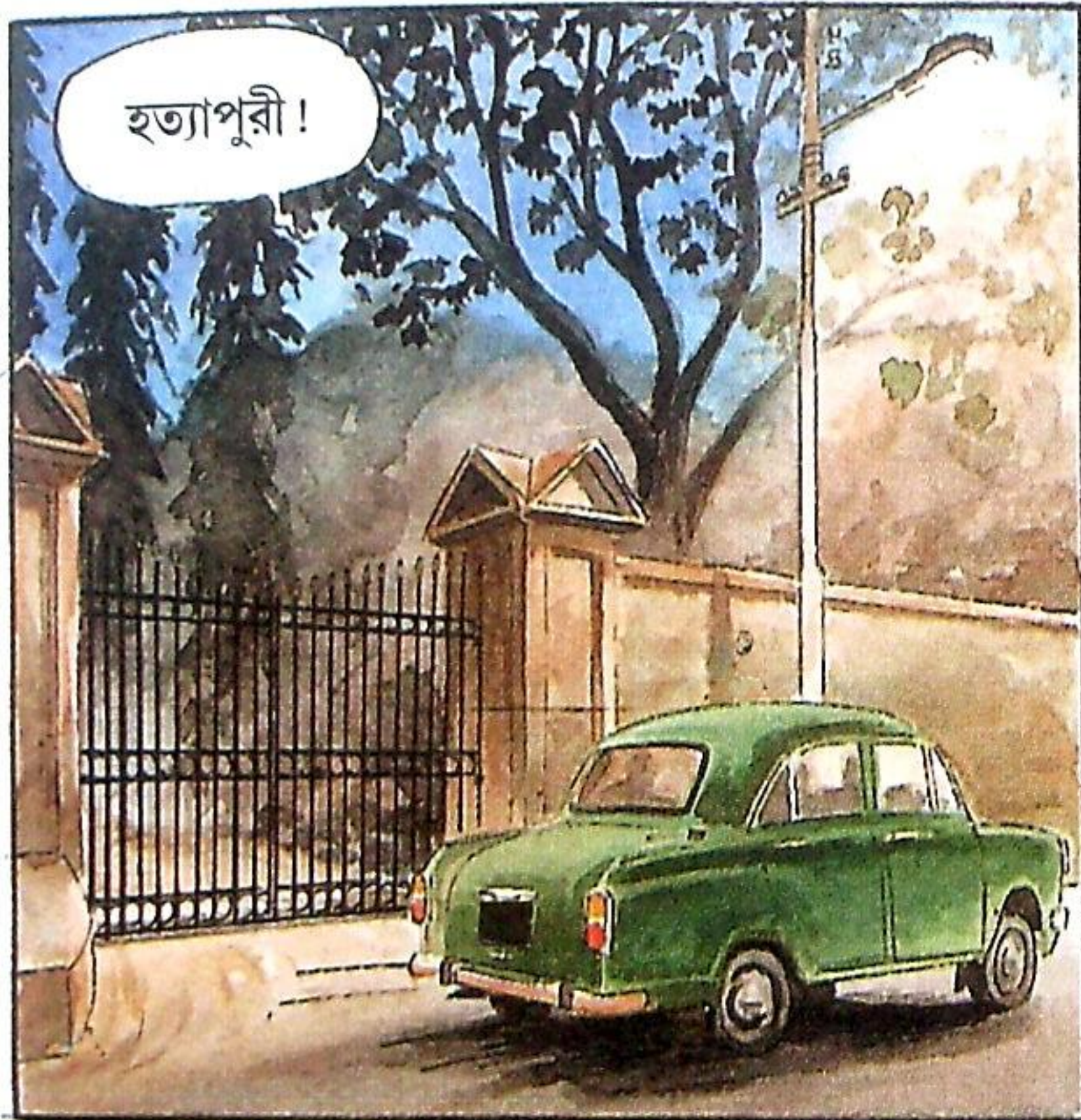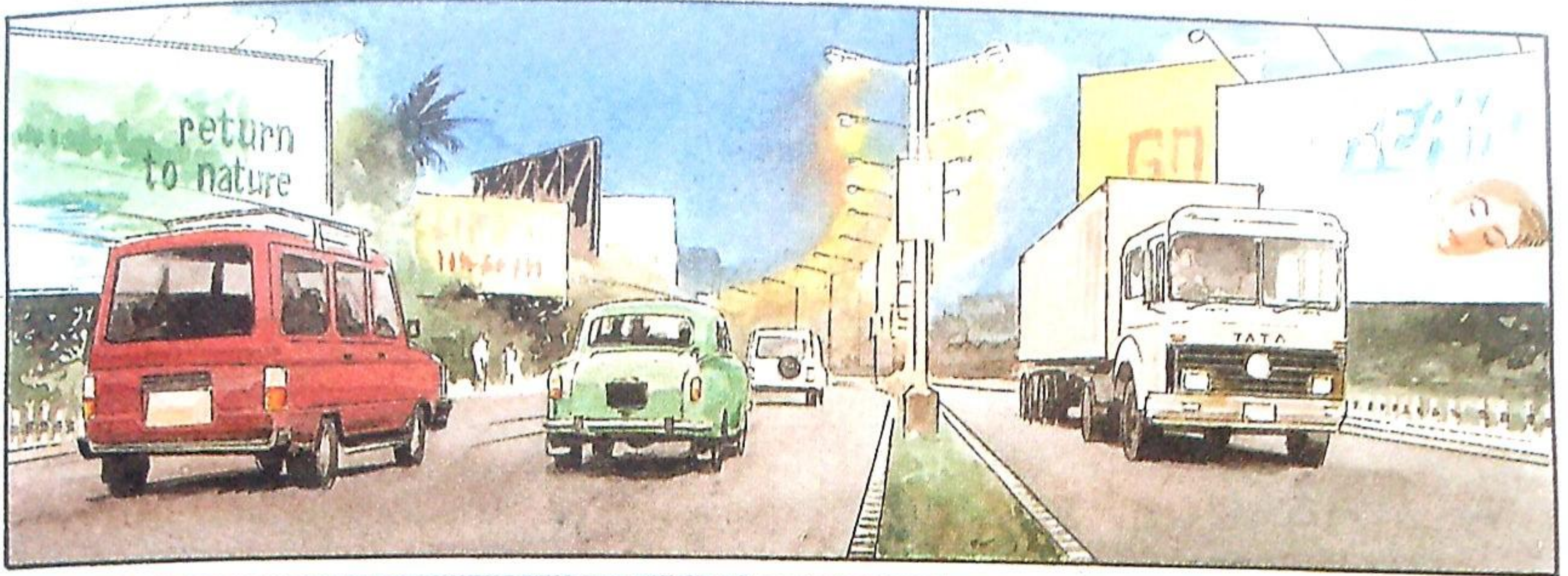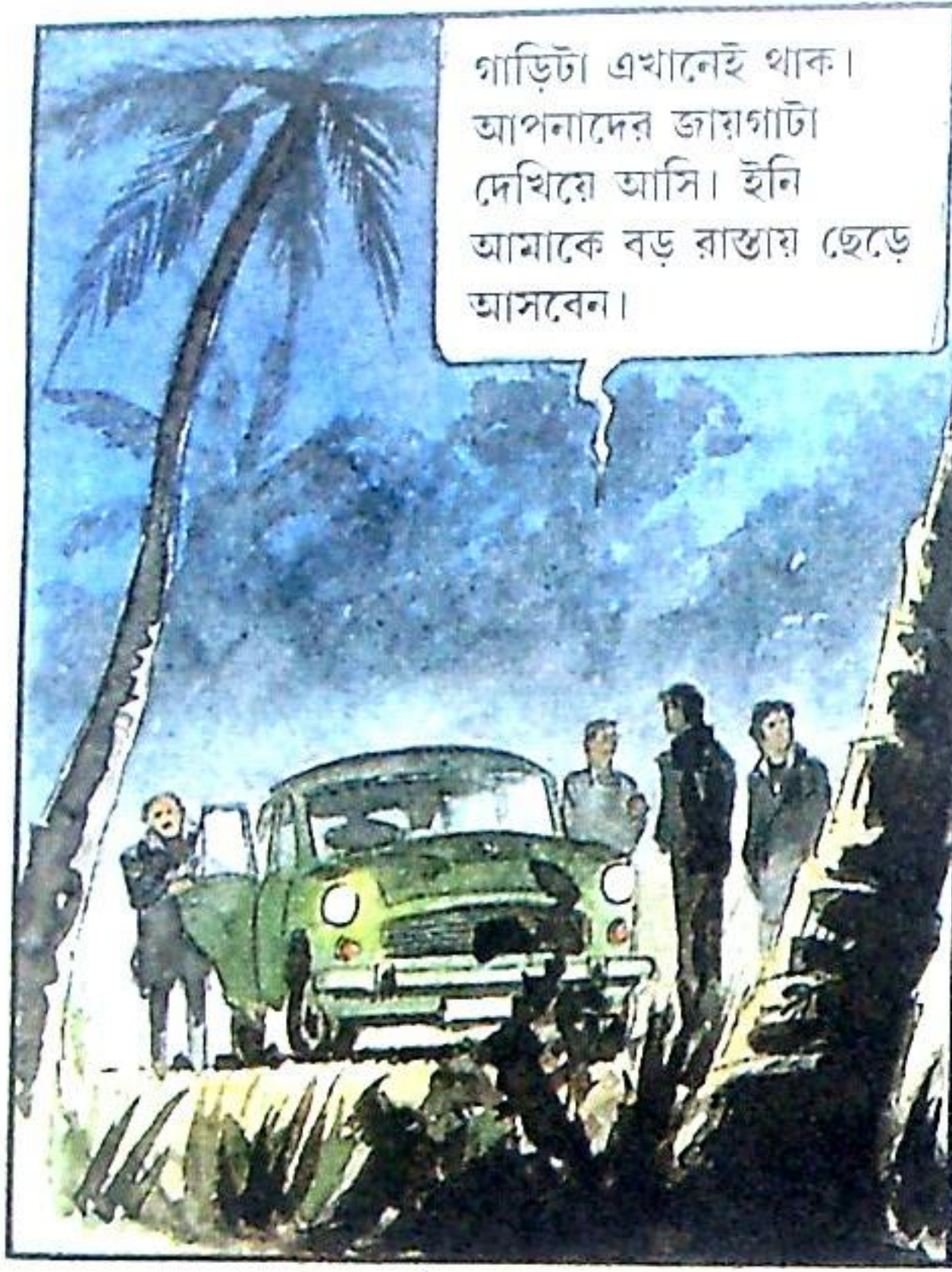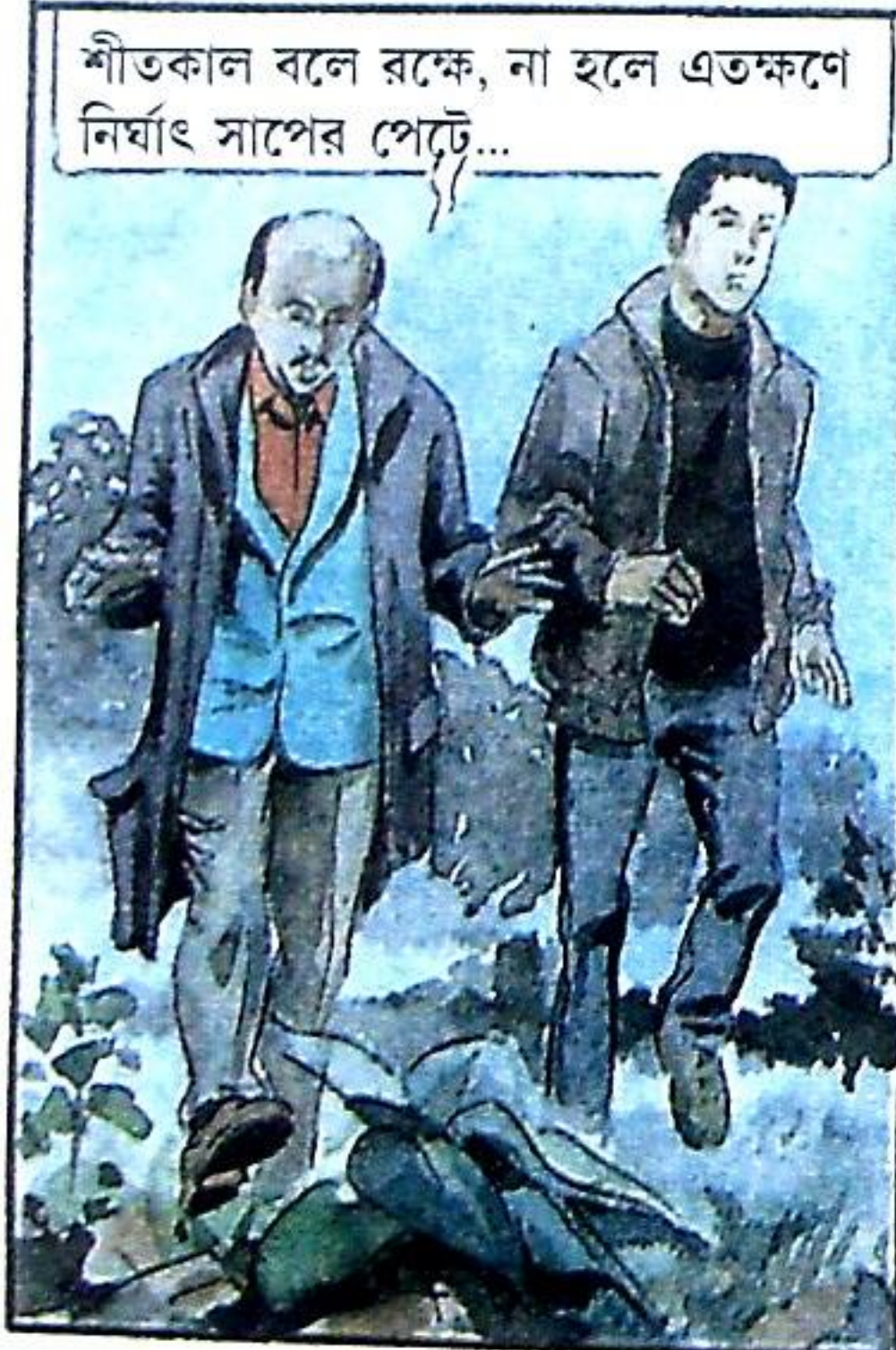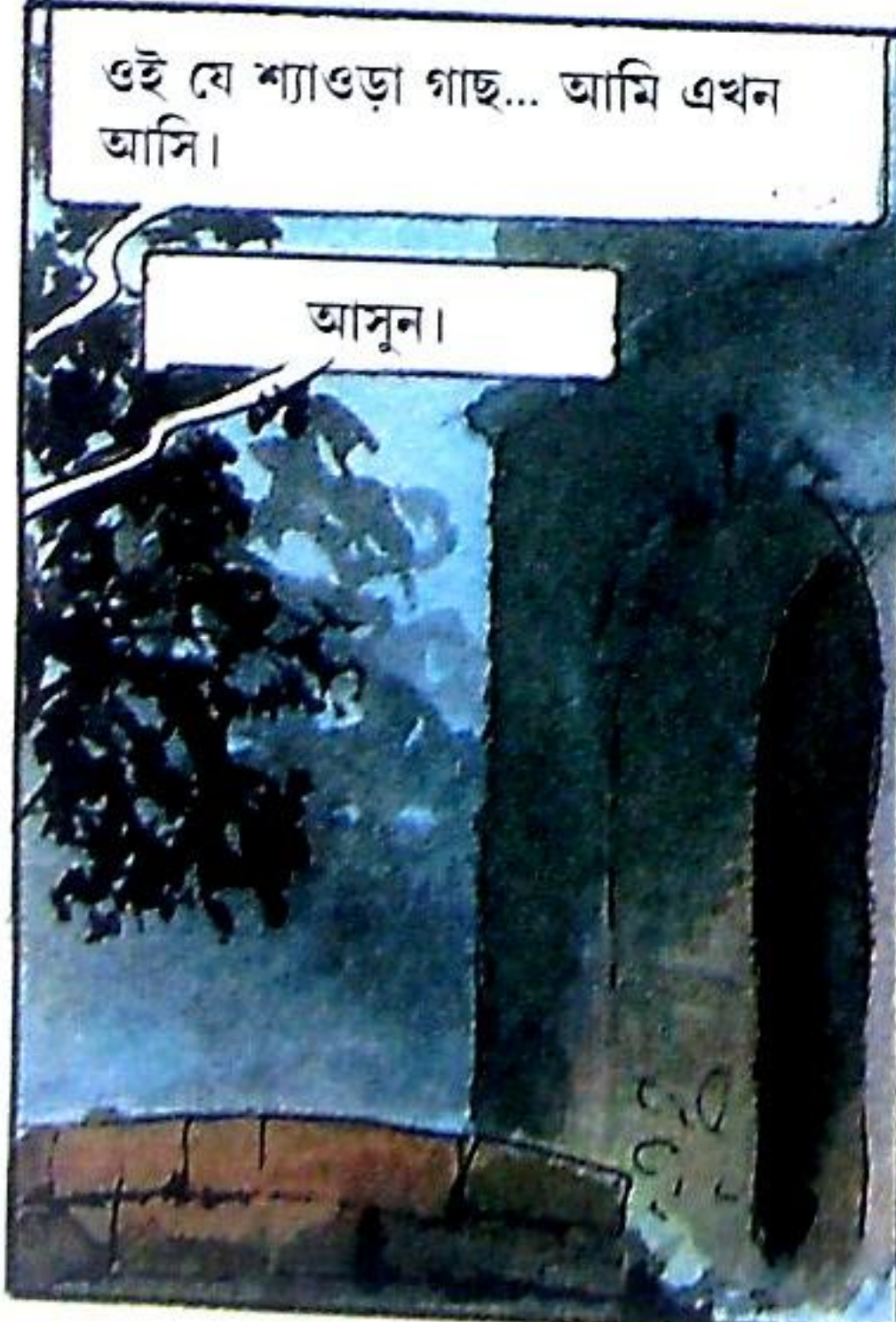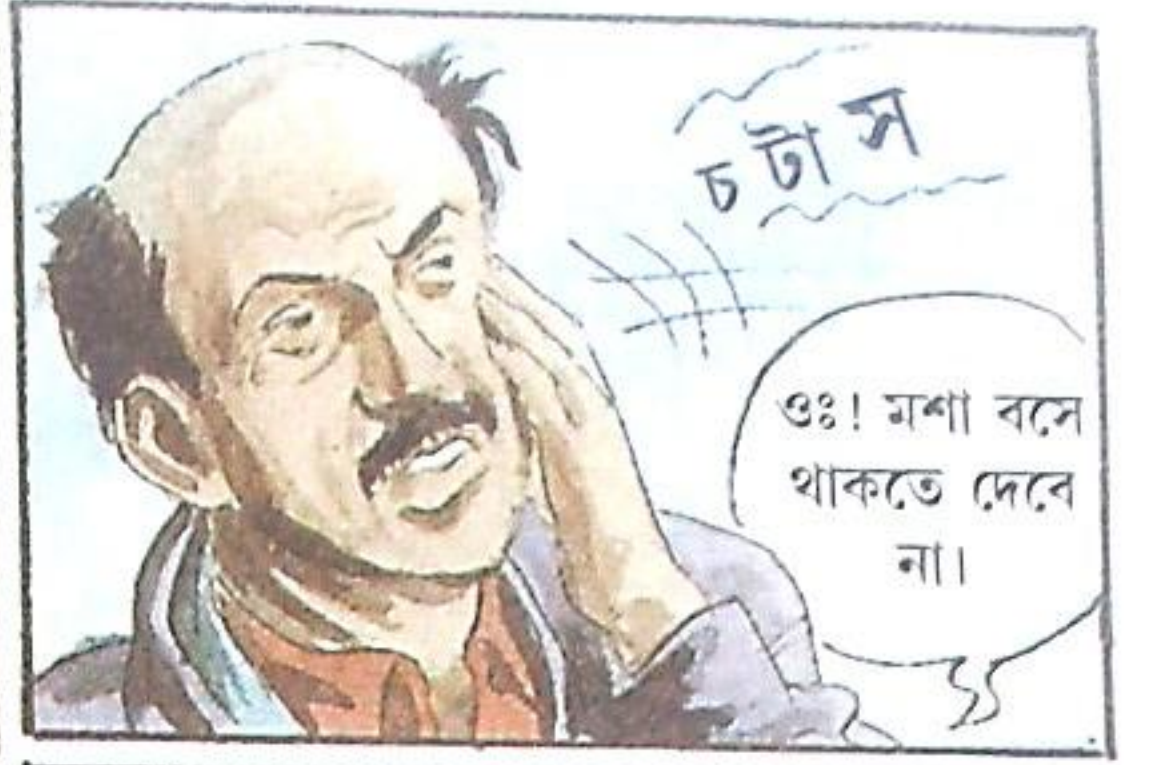
ইটের চৌকি মোড়া, বসতে কোনও অসুবিধে...
চটাস
ওঃ! মশা বসে থাকতে দেবে না।

ওডোমসটা লাগিয়ে নিন।
যা বলেছেন মশাই।

Shankar
STD•ISD•PCO
XEROX
পুঁওও

ঘাউ উ উ

উ উ উ উ উ
ব র র, শহরের চেয়ে অ্যাটলিস্ট দশ ডিগ্রি কম...
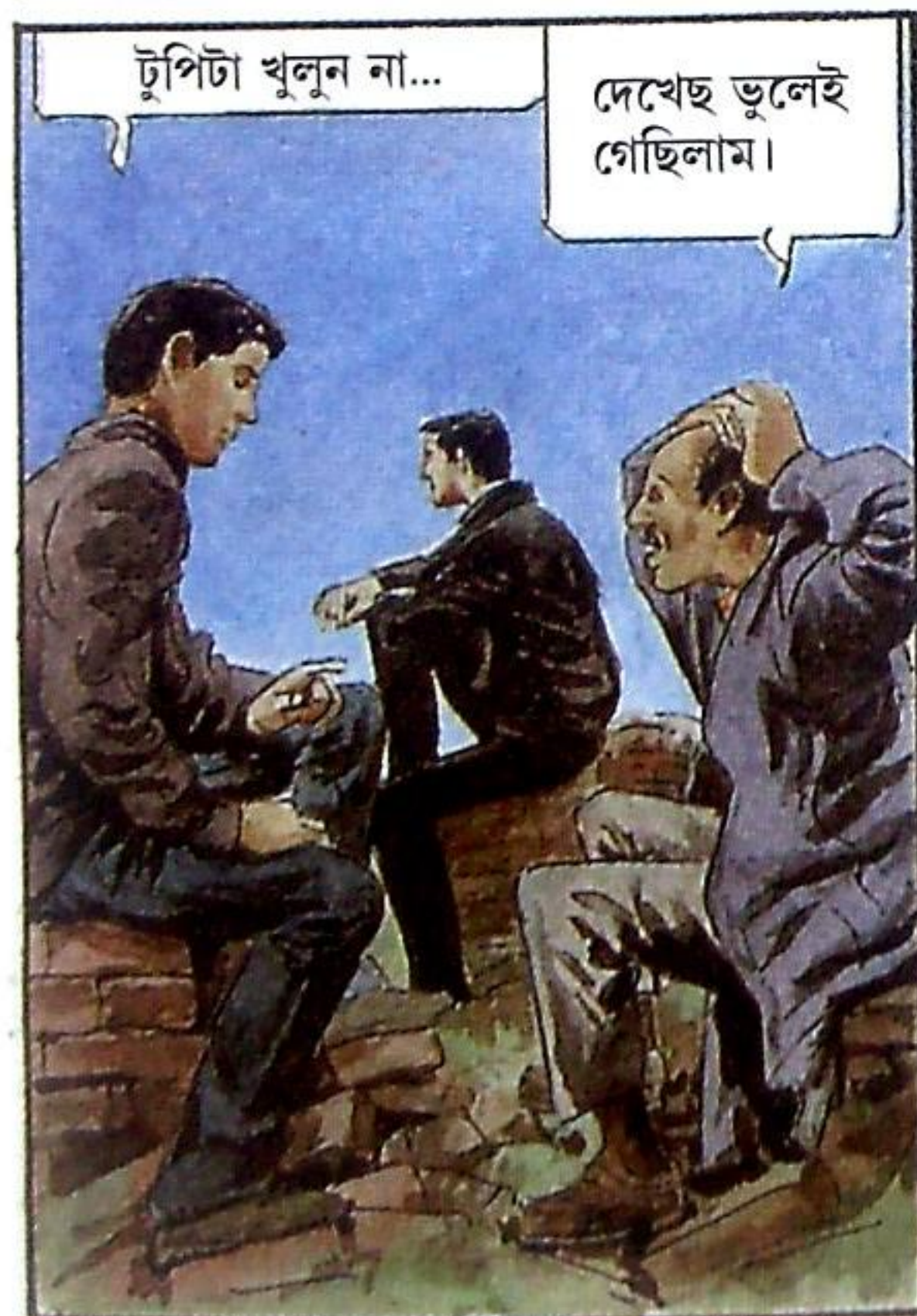
টুপিটা খুলুন না...
দেখেছ ভুলেই গেছিলাম।
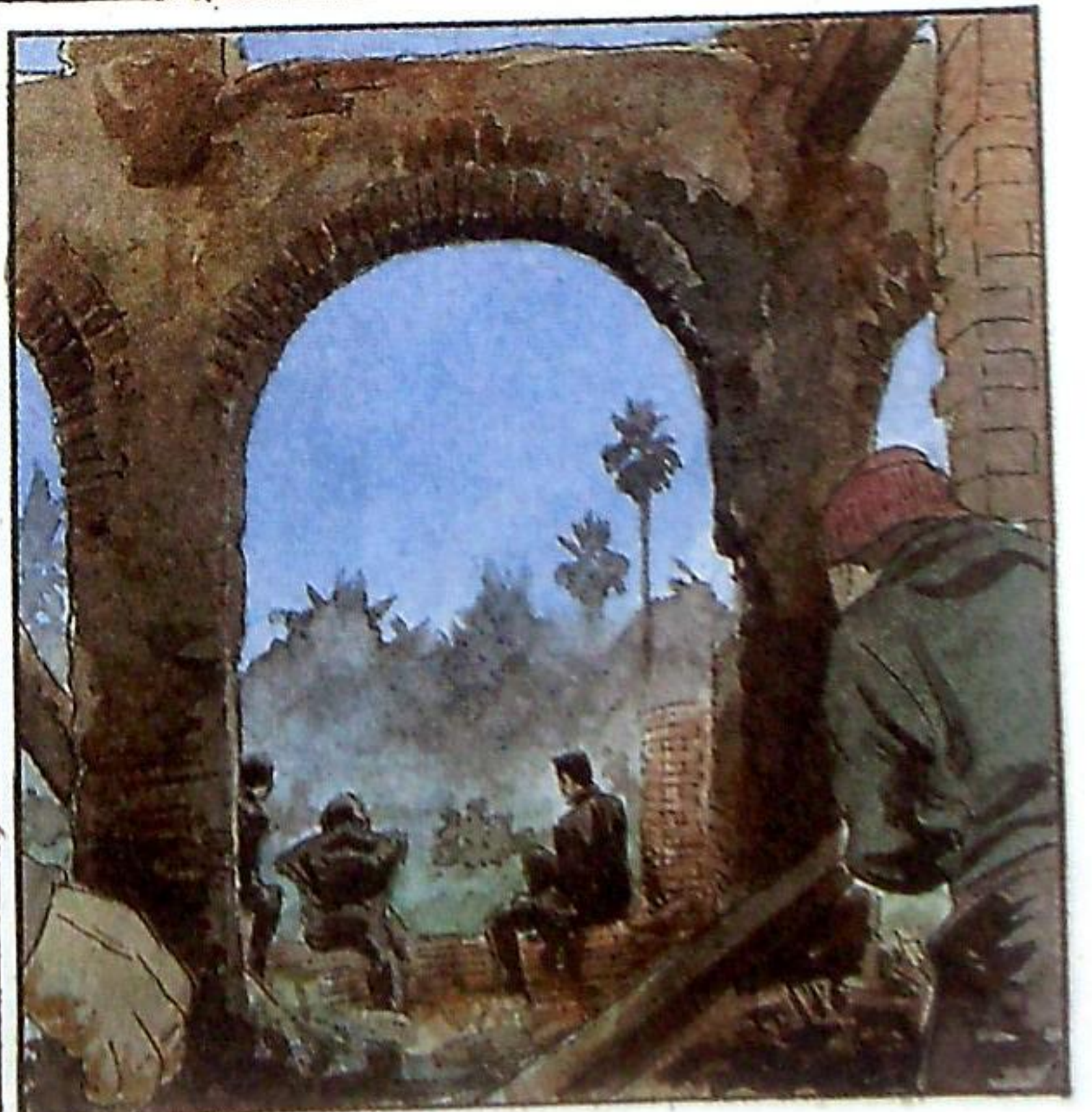
শ্যা ... শ্যা ...
কিছু বললেন?
শ্যাওড়া গাছেই বোধ হয় পেত্নি না শাঁকচুন্নি কী যেন থাকে...
শ ... শ ....
হৃষিকেশবাবু....
হৃষিকেশবাবু
হৃষিকেশবা...
আরও লোক!
!?

?

আঃ!

আঃ!

লালমোহন
বাবু

ঠিক আছিস... শুধু লালমোহনবাবুই অক্ষত।

একটাও ভেড়েনি!

আপনার ভয়ের জন্যই এই গোলমালটা হল, পুলিশকে বলা থাকলে সাধুসমেত গুণ্ডাগুলো এতক্ষণে হাজতে।
ও যে এতটা করবে..

যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে .... আপনারা আর এখন বেরোবেন না ... কোনও অসুবিধে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কে ?
চোর তোমার বালিশ ধরে টেনেছে?
তাই ত আমার ঘুম ভাঙল।
তুমি যে বন্দুকটা দিয়ে চোরকে মারবে সেটা ত দেখালে না।
লুকিয়ে রেখেছি ... আনছি।
রোজ চোর ঢোকাটা বাড়াবাড়ি।
এই যে।
তুমি চোর ধরে দেবে?
গোয়েন্দার ত ওই কাজ।
আর আমার চন্দনা?
সেটারও চেষ্টা চলছে।
অনিরুদ্ধ, তোমার পাখি কথা বলত?
হ্যাঁ। আমি ঘর থেকে শুনলাম কথা বলছে।
কী কথা?
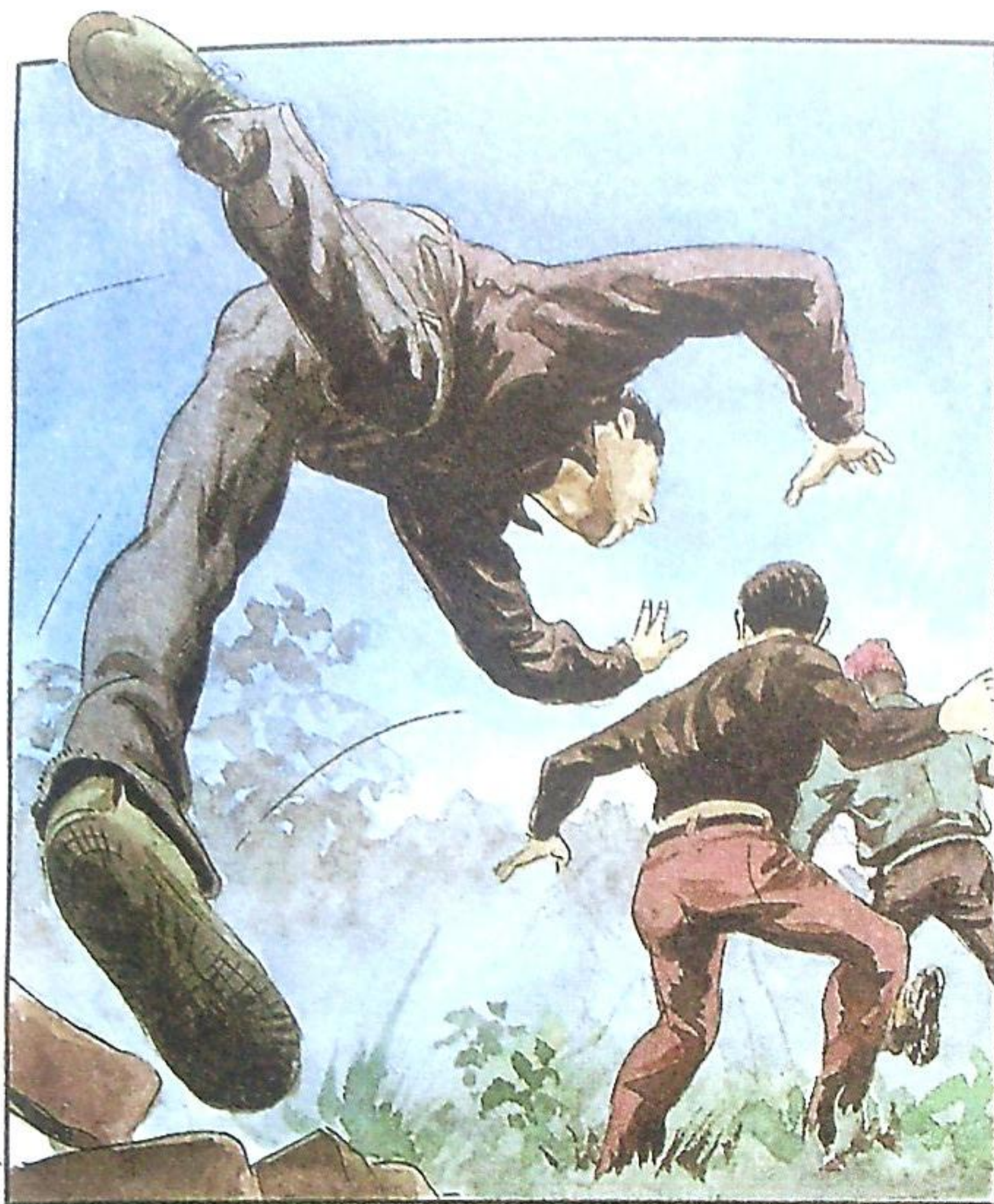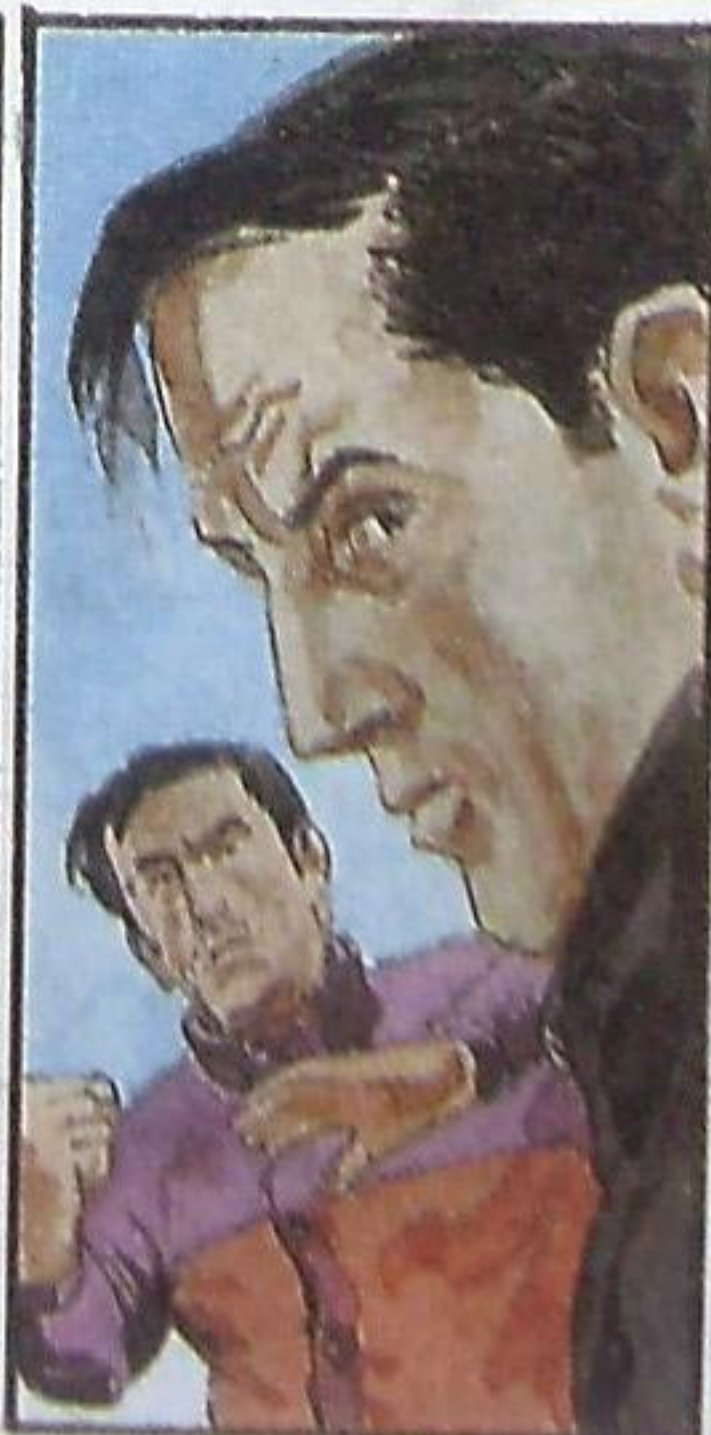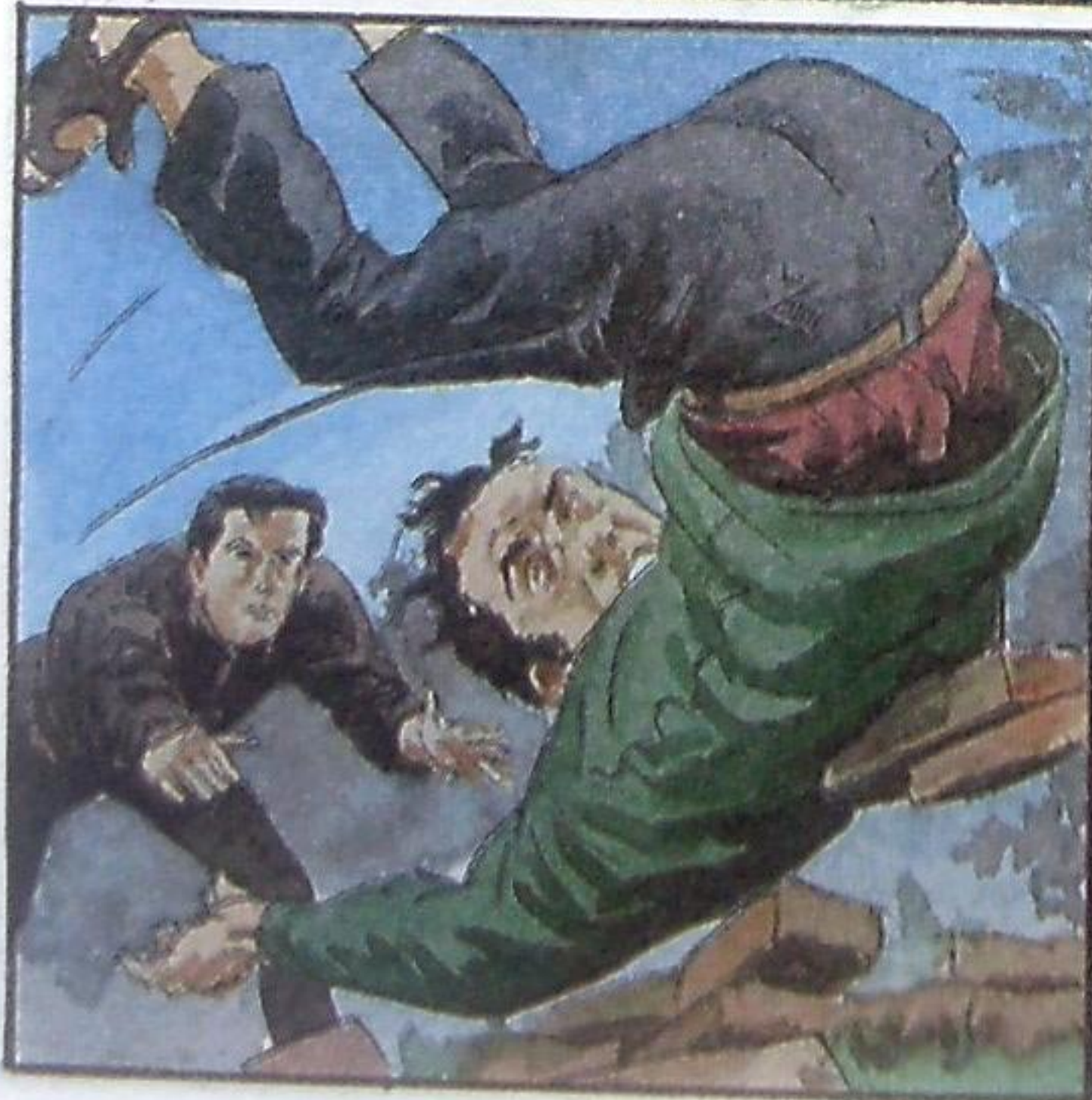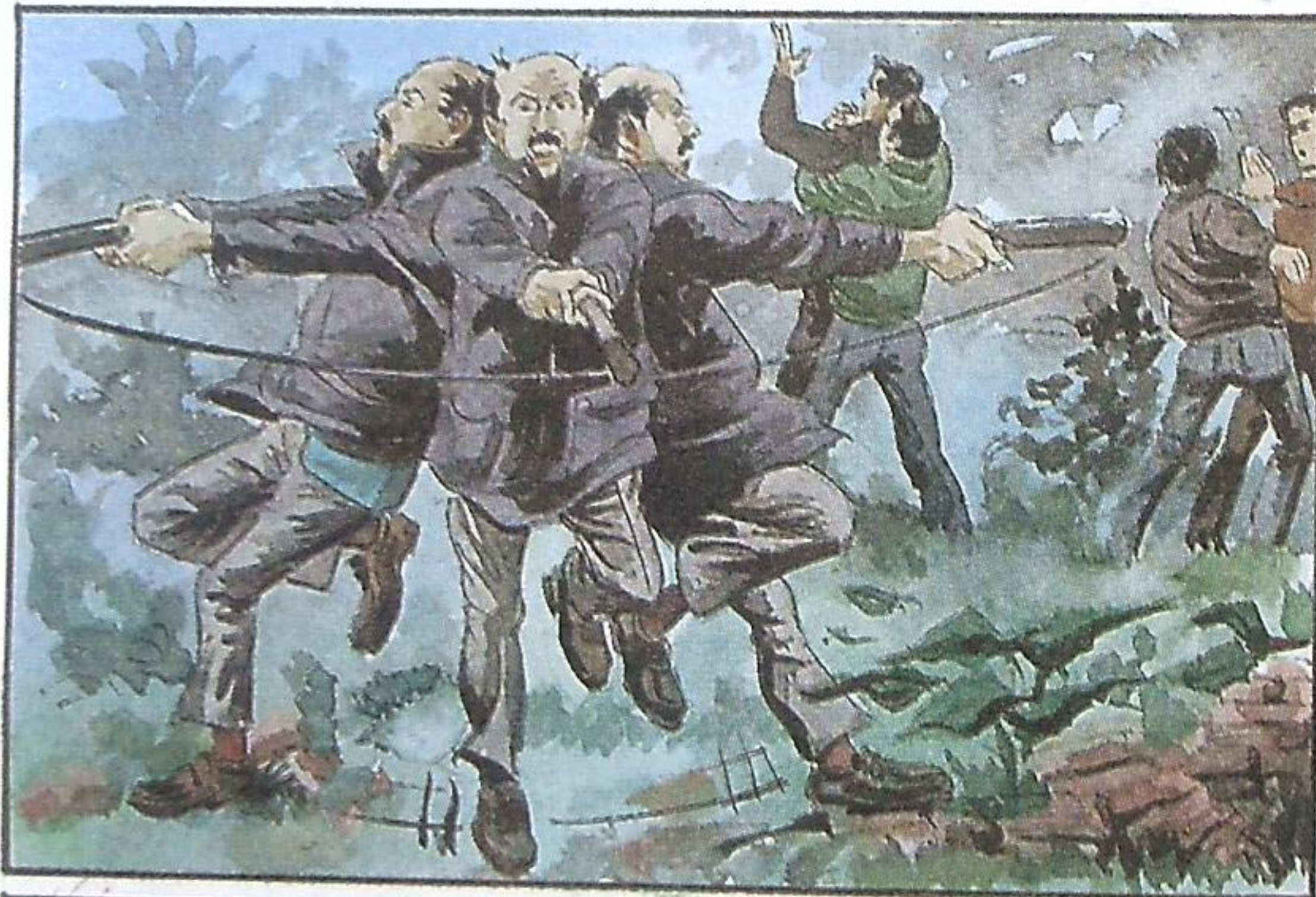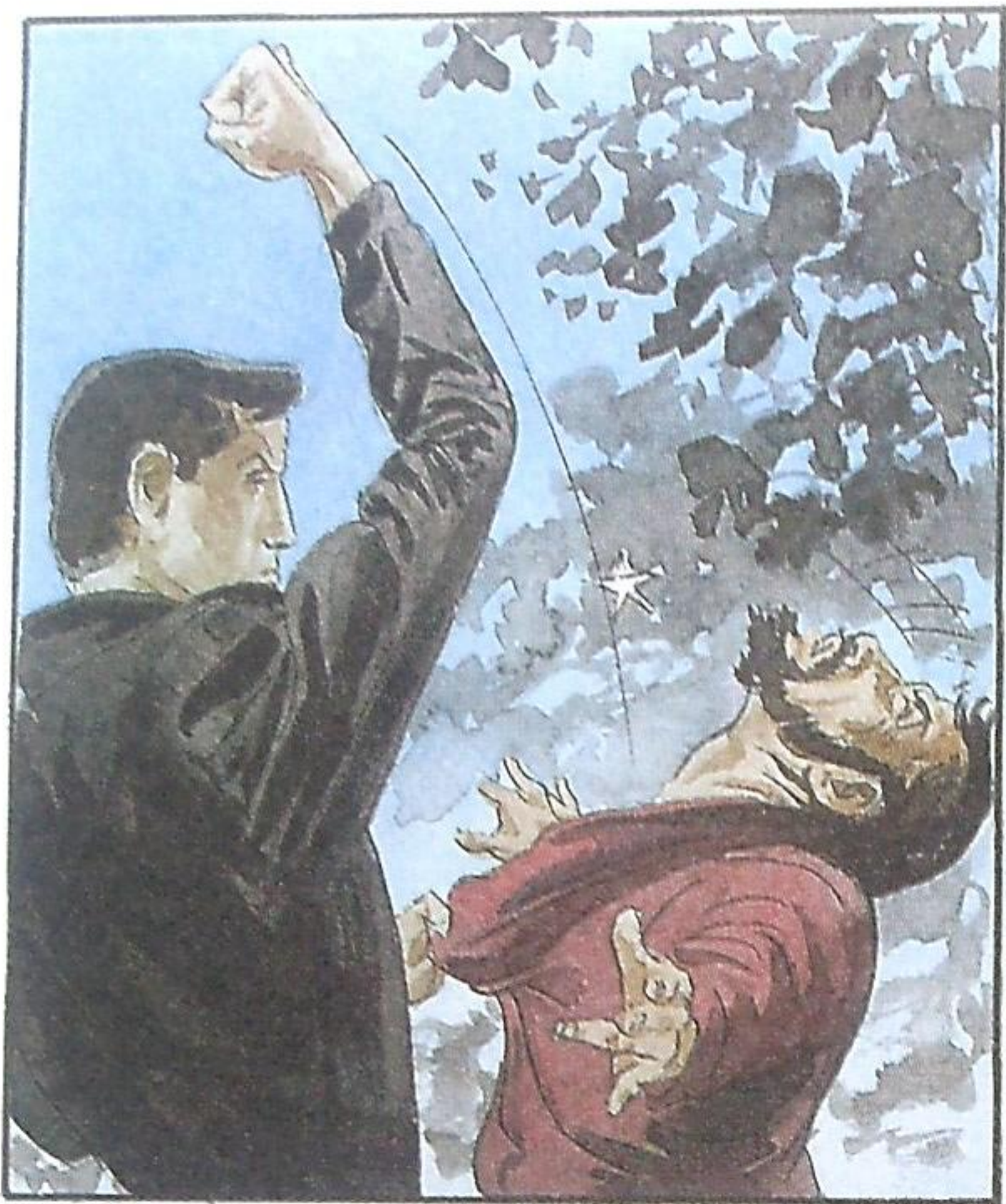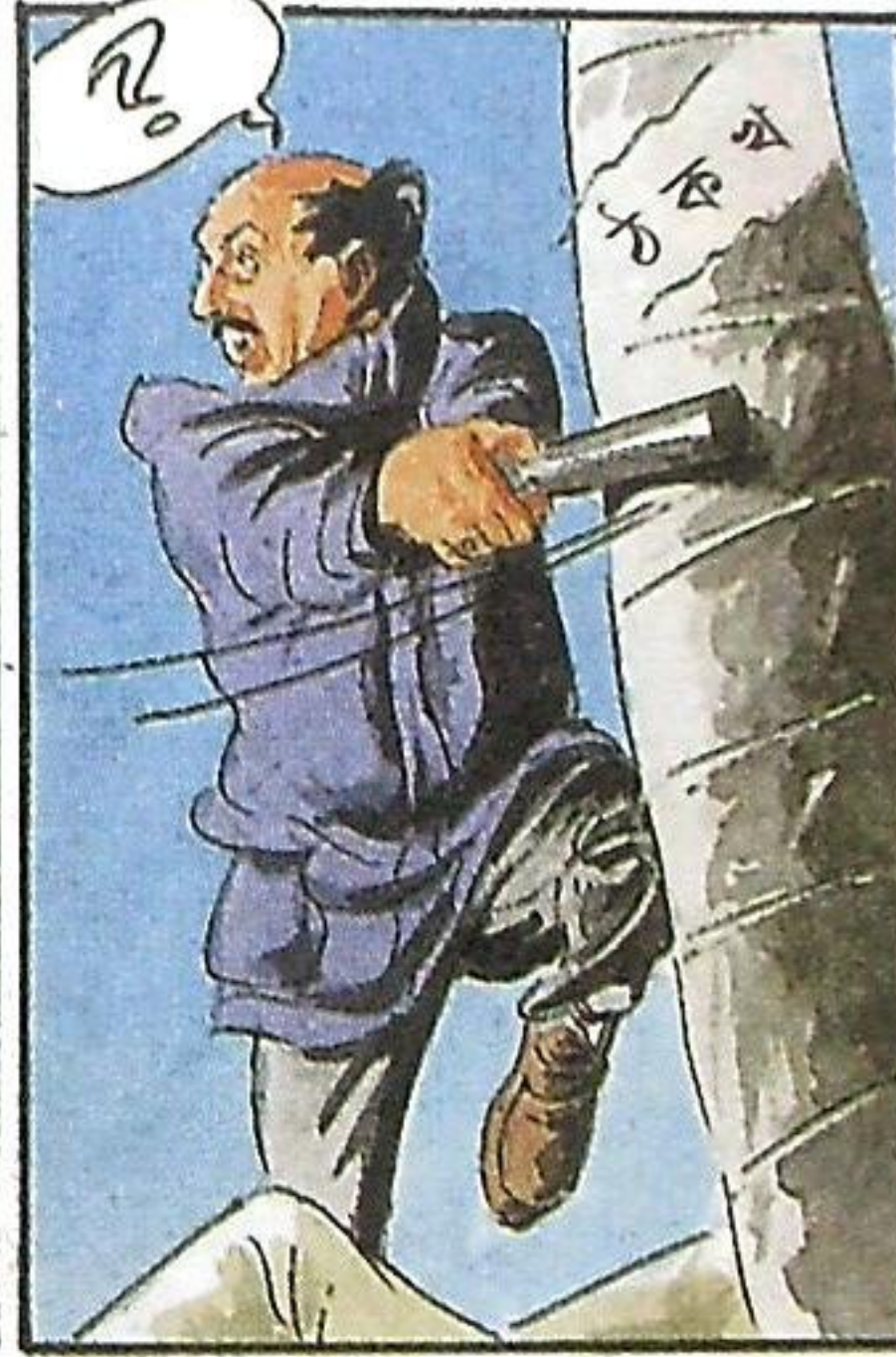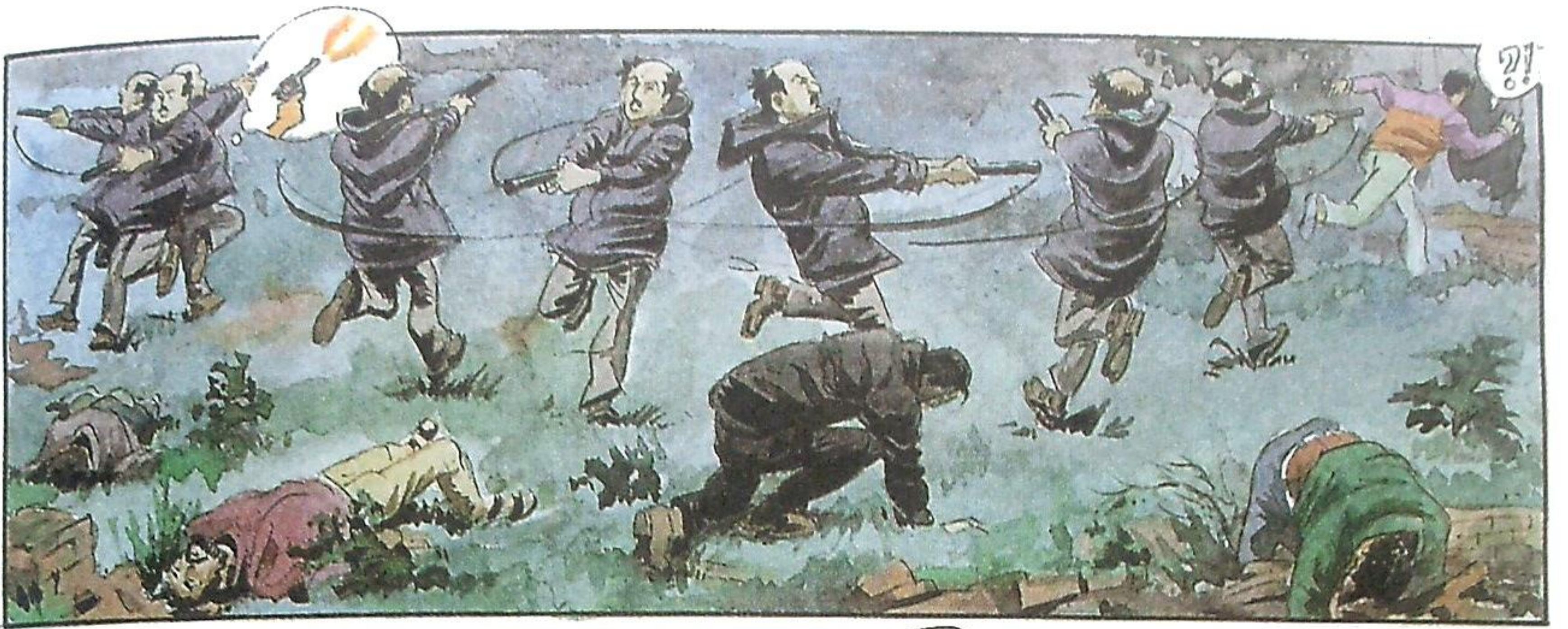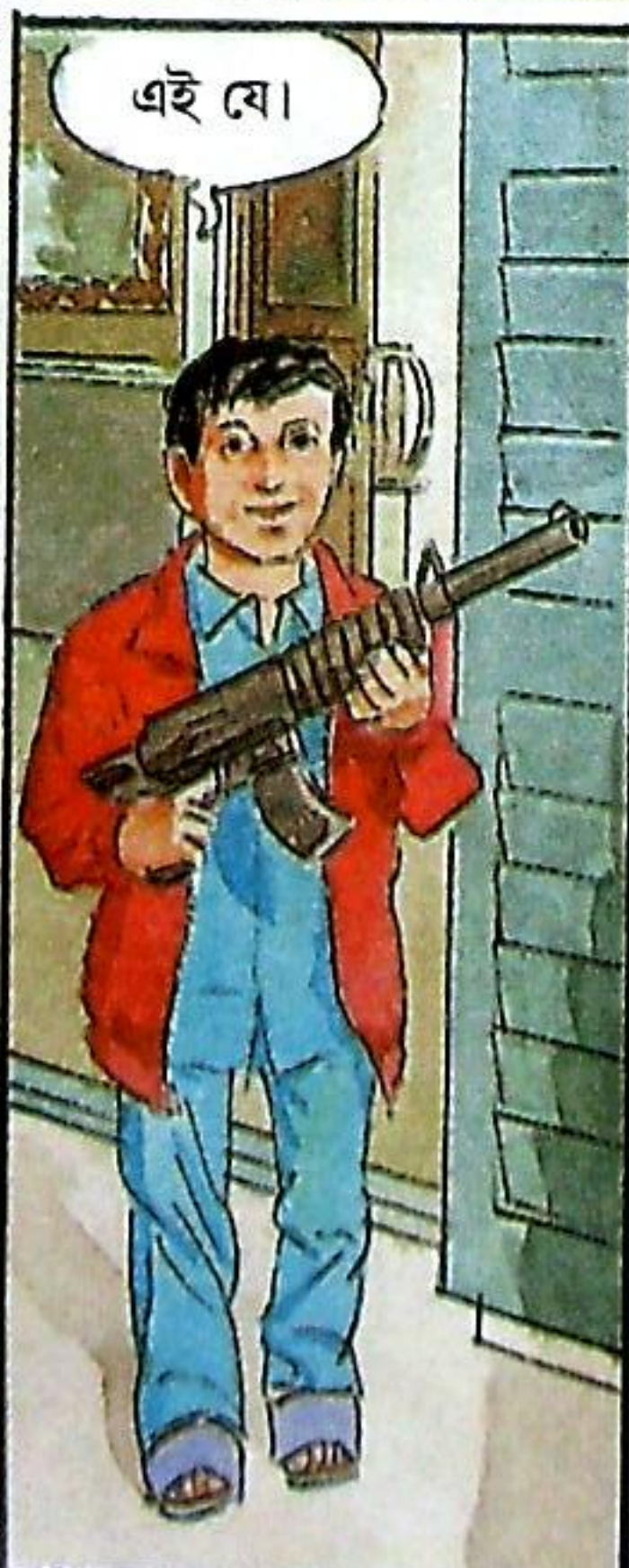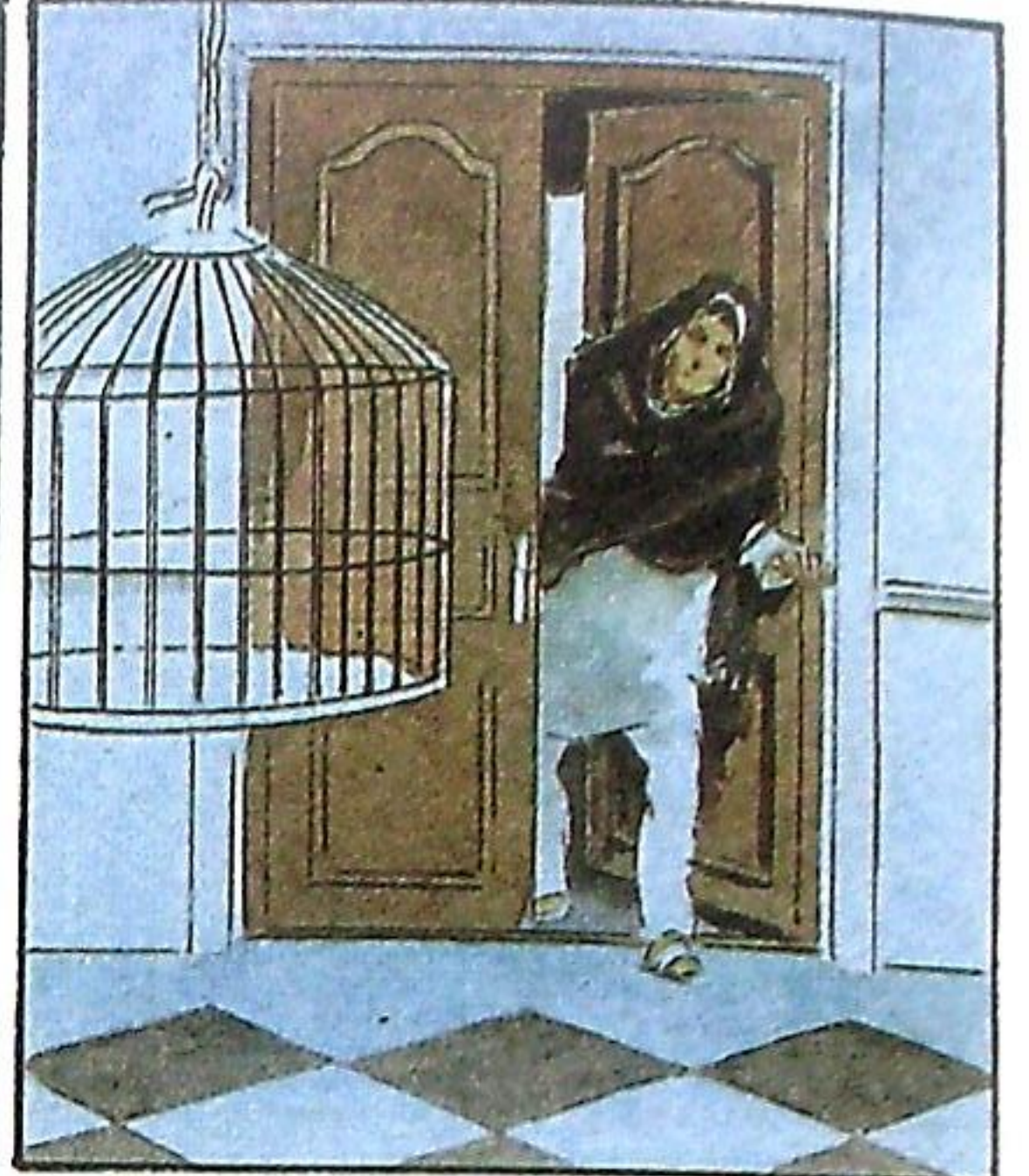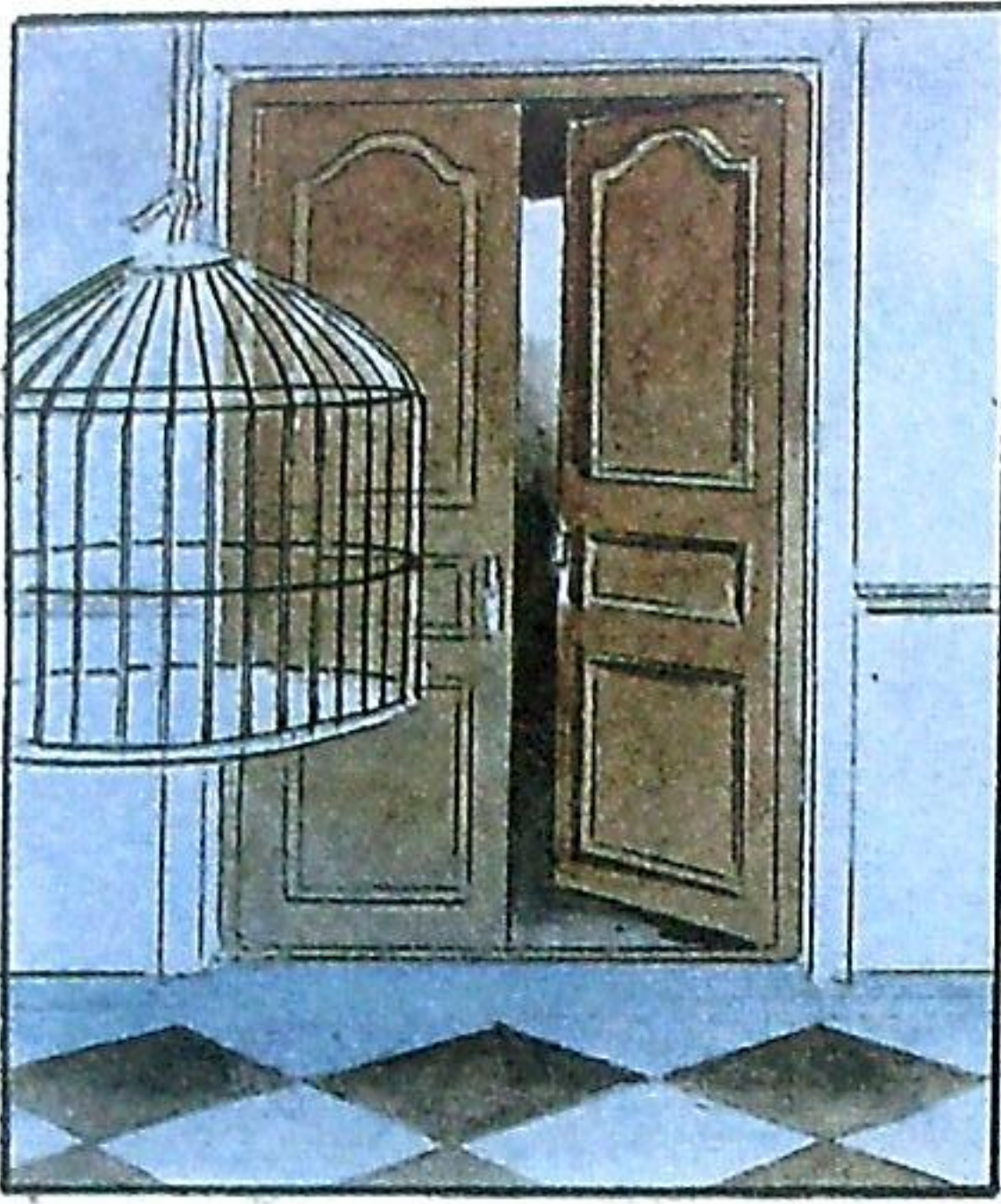
বলল, দাদু-ভাত খান। যখন বেরিয়ে এলাম আর কিছু বলল না।
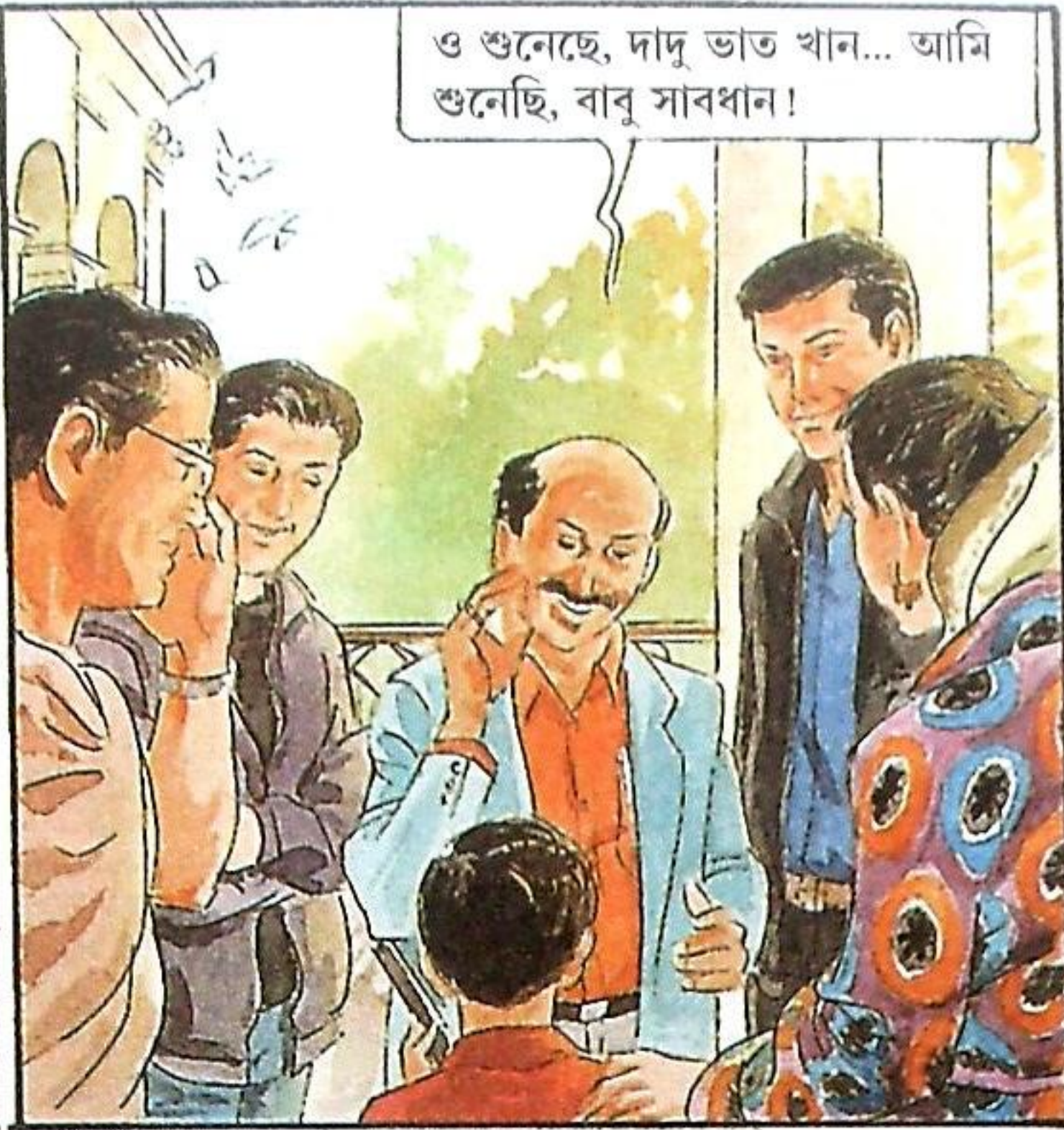
ও শুনেছে, দাদু ভাত খান... আমি শুনেছি, বাবু সাবধান!

এখানে পাখি ধরতে পারে এমন কেউ আছে?
আমাদের মালির ছেলে শঙ্কর ... ধরেছে দু'-একবার।

বলবেন একটু চোখ রাখতে। সম্ভবত পাখিটা বাগানেই রয়েছে।
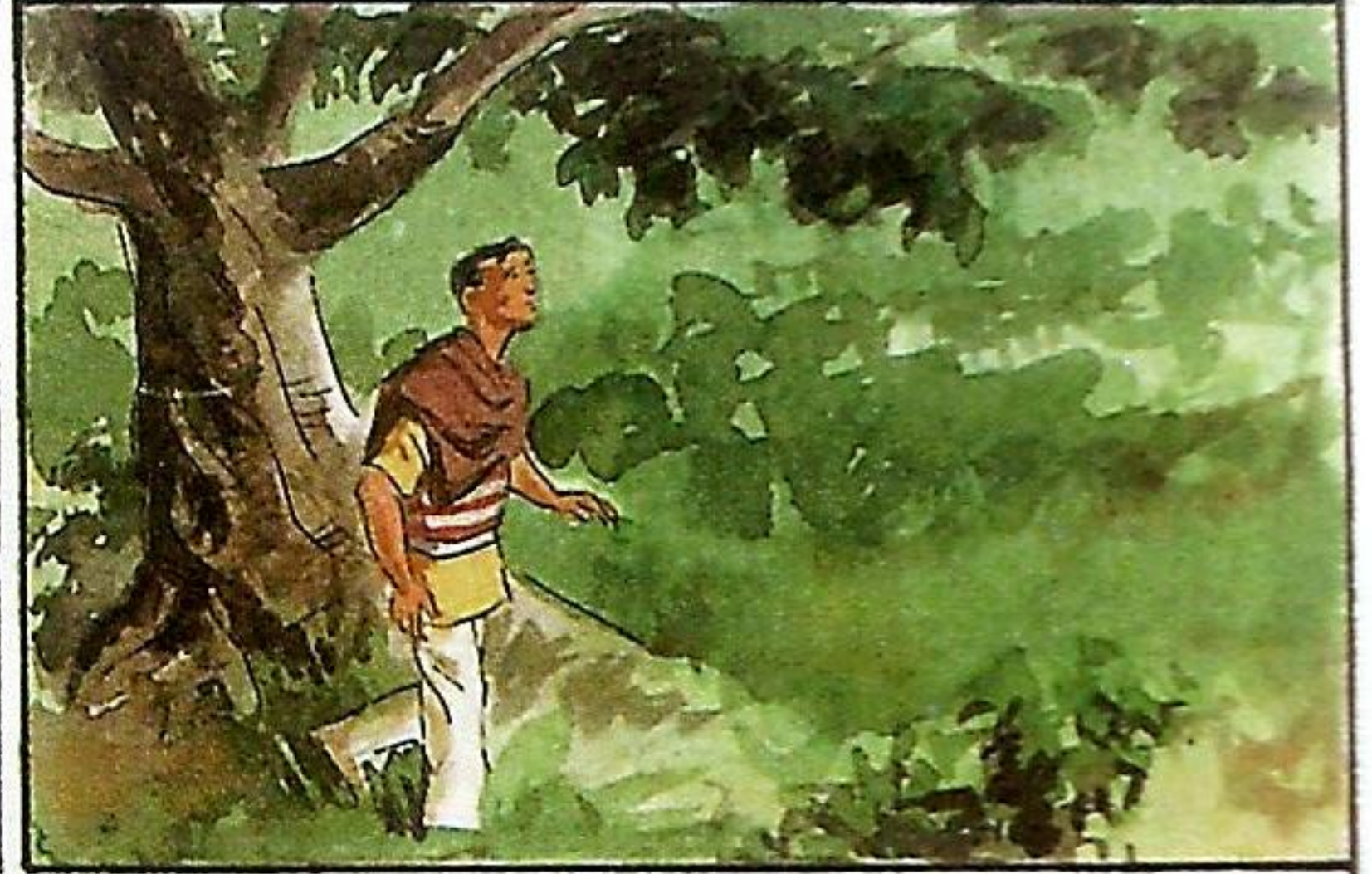
গত একমাসে নিউমার্কেটে তিনকড়িবাবুর দোকানে কেউ যদি একটা চন্দনা

কী রেসপন্স...

বসুন।
আজ একটা ইন্টারভিউ আছে। ওটা আমার দাদুর পাখি ছিল। উনি মারা গেলেন লাস্ট মান্থ। আমাদের কারও সময় নেই ওটাকে দেখার।

দাদুই দেখাশোনা করত। অনেক কিছু শিখিয়েছিল বলতে। 'কচে বারো'... পাশা খেলতেন দাদু। তাসও খেলতেন... পার্টনারকে একটা কথা খুব বলত, সেটাও তুলে নিয়েছিল মিঠু...

কী?
সাধু সাবধান!
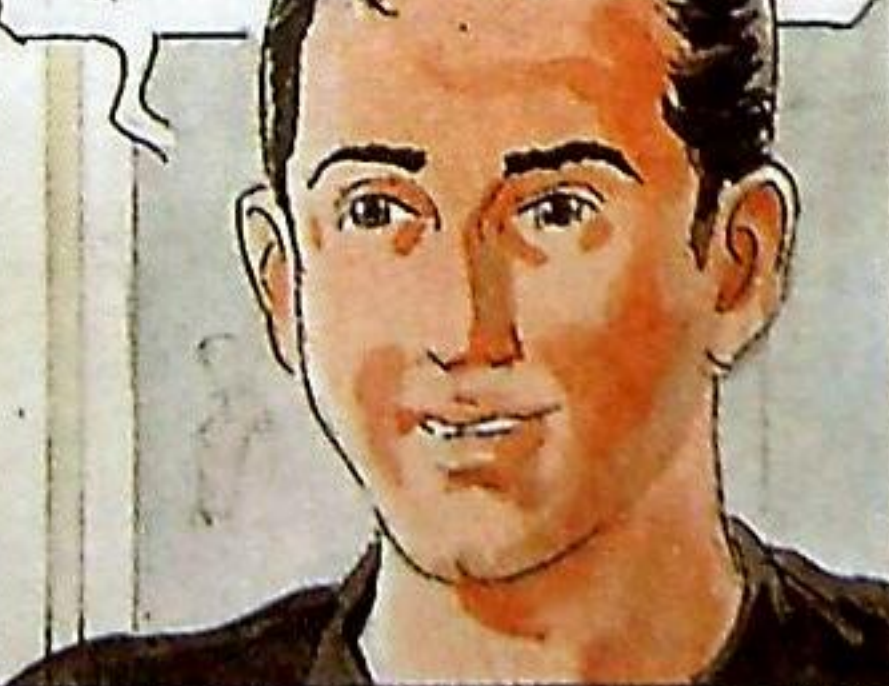
ঠিক আছে। ভালভাবে ইন্টারভিউ দিন।
আপনার ঠিকানা দেখেই এলাম ... মিট করে খুব ইয়ে হলাম।

DECEMBER 20

কী ব্যাপার, রহস্য আরও বৃদ্ধি পেল নাকি?
না। সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত। কাল সকালে ওদের থাকতে বলেছি। আমরা আটটায় আপনার বাড়িতে আসছি ...ন'টায় হাজিরা।

এ ব্যাপারটা কতক্ষণ চলবে?
খুব বেশি ত আধ ঘন্টা।

...বড় পার্ট...কাল প্রথম শো...

এ ঘিলুতে ভেজাল অনেক। তোমার দাদারটা পিওর। নিজের তৈরি রহস্যের সমাধান এক জিনিস। অ্যাকচুয়াল লাইফে আর-এক।

পার্বতীচরণের খুনের ব্যাপারে যেটা সবচেয়ে অবাক করেছে, সেটা হল সাধন দস্তিদারের অন্তর্ধান। খুনটা হয় দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। সাধনবাবু ওই ঘরে

ছিলেন সোয়া দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত। উনি বেরিয়ে যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে ঘরে ঢুকে দেখতে পাই, পার্বতীবাবুকে খুন করা হয়েছে। গেট দিয়ে বেরোতে দেখা যায়নি... কম্পাউন্ড খোঁজা হয়। আট ফুটের পাঁচিল টপকানোও সহজ নয়।

সাধনবাবুর আগে যিনি এসেছিলেন তাঁকে কি বাদ দিচ্ছেন?
একজন আরথ্রাইটিসের রুগির পক্ষে এ খুন করা সম্ভব নয়।

অবিশ্যি একজন তৃতীয় ব্যক্তি পেস্টনজি ও সাধনবাবুর ফাঁকে ওই ঘরে ঢুকতে পারে।
কে?
আপনি।

আ-আপনার কী ধারণা আমি...
আপনার সুযোগ ছিল, খুন করেছেন বলিনি।

তাও ভাল।

এই অসম্ভব অন্তর্ধান সম্ভব হয় যদি সাধনবাবু এ বাড়ি থেকে নাই বেরিয়ে থাকেন।
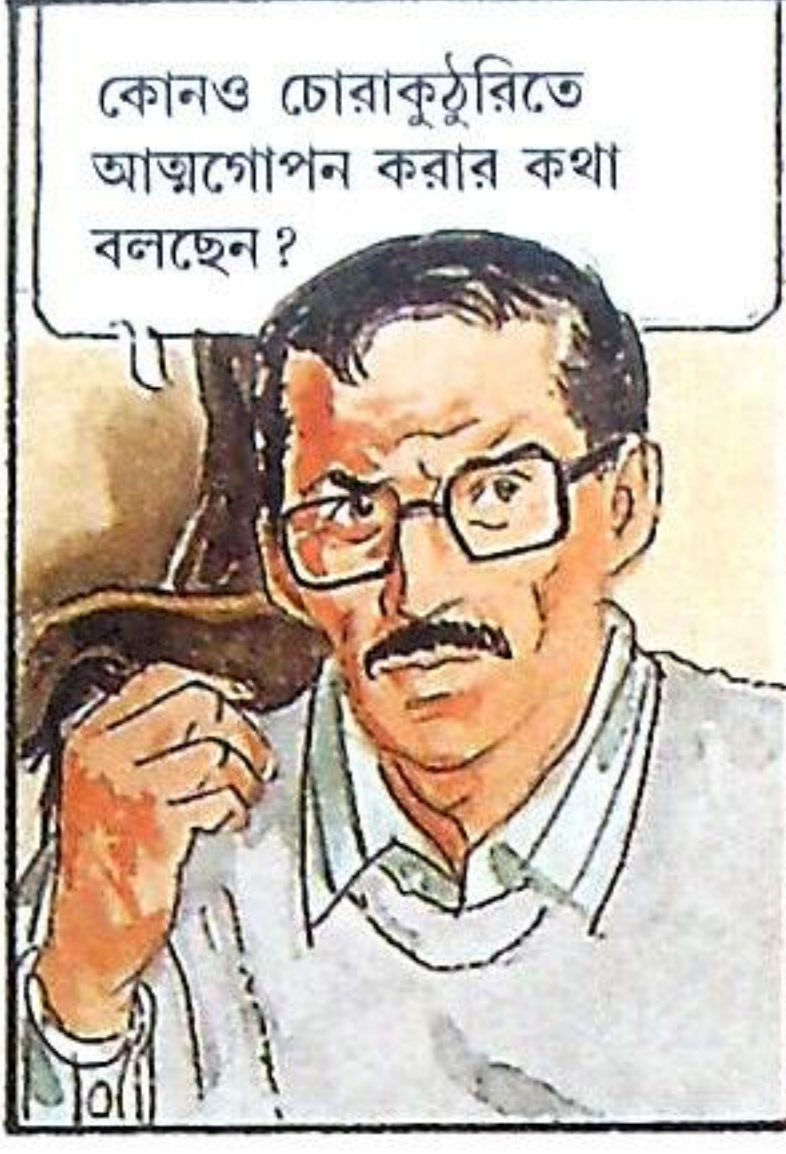
কোনও চোরাকুঠুরিতে আত্মগোপন করার কথা বলছেন?

সেরকম লুকনোর জায়গা এ বাড়িতে নেই।
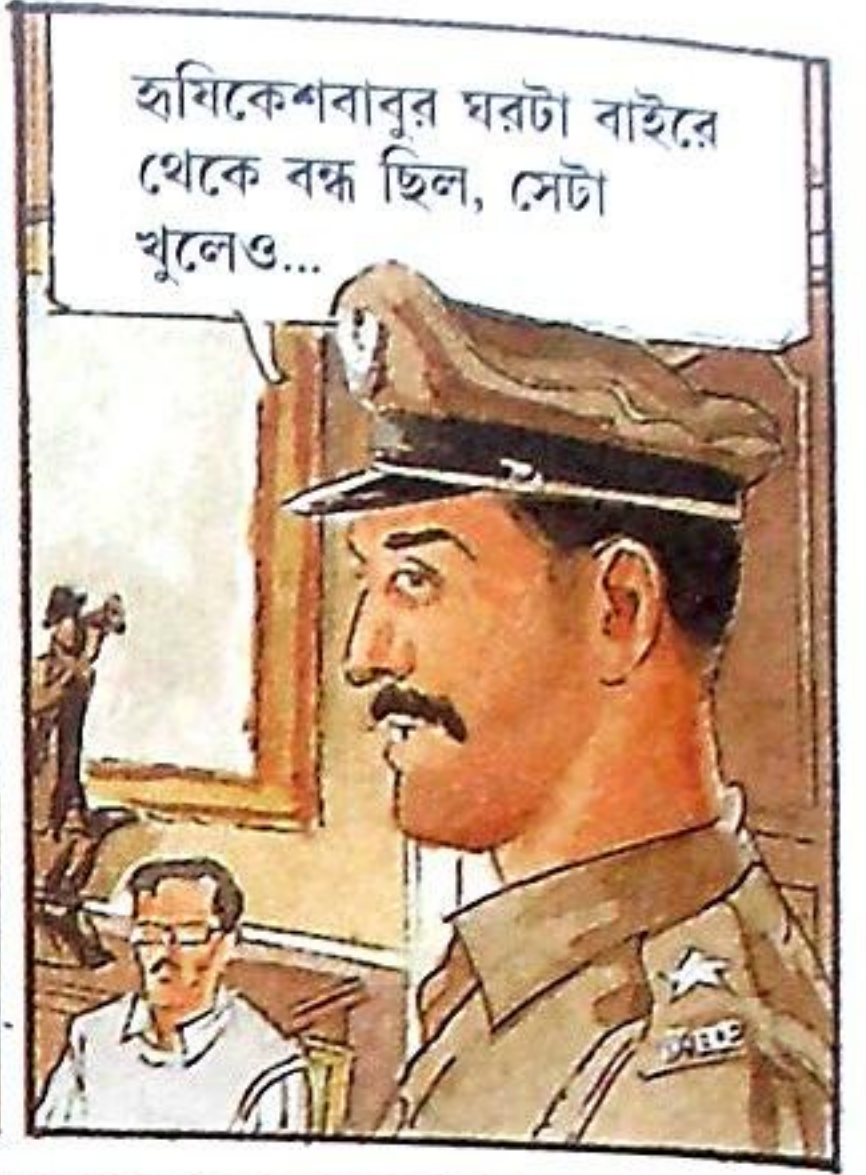
হৃষিকেশবাবুর ঘরটা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল, সেটা খুলেও...

আমি তো ফিরে সোজা দোতলায়... সিঁড়িতে এঁদের সঙ্গে...
আপনার টেলিগ্রামের কাজ হয়ে যায় দশটা পাঁচ নাগাদ... তারপরই আপনি...

আমি যাই ঘড়ির ব্যান্ড কিনতে...
যদি বলি, না, যাননি?
সামান্য ব্যাপারে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

কারণ সোয়া দশটার সময় আপনারও তো ওই ঘরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকতে পারে।
নিজেই বলছেন, ওই সময় সাধনবাবুকে বেরোতে দেখেছেন...

ধরুন, সাধন দস্তিদার যদি নাই এসে থাকেন। তাঁর জায়গায় আপনি গেলেন।
মিঃ হালদার কি উন্মাদ না জরাগ্রস্ত? আমি দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে ঢুকব আর উনি আমাকে চিনতে পারবেন না!
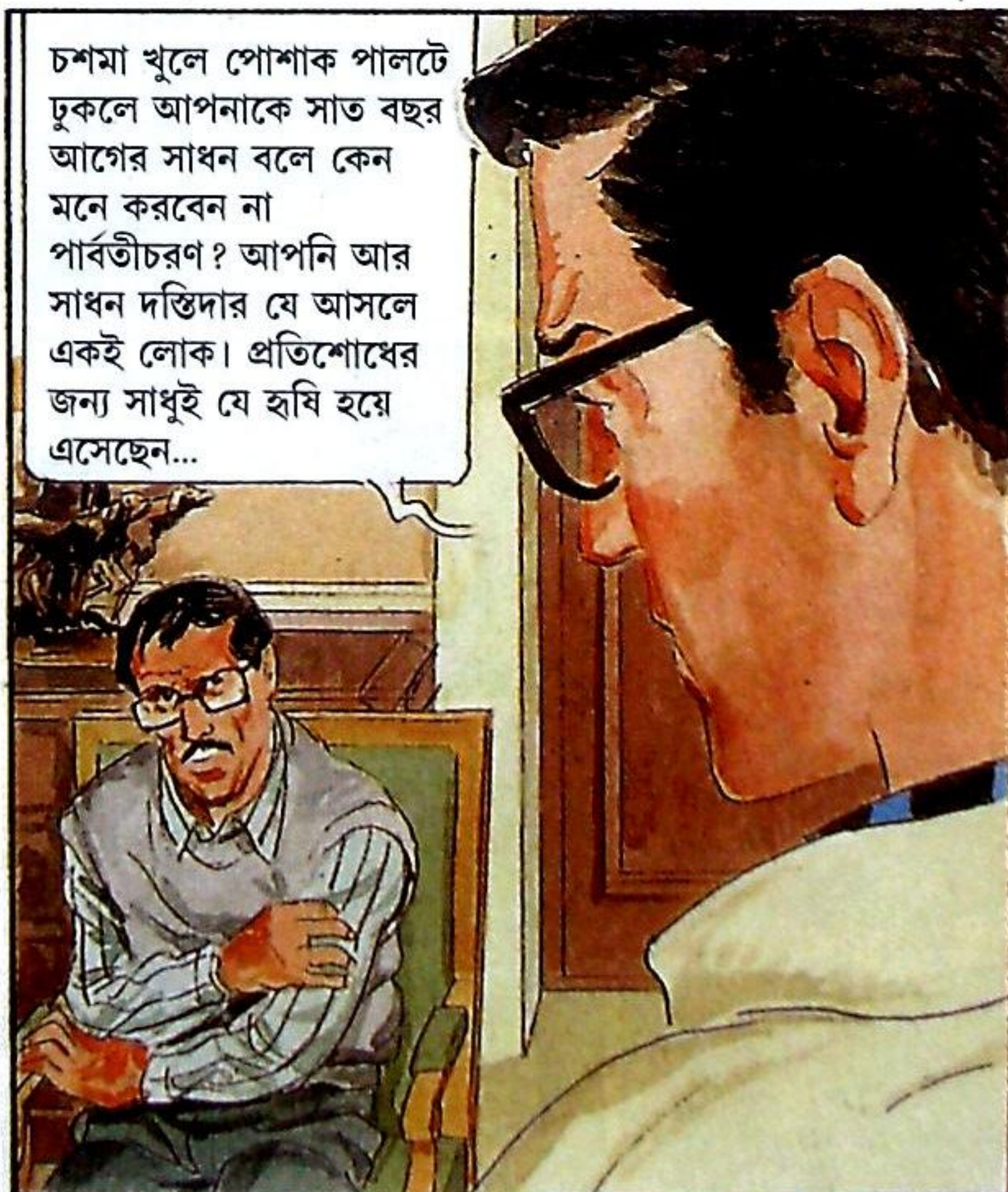
চশমা খুলে পোশাক পালটে ঢুকলে আপনাকে সাত বছর আগের সাধন বলে কেন মনে করবেন না পার্বতীচরণ? আপনি আর সাধন দস্তিদার যে আসলে একই লোক। প্রতিশোধের জন্য সাধুই যে হৃষি হয়ে এসেছেন...
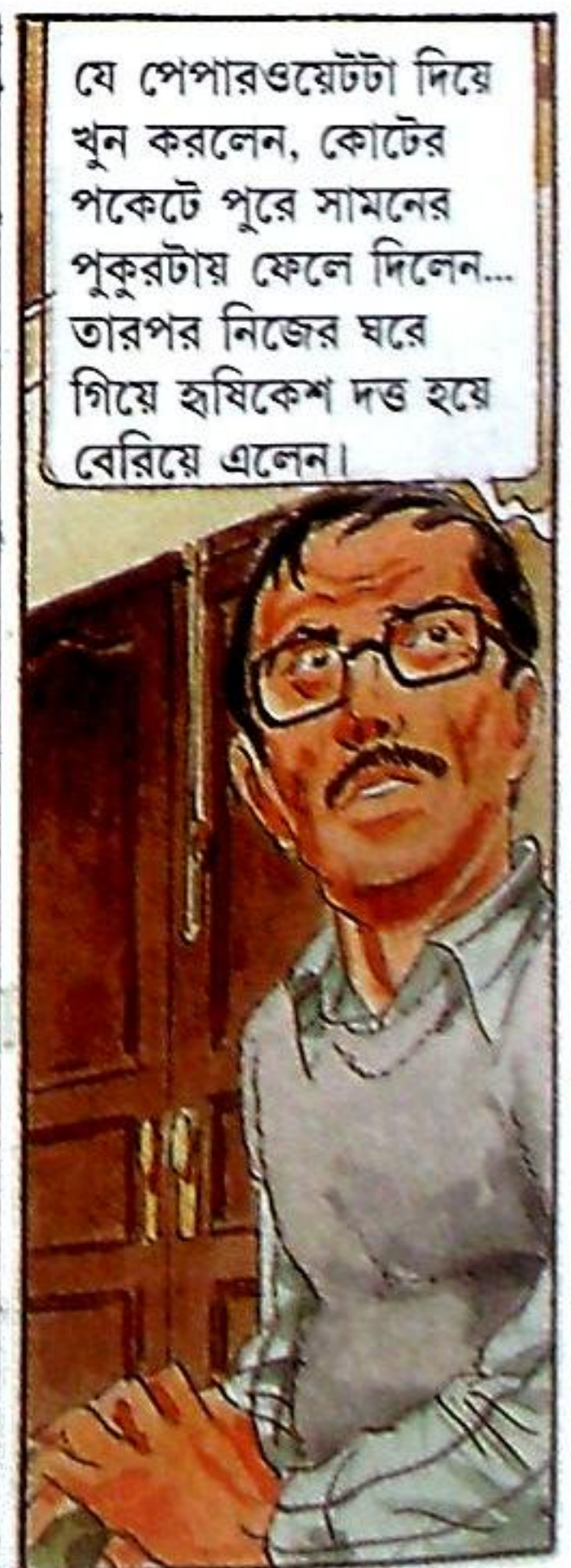
যে পেপারওয়েটটা দিয়ে খুন করলেন, কোটের পকেটে পুরে সামনের পুকুরটায় ফেলে দিলেন... তারপর নিজের ঘরে গিয়ে হৃষিকেশ দত্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

পাখির মুখে 'সাধু সাবধান' শুনে আপনার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে ধারণা হল কথাটা আপনাকেই বলছে। তাই পাখিকে বের করতে গিয়ে...
অ্যাবসার্ড! কোথায় জখম?

ওঁর ঘড়িটা খুলে নিন তো।
না না।

আঁ আমি খুন করতে চাইনি। বিশ্বাস করুন, আমি...
সেটা অবিশ্বাস্য নয়। আপনার উদ্দেশ্য ছিল চিঠিটা পেস্টনজির কাছে বিক্রি...
আমি না, আমি না।

কথা শেষ করতে দিন। ফেলু মিত্তির আধাখাঁচড়াভাবে সমস্যার সমাধান করে না।
চিঠিটা বের করে গেলেন আর একজনের কাছে। বাড়িতে খানাতল্লাশির ভয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিও সাময়িকভাবে চিঠিটা চালান দেয় অন্য জায়গায়।

তাই না অচিন্ত্যবাবু।
বলে যান... সবই তো জেনে বসে আছেন।

সাড়ে দশটার একটু পরেই ভাইপোর ঘরে গেলেন...
ভাইপোর ঘরে যাওয়াটা কি অপরাধ?

রাত্রে সেই ঘরে চোরের মতো ঢোকা? ...চিঠিটা লুকিয়ে ছিলেন যেখানে, হাতড়েও তার নাগাল পেলেন না... এদিকে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে চিঠিটা অফার করা হয়ে গেছে পেস্টনজির কাছে।
আমিই যখন লুকিয়েছি, সেটা খুঁজে পাব না কেন, একটু বলবেন কি?

কারণ, সেটা ছিল ওর বালিশের তলায়।
এই যে,আজ সকালে চেয়ে এনেছি।
১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা সম্রাট নেপোলিয়নের চিঠি।
সাধু সাবধান!
আমার বন্ধুদের বলব, তুমি আমার চন্দনাটা খুঁজে দিয়েছ।
তোমার শঙ্করদা ধরে দিয়েছে।
আমি চাই আমার বাবার কালেকশন থেকে কোনও একটা জিনিস আপনি বেছে নিন।
তা হয় না। আমি এসেছিলাম অনিরুদ্ধর ডাকে। তার কাছ থেকে ত আর ফি নেওয়া যায় না।
জলের তল পাওয়া যায়। মনের তল পাওয়া দায়। আপনার অতলস্পর্শী চিন্তাশক্তির জন্য আপনাকে একটা অনারারি টাইটেলে ভূষিত করলাম। এ বি সি ডি।
এ বি সি ডি?
এ বি সি ডি?
এসিয়াজ বেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর!
এ বি সি ডি।
(সমাপ্ত)